কোর-আনের আলো।

মৌলবী মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন এম এ,

সঙ্কলিত।

(ইহাব লভ্যাংশ তরুণ জামাতে প্রদত্ত হইবে।)

প্রাপ্তিস্থান—

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী

৯১, অপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা।

প্রকাশক—

মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন, এম এ,

জি ৩৬-৩৭, মিউনিসিপাল মার্কেট,

কলিকাতা।

[প্রথম সংস্করণ ১০০০]

১৩৩৭।

দি মডেল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌।

৬নং স্টারকিন ষ্ট্রীট।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Public Library
Acc. ১১২৬৮ Date ৭.৬.৭৭.

B11268

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

ও প্রকাশ ব্যাপারে আমরা নূতন ব্রতী। তা'ছাড়া সুদূর মফঃস্বলে বসে বসে এর প্রুফ দেখতে হয়েছে। সুতরাং ছাপার ভুলে গ্রন্থের অঙ্গহানীর জন্য সুহৃদ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

তরুণ জামাত
কলিকাতা।

মহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

হজরত আব্বাজান মরহুম ছাহেবের পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশ্যে।

কোর-আনের আলো

সূচিপত্র।

ভূমিকা			পৃষ্ঠা
১ম	ছুরা	আল-ফাতেহা (দ্বারোদ্ঘাটন)	১
২য়	,,	আল-বাকারা (গাভী)	২
৩য়	,,	আল-ইমরান (এমরান বংশ)	১৫
৪র্থ	,,	আন-নিছা (নারীগণ)	২০
৫ম	,,	আল-মায়েদা (খাদ্যদ্রব্য)	২৪
৬ষ্ঠ	,,	আল্-আনয়াম (গৃহপালিত পশু)	২৬
৭ম	,,	আল-এরাফ (উন্নত স্থান)	৩৩
৮ম	,,	আল-আনফাল	৩৮
৯ম	,,	আল-বারায়াত (মুক্তি)	৩৯
১০ম	,,	ইউনুছ (আঃ)	৪১
১১শ	,,	হুদ (আ)	৪৫
১২শ	,,	ইউছুফ (আঃ)	৪৬
১৩শ	,,	আর-রাদ (বজ্র)	৪৭
১৪শ	,,	ইব্রাহিম (আঃ)	৪৯
১৫শ	,,	আল-হেজ্বর	৫২
১৬শ	,,	আন-নাহল (মধুমক্ষিকা)	৫৩
১৭শ	,,	বানি-এছরাইল (এছরাইল বংশ)	৫৬
১৮শ	,,	আল-কাহাফ (গুহা)	৫৯
১৯শ	,,	মরিয়ম (আ)	৬১
২০শ	,,	তা'হা'	৬৯

ভূমিকা			পৃষ্ঠা
২১শ	,,	আল-আম্বিয়া (তত্ত্বাহকগণ)	৭১
২২শ	,,	আল-হজ্ব (হজ্ব)	৭৩
২৩শ	,,	আল-মুমেনিন (বিশ্বাসীগণ)	৭৫
২৪শ	,,	আনন্নুর (আলোক)	৭৭
২৫শ	,,	আল-ফোরকান (পার্থক্যকারী)	৮০
২৬শ	,,	আশ-শোয়ারা (কবিগণ)	৮১
২৭শ	,,	আন-নমল (পিপীলিকা)	৮২
২৮শ	,,	আল-কাছাছ (কাহিনী)	৮৪
২৯শ	,,	আল আন-কাবুত (মাকড়সা)	৮৬
৩০শ	,,	আর-রুম (রোমকগণ)	৮৭
৩১শ	,,	লোকমান (আঃ)	৮৮
৩২শ	,,	আছ-ছেজদা (প্রণিপাত করণ)	৯০
৩৩শ	,,	আল-আহজাব (মিত্রপক্ষ)	৯১
৩৪শ	,,	আছ-ছাবা (সাবা)	৯২
৩৫শ	,,	আল-ফাতের (সৃষ্টিকর্ত্তা)	৯৩
৩৬শ	,,	ইয়াছিন (হে মানব)	৯৪
৩৭শ	,,	আছ-ছাফ্‌ফাত	১০১
৩৮শ	,,	ছাদ	১০৩
৩৯শ	,,	আজ-জোমার (দল)	১০৪
৪০শ	,,	আল-মুমেন (বিশ্বাসী)	১০৬
৪১শ	,,	হা-মিম।	১০৭
৪২শ	,,	আশ-শুরা (পরামর্শ)	১০৯
৪৫শ	,,	আজ-জাছিয়া (নতজানু হওন)	১১১
৪৬শ	,,	আল-আহকাফ (স্থান বিশেষ)	ঐ
৪৭শ	,,	মোহাম্মদ (দঃ)	১১৩
৪৯শ	,,	আল-হোজোরাত (কক্ষ সমূহ)	১১৪
৫০শৎ	,,	ক্বাফ।	১১৫

ভূমিকা পৃষ্ঠা

৫১শৎ	,,	আজ-জারিয়াত (বিক্ষিপ্তকারীগণ)	১১৬
৫৩শৎ	,,	আন-নজম (নক্ষত্র)	ঐ
৫৪শৎ	,,	আল-কামার (চন্দ্র)	১১৭
৫৫শৎ	,,	আর-রাহমান (পরমদাতা ও দয়ালু)	১১৮
৫৬শৎ	,,	আল-অকেয়া (বৃহৎ ঘটনা)	১১৯
৫৭শৎ	,,	আল-হাদিদ (লৌহ)	ঐ
৫৮শৎ	,,	আল-মোজাদেলা (আবেদন কারিনী)	১২২
৫৯ম	,,	আল-হাশর (নির্ব্বাসন)	ঐ
৬১ম	,,	আছ-ছাফ (বাহিনী)	১২৪
৬২ম	,,	আল-জুম'আ (সমবেত হওন)	১২৫
৬৩ম	,,	আল-মুনা ফেকুন (কপটগণ)	ঐ
৬৪ম	,,	আত-তাগাবন (দোষ সমূহের প্রকাশ)	১২৬
৬৫ম	,,	আত-তালাক (বিবাহ বন্ধন ছেদন)	১২৭
৬৬ম	,,	আত-তাহারিম (নিষিদ্ধ)	১২৮
৬৭ম	,,	আল-মোলক (রাজ্য)	ঐ
৬৯ম	,,	আল-হাক্ক (সত্য)	১২৯
৭০ম	,,	আল-মেয়'রাজ (উত্থান)	ঐ
৭২ম	,,	আল-জ্বিন (জ্বেন)	১৩২
৭৩ম	,,	আল-মোজ্জাম্মেল (কম্বলাবৃত)	ঐ
৭৪ম	,,	আল-মুদ্দাচ্ছের (বস্ত্রাবৃত)	১৩৩
৭৬ম	,,	আল-দাহর (সময়)	১৩৪
৭৭ম	,,	আল-মোরছালাত (প্রেরিত পুরুষগণ)	১৩৫
৭৮ম	,,	আন-নবা (ঘোষণা সংবাদ)	১৩৬
৭৯ম	,,	আন-নাজেয়াত (উত্তোলনকারীগণ)	১৩৭
৮০ম	,,	আবাছা (যে ভ্রুকুটি করিল)	ঐ
৮১ম	,,	আত-তাকবির (আবৃত হওন)	১৩৮
৮৪ম	,,	আন-ইনশেকাক (ভগ্ন হওন)	১৩৯

ভূমিকা পৃষ্ঠা

৮৫ম	,,	আল-বুরুজ (নক্ষত্র পুঞ্জ)	১৩৮
৮৬ম	,,	আত-তারিক (নৈশ-আগন্তুক)	১৪০
৮৭ম	,,	আল-আ'লা (সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ)	১৪১
৮৯ম	,,	আল ফাজর (প্রভাত)	ঐ
৯০ম	,,	আল-বালাদ (নগর)	১৪২
৯২ম	,,	আল-লায়ল (রজনী)	১৪৩
৯৩ম	,,	আদ-দোহা (মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য)	১৪৪
৯৪ম	,,	ইনসেরা (বিস্তৃতি)	১৪৫
৯৫ম	,,	আত-তিন (ডুমুর ফল)	ঐ
৯৬ম	,,	আল-আ'লাক (রক্তপিণ্ড)	১৪৬
৯৭ম	,,	আল-কদর (শক্তিশালী)	ঐ
৯৮ম	,,	আল-বাইয়েনা (স্পষ্ট সাক্ষ্য)	১৪৭
৯৯ম	,,	আল-জিলজাল (প্রকম্পন)	ঐ
১০০ম	,,	আল-আদিয়াত (প্রহারকারীগণ)	১৪৮
১০১ম	,,	আল-কারিয়া (ভীষণ বিপদ)	১৪৯
১০২ম	,,	আত-তাকাছোর (ধন সম্পত্তি)	ঐ
১০৩ম	,,	আল-আছর (সময়)	১৫০
১০৪ম	,,	আল-হোমাজা (পরনিন্দুক)	ঐ
১০৫ম	,,	আল-ফিল (হাতী)	১৫১
১০৬ম	,,	কোরায়েশ (কোরায়েশ বংশ)	১৫২
১০৭ম	,,	আল-মাউন (ভিক্ষা)	১৫৩
১০৮ম	,,	আল-কাউছার (প্রচুর সম্পদ)	ঐ
১০৯ম	,,	আল-কাফেরুন (অবিশ্বাসীগণ)	১৫৪
১১০ম	,,	আন-নাছর (সাহায্য)	ঐ
১১২ম	,,	আল-ইখলাছ (একত্ব)	১৫৫
১১৩ম	,,	আল-ফালাক (উষা)	ঐ
১১৪ম	,,	আন-নাছ (মানবগণ)	১৫৬

কৈফিয়ত।

অধুনা বাংলাতে যথেষ্ট পরিমানে না হইলেও কোর-আন শরিফের অনেকগুলি অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তথাপি বিনা কৈফিয়তে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সাহস হয় না। পরলোকগত গিরিশ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে অনেকেই ইহার নানাধরণের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তাহাদের কোন খানাই বাংলা দেশের স্কুল ও মক্তব সমূহের ছাত্রদের পক্ষে সহজ পাঠ্য হয় নাই। পক্ষান্তরে মওলানা আকরম খাঁ ছাহেব প্রমুখ মনীষীদের কোর-আনের আংশিক অনুবাদে মূল আরবী সন্নিবেশিত থাকায়, অমুছলিমদিগের মধ্যে প্রচার করিবার পক্ষে সুবিধা জনক হয় নাই।

কোর-আন শরিফ সম্বন্ধে ইউরোপিয়ানদের মত আমাদের দেশের সাধারণ মুছলমান এবং এমন কি শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও একটা ভ্রান্ত ধারনা বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইহা একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক, যাহা ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করা সহজ সাধ্য নহে! এবং অশিক্ষিত মুছলমানদের মনে অবার একটি কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই দ্বিবিধ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

Mr. Lane Poole এর Speeches and Table Talk of Mahomet (Macmillan & Co., London.) নামক সুবিখ্যাত পুস্তক খানি দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোর-আন শরিফের একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিবার বাসনা জন্মে। নানাকারণে এযাবৎ ইহা কার্য্যে

পরিণত করিতে পারি নাই। "কোর-আনের আলো" শুধু সে ইচ্ছার অভিব্যক্তি। ইহা লেনপুল সাহেবের গ্রন্থের অনুবাদ নহে বা চয়ন বিষয়ে আমি তাহার পদ্ধতিও অবলম্বন করি নাই। কোর-আন শরিফের উপদেশ মূলক ও নৈতিক বচনাবলী ধারা বাহিক ভাবে অনুবাদ করিয়াছি মাত্র। মূল আরবীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সহজ ও সরল ভাবে তাহা বাংলায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি. কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। প্রতি অধ্যায়ে ছুরাগুলির আরবী নাম ও আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা দেখাইয়াছি, তাহাতে সহজে মূল আরবী আয়েত বাহির করা সম্ভবপর হইবে; অন্যান্য স্থানে যেখানেই মূল কোর-আন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই খানেই বন্ধনী মধ্যস্থিত প্রথম অঙ্ক দ্বারা ছুরার ক্রমিক সংখ্যা এবং দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বারা আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা দেখান হইয়াছে, যথা (২ঃ ২৫৫) অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫৫ আয়াত। অনুবাদে কতকগুলি প্রচলিত আরবী ও ফারছি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি এবং সাধারণের সুবিধার্থে যথাস্থানে উহাদের অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

অনুবাদ কার্য্যটি সাধারণতঃ সহজ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা আশানুরূপ সহজ নহে। অনুবাদককে সব সময়েই মূলের ভাব ও ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় কাজেই তিনি স্বাধীনভাবে শব্দের প্রয়োগ অথবা ভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন না। কোর-আন শরিফের মত একখান পবিত্র গ্রন্থকে ভাষান্তরিত করিতে হইলে অনুবাদককে যে কিরূপ দুরূহ এবং দায়িত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় কোর-আন শরিফের সম্পূর্ণ মূল ঝঙ্কার ও লালিত্য রক্ষা করা সম্ভবপর নহে।

আমি কোন সাহিত্যিক নই এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইবার মত উচ্চাভিলাষও আমার নাই। কোর-আন শরিফের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য যাহাতে সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে এবং সকলে

যাহাতে ইহার মূল বিধানগুলি অনুসরণ করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনকে শান্ত, স্নিগ্ধ এবং সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন এবং পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই পুস্তক পাঠ করিয়া যদি একটি লোকও আধ্যাত্মিক জীবন লাভের অভিলাষী হন এবং সমগ্র কোরআন শরিফের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ব্যগ্র হন তবেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে এই গ্রন্থ অনুবাদে আমি মওলানা রফিউদ্দিন ছাহেবের উর্দ্দু তরজমা তফছির মুজেহল কোর-আন এবং মওলানা মোহাম্মাদ আলি ছাহেবের ইংরাজী তফছীর এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য গ্রহন করিয়াছি। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রনয়ণে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতৃবর মৌলবী মোহাম্মদ মনসুরউদ্দিন ছাহেব, এম এ, আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দান করিয়াছেন এবং তাঁহারই একান্ত আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

অকৃতজ্ঞ আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি এই গ্রন্থ মুদ্রনে শ্রদ্ধেয় মামুজান ছাহেব জনাব মুন্সী ওয়ায়েজউদ্দীন মিয়া এবং আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ কেব্‌লা জনাব মৌলবী সোনামউদ্দীন আহম্মদ ছাহেব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচারের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম, করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম।

পো: লক্ষ্মীকোল
ফরিদপুর
১৩৩৭।

মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন

ভূমিকা।

কোরআন শরিফ মুছলিমদিগের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মগ্রন্থ। যদিও যুগ-প্রবর্ত্তক ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সময় হিসাবে ইহা সর্ব্ব কনিষ্ঠ তথাপি বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে নিঃসন্দেহে ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে এবং এত অল্পকাল মধ্যে ইহা বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, আজ আর তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছুই নাই। শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্য জগতে অধুনা ইহা যে ধর্ম্মীয় আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে অচির ভবিষ্যতে সমস্ত জগত ইহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া ইহার ধর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিবে।

আরবী কা'রা ধাতু হইতে কোর-আন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; উহার এক অর্থ "সে পাঠ করিয়াছিল" অন্য অর্থ "সে একত্র করিয়াছিল"। এই দ্বিবিধ ভাবই "কোরআন" শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সংক্ষেপে, কোরআন অর্থ একখানি অবশ্য পাঠ্য পুস্তক। যদিও বাইবেল দুই শতাধিক ভাষায় অনুদিত হইয়াছে তথাপি ইহা কোর-আনের মত এত অধিক ব্যাপক ভাবে ও সম্মানের সহিত পঠিত হয় না। ধর্ম্মভীরু মুছলমানগণের ইহা দৈনন্দিন পাঠ্য। এতদ্ব্যতীত ইহা তাহাদের প্রাত্যাহিক উপাসনায় অন্যূন পঞ্চবার পঠিত হয়। ইহার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাম আছে। আল-কেতাব (গ্রন্থ), আল-ফোরকান (সত্য হইতে মিথ্যা পার্থক্যকারী), আল-কোরআন (অবশ্য পাঠনীয় গ্রন্থ), আল-হাকিম (জ্ঞান) আল-নুর (আলোক) আল-হাক্ক (সত্য) এবং আল-মজিদ (পবিত্র) প্রভৃতি নামগুলি তন্মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ।

কোর-আন শরিফ মোট ১১৪ ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক ভাগেব নাম ছুরা বা অধ্যায়। ছুরা শব্দের আক্ষরিক অর্থ ইটের গাঁথুনি অন্য অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাদিগকে ছুরা বলা হয়, হয়ত এজন্য যে ইহারা প্রত্যেকে একটি পৃথক ইষ্টক সদৃশ এবং সমগ্র কোর-আন শরিফটি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা। অথবা ইহাদের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বেব জন্য ছুবাগুলি দৈর্ঘ্যে পরস্পব অসমান! কোনটি অত্যন্ত দীর্ঘ .যথা ছুবা আলবাকারা ইহাতে মোট ২৮৬ আয়াত আছে ইহাই কোর-আনের সব চেয়ে বড় ছুরা। আবার কোনটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র যেরূপ ছুরা আল কাউছার। ইহাতে মাত্র তিনটি আয়াত আছে। অপেক্ষাকৃত বড় ছুরাগুলি কতকগুলি "রুকু'তে বিভক্ত" হইয়াছে। রুকুকে সাধারণতঃ প্যারাগ্রাফ অর্থে ব্যবহাব করা যাইতে পারে। ছোট ছোট ছুরাগুলিতে মাত্র একটি কবিয়া রুকু আছে। আম পাবা ৩০শ খণ্ডেব প্রায় সবগুলি ছুরাই এই ধবণের। এই রুকুগুলি আবাব আয়াত দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। আয়াত অর্থ নিদর্শন অথবা ঐশী বাণী এই উভয় অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোর-আন শরিফের নবম ছুরা ব্যতীত প্রত্যেক ছুবাব পুর্ব্বে, " বিছ-মিল্লাহের রাহমানের বাহিম" অর্থাৎ পবমদাতা ও করুণাময় আল্লাব নামে এই পুণ্য শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। ইহাও কোব-আন শরিফেব অন্যতম বৈশিষ্ট। মুছলিমদিগেব দৈনন্দিন জীবনে এই পুণ্যবাণী প্রতি কার্য্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র কোর-আনে মোট ৬২৪৭টি আয়াত আছে এবং ইহার সহিত প্রতি ছুরাব মুখবন্ধ " বিছমিল্লাহ" যোগ কবিলে মোট সংখ্যা ৬৩৬০ দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া সমস্ত কোর-আন শবিফকে সমান ৩০ খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডকে সাধারণত. " পারা" বা যুজ বলা হয় এবং প্রতি খণ্ডের প্রথম শব্দ ইহাতে ইহার নাম করা হইয়াছে কিন্তু এই বিভাগ দ্বারা কোর-আনের মূলবিষয়ের কোন পার্থক্যসৃষ্টি করা হয় নাই।

সমগ্র কোর-আন শরিফখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পূর্ণ ২৩ বৎসর কাল মধ্যে আমাদের প্রিয় পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আলায় হেচ্ছালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই ২৩ বৎসরের ১৩ বৎসর তিনি মক্কা শরিফ ও অবশিষ্ট ১০ বৎসর মদিনা শরিফে অতিবাহিত করেন। এইজন্য সমস্ত ছুরাগুলিকে 'মক্কি' 'মাদানি' দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মোট ১১৪টি ছুরার মধ্যে ৯৩টি মক্কি এবং ২১টি মাদানি। মদিনায় অবতীর্ণ ছুরাগুলি অল্প সংখ্যক হইলেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া কোর-আন শরিফের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়াছে।

মক্কি ছুরাগুলি ইছলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সাধারণতঃ তাহাতে ইছলামের মুলভিত্তি ও নৈতিক গুণাবলী সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রায় সবগুলিই আম পারায় সন্নি-বেশিত হইয়াছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ভাবের গভীরতায় ভাষার ঝঙ্কারে এবং সুরের লালিত্যে আরব সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে ইহারা এক অনুপম অভিনব সৃষ্টি। খোদা তায়ালায় শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিতে এবং পরকালে পাপ ও পূণ্যের ঐশ্বরিক সুক্ষ্মতম বিচারের প্রতি একটি জীবন্ত বিশ্বাস উৎপাদন করাই এই ছুরাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য, কারণ এই বিশ্বাসই শুধু মানবকে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে দ্যোতনা পারে।

হজরতের শেষ জীবনে মদিনা শরিফে যে ছুরাগুলি নাজেল হয় তাহাতে মক্কি ছুরাগুলির আলোচ্য মূল নীতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং মানব জীবনের স্তরে স্তরে যে সমস্ত কর্ত্তব্য ও সমস্যার উদয় হয় তাহাদের সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই ছুরাগুলিতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুরাকালের প্রেরিত পুরুষদের জীবন আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অবতা-রনা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে ব্যক্তিগত জীবনে তথা জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তণ সাধন করাই মাদানি ছুরাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনের এই আমূল পরিবর্ত্তণ সাধন করিতে হইলে মানবকে একটি ছেরাতুল মুছতা-

কিসের অর্থাৎ সুদৃঢ় সরল পথের অনুসন্ধান করিতে হইবে মাদানি ছুরাগুলি তাহাকে সেই পথ প্রদর্শন করে; কিন্তু সেই পথ অবলম্বন করিয়া জীবনের পরিণতি লাভ করিতে হইলে খোদা তাহাকে যে সমস্ত বৃত্তি দান করিয়াছেন তাহাদের সদবিকাশ ও সুপরিচালনার আবশ্যক। এই জন্য মানব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে "হেদায়েতের" প্রয়োজন। মাদানী ছুরাগুলির মূল নীতি বিশ্লেষণের মধ্যে আমাদের এই অভাবপূরণ হইয়াছে দেখিতে পাই।

ইছলাম ও মুছলিম।

কোরআন শরিফ যে ধর্ম্ম প্রচার করে তাহার নাম ইছলাম। ইহা খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মের মত তাহার প্রবর্ত্তকের নাম হইতে উদ্ভূত হয় নাই। তথাপি অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকগণ ইহাকেও ইহার প্রবর্ত্তকের নামানুসারে Muhammadanism বা মহম্মদীয় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার প্রকৃত নাম ইছলাম। স্বয়ং খোদা তায়ালা বলিতেছেন, "আমি তোমাদের জন্য ধর্ম্ম হিসাবে ইছলামকে মনোনীত করিয়াছি" (৫ : ৩); এবং "নিশ্চয় ইছলামই আল্লার নিকটবর্ত্তী ধর্ম্ম" (৩ : ১৮)।

সৃষ্টির আদিমকাল হইতে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। মানবগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিতে যুগে যুগে সময় শিরে যে সমস্ত নবী (তত্ত্ববাহক) প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এই একই ধর্ম্মের প্রচার ও মহিমা গান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হজরত আদম, হজরত নুহ, হজরত মুছা, হজরত ঈছা আলায় হেমাচ্ছালাম এবং অন্যান্য যাবতীয় পয়গম্বরদিগের ধর্ম্ম। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু ইহার সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী ও প্রচারক। অপরন্তু ইহাই মানবের একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ ইহা মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করে নাই এবং ইহাতেই মানবাত্মার যাবতীয় প্রার্থনা ও অভিলাষ পূর্ণরূপে

প্রকাশিত হইয়াছে। কোর-আন বলে, "ধর্ম্মের জন্য তোমার মুখ ন্যায়ভাবে ধারণ কর। প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তা আল্লাহ এবং প্রকৃতি অনুসারে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন......এবং তাহাই সত্য ধর্ম্ম" (৩০ : ৩০)। ইছলাম শব্দের এক অর্থ শান্তি অন্য অর্থ আত্ম সমর্পন। জগতে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করাই ইছলাম ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য ইহার অনুসরণকারীদিগকে সাধারণতঃ মুছলমান অথবা মুছলিম নামে অভিহিত করা হয়। এই নামও খোদার দেওয়া। কোর-আন বলে, "তিনি (আল্লাহ) তোমাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে এবং ইহাতে মুছলিম নামে অভিহিত করিয়াছেন।" মুছলিম শব্দের এক অর্থ শান্তি স্থাপনকারী অন্য অর্থ আত্মসমর্পনকারী। ইছলাম ধর্ম্মানুসারে সেই প্রকৃত মুছলমান যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়লা ও মানুষের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছে। খোদার সহিত শান্তি স্থাপন অর্থে সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন করা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা যেরূপ কোর-আন বলে, "সর্ব্বদা তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি মগ্ন হও ও আত্ম-সমর্পণ কর" (৭৩ : ৮)। মানুষের সহিত শান্তি স্থাপন অর্থে পরস্পরের সহিত সুহৃদ-ভাবে কাল যাপন করা ও পরোপকার করা। খোদার প্রতি বশ্যতা স্বীকার এবং মানুষের সহিত সদ্ভাব স্থাপন মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং খাঁটি মুছলিমের প্রকৃত পরিচয়, কারণ কোর-আন বলে, "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে খোদার বশ্যতা স্বীকার করে এবং পরোপকারী ও সৎকর্ম্ম-শীল হয় সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কারলাভ করিবে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখ করিবে না" (২ : ১১২)।

ইছলামে আল্লাহ।

আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ধর্ম্ম মাত্রেরই মূলভিত্তি কিন্তু ইছলামের বৈশিষ্ট এইখানেই যে ইহা শুধু একই মাত্র আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করিতে বলে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান, অনাদি, অনন্ত এবং নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক এবং পরমদাতা ও করুণাময়। তাঁহার কোন শরিক নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। ইহাই ইছলামের মূল মন্ত্র এবং এই জন্য কোর-আন শরিফে অসংখ্যবার এবং বিভিন্ন স্থানে খোদার একত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে এবং নানারূপ উদাহরণ ও উপমা দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। কোর-আন বলে, তোমাদের একই মাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তিনি পরমদাতা ও দয়ালু (২ ঃ ১৬৩) এবং "আল্লাহ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তিনি জীবন্ত ও অনন্তকাল স্থায়ী" (২ ঃ ২৫৫)। অন্যত্র, "খোদার এবাদত কর তাঁহার সহিত কাহারও শরিক করিও না" (৪ ঃ ৩৬)। "সেই আল্লাই তোমাদের প্রভু তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই; সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টিকর্ত্তা অতএব তাঁহারই এবাদত কর এবং সমস্ত জিনিষ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে" (৬ ঃ ১০৩)। অন্যত্র বলে, "আমার নিকট ইহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে তোমাদের উপাস্য একই মাত্র আল্লাহ; অতএব যে তাহার প্রভুর সাক্ষাৎলাভ আশা করে সে যেন সৎকার্য্য করে এবং তাঁহার এবাদতে অন্য কাহাকেও শরিক না করে" (১৮ ঃ ১১০)। "নিশ্চয় আল্লাই আমার এবং তোমাদের প্রভু, অতএব তাঁহারই এবাদত কর; তাহাই সত্যপথ" (১৯ ঃ ৩৬)। অন্যত্র "যদি পৃথিবীতে খোদা ব্যতীত ঈশ্বর থাকিত তবে নিশ্চয় তাহারা বিনষ্ট হইত" (২১ ঃ ২২)। "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সমস্তই তিনি জ্ঞাত আছেন তিনি পরমদাতা ও করুণাময়" (৫৯ ঃ ২২)। এবং সর্ব্বশেষে, "বল, তিনিই একমাত্র আল্লাহ অনন্তকাল স্থায়ী; তিনি কখনও জন্মদান করেন না এবং কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং কেহই তাঁহার তুল্য নয়" (১১২ম অধ্যায়)।

ইসলামে বিশ্বাস।

খোদার অস্তিত্বে শুধু বিশ্বাস করিলেই চলিবে না সেই বিশ্বাসকে কার্য্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে কারণ কার্য্য ব্যতীত বিশ্বাস কখনও ফলবতী হইতে পারে না। এই বিশ্বাসকে বলবতী করিতে হইলে এবাদতের একান্ত প্রয়োজন। এই স্থানেই মুছলমানদের প্রত্যাহিক পঞ্চবার নামাজ পালনের আবশ্যকতা। কারণ ইছলাম খোদার প্রতি বিশ্বাসকে শুধু কল্পনাতে সীমাবদ্ধ রাখে নাই পরন্তু মানব জীবনে আল্লার প্রতি বিশ্বাস যে একটা জীবনীশক্তি সেই আত্ম বিশ্বাস তাহাতে দৃঢ়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারাই শুধু মানব নৈতিক চরিত্রের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। এজন্য নামাজ পালন করিতে কোর-আনশরিফে অন্যূন ৮৬ বার অদেশ করা হইয়াছে কোর-আন শরিফের প্রারম্ভেও আমরা দেখিতে পাই যে খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরই ধর্ম্মভীরুদের নামাজ পালনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে (২ : ২)। সৃষ্টির ও মুখ্য উদ্দেশ্য খোদার এবাদত করা এবং কোর-আন অনুসারে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু খোদার প্রশংসা ও আরাধনা করে (৫৭:৪১)। তাঁহাকে এবাদত করিবে শুধু এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ জ্বেন ও মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৫২ : ৫৬)। কেননা শুধু এবাদত বা খোদার উপাসনা দ্বারাই আত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং তাঁহার এবাদতই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য যেরূপ কোর-আন বলে, "নামাজ, পাপ ও জঘন্য কার্য্য হইতে দুরে রাখে এবং খোদার আরাধনাই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য" (২৯ : ৪৫) এবং আত্মা পরিশুদ্ধ না হইলে তাহা কখনও খোদার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারে না, যেমন কোর-আন বলে, "সেই দিন ধন সম্পত্তি অথবা পুত্র কন্যা কোনই কার্য্যে আসিবে না শুধু যিনি নির্ম্মল আত্মা সহ খোদার নিকট উপস্থিত হইবেন" (২৬:৮৮:৮৯)!

নামাজ পালন করা যে ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য অংশ তাহা হজরত রছুল আল্লার (দঃ) বাণীতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন,

"নিশ্চয় নামাজ ধর্ম্মের স্তম্ভ এবং বেহেশতের চাবি।" তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে সে ধর্ম্মকে পালন করে এবং যে তাহা পরিত্যাগ করে সে ধর্ম্মকে ধ্বংশ করে। কিন্তু কার্য্য ব্যতীত শুধু বিশ্বাসও যেমন ফলবতী হইতে পারে না সেইরূপ শুধু কার্য্য দ্বারাও সিদ্ধি লাভ করা যায় না যদি তাহাতে অন্তরের যোগ না থাকে। সুতরাং অকপট হৃদয়ে এবং ভক্তির সহিত খোদার আরাধনা করিতে হইবে। কারণ খোদা বলেন, "আক্ষেপ সেই সমস্ত উপাসক-দিগের জন্য যাহারা তাহাদের নামাজে (খোদা সম্বন্ধে) অমনোযোগী এবং তাহারা শুধু মানুষকে দেখায়" (১০৭ : ৪-৬)। অন্যত্র, শুধু পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইলেই কোন পুণ্য হয় না, পরন্তু সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক যে আল্লাহ তায়ালা, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, গ্রন্থ সমূহ এবং রছুলদিগের প্রতি বিশ্বাস করে; যে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার জন্য তাহার ধন সম্পত্তি তাহার আত্মীয় স্বজন মধ্যে এতিমদিগকে অভাব-গ্রস্ত, পথিক ও প্রার্থীদিগকে দান করে এবং ক্রীতদাস মুক্তির জন্য ব্যয় করে, যে নামাজ পালন করে, জাকাত দেয় এবং কখনও কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাহা পালন করে এবং যে ব্যাধি, বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য্যশীল হয় ইহারাই ন্যায়পরায়ণ এবং ইহারাই তাহাদের প্রভুকে ভয় করে" (২ : ১৭৭)।

রোজা পালন ইছলাম ধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভ। পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যেক সুস্থ বয়ঃপ্রাপ্ত মুছলিম নর নারীকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যা সমাপন পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার পানাহার এবং সঙ্গম হইতে বিরত থাকিতে হইবে। শুধু পান ভোজন হইতে বিরত থাকিয়া শারীরিক কষ্ট ভোগ করাই রোজা পালনের উদ্দেশ্য নয় বরং যাবতীয় কুচিন্তা ও কুকার্য্য হইতে আপনাকে বিরত রাখিতে হইবে। এই দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারের সংযমের নামই রোজা, যেরূপ খোদা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় তোমাদের প্রতিও রোজা পালন নির্দ্ধারণ করা হইল, যাহাতে তোমরা পাপ হইতে সতর্ক হইতে পার" (২:১৮৩)।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক অর্থশালী মুছলিমকে জীবনে অন্ততঃ একবার **হজ্জের** উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করিতে হইবে। শুধু বিদেশ ভ্রমণ অথবা তীর্থ দর্শন হজ্জের উদ্দেশ্য নহে। মানব যখন আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইয়াছে তখনই তাহাকে দেখাইতে হইবে যে সে বিষয় বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার প্রেমিকের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ। খোদা বলেন, "হজ্জ ও ওমরা পালন কর" (২ : ১৮৬) অন্যত্র বলেন "পরিচিত মাসগুলিতে (অর্থাৎ শওয়াল, জ্বিলকাদ এবং জ্বিলহজ্জ) হজ্জ পালন করা হয়; অনন্তর যে কেহ তন্মধ্যে হজ্জ পালন করিতে আশা করে সে যেন কুবাক্য, কুৎসা এবং কলহ হইতে বিরত থাকে এবং তোমরা কল্যাণকর যাহা কিছু কর খোদা তাহা জ্ঞাত আছেন। হজ্জ গমনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর; নিশ্চয় পুণ্য কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাথেয় এবং হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় কর" (২:১৯৭)। উপরের আয়াতগুলি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করাই ইছলামিক বিধানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

হজ্জের ধর্ম্মীয় উদ্দেশ্য ব্যতীত একটি বড় সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মুছলমানের ইহাই একমাত্র বিরাট মিলন ক্ষেত্র। বৎসরান্তে এইখানেই শুধু জগতের যাবতীয় মুছলমান-দের ভাব, ভাষা ও রীতি নীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ইহা ধনীদিগের সম্মিলন, a Parliament of the rich, কাজেই বিভিন্ন দেশের মুছলমানদের কোথায় কার কি অভাব অভিযোগ আছে এবং কি উপায়ে তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে এইখানেই তাহার সমাধান সম্ভবপর। সুতরাং প্রত্যেক দেশের যাহারা শিক্ষিত এবং ধনী, এবং মানবাত্মার কল্যাণের জন্য যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিতে সমর্থ তাঁহারাই শুধু এই মহাসভায় যোগদান করিবেন। অধুনা বড়ই দুঃখের বিষয়—অধুনা বাঙ্গালী মুছলমানদের ভিতরে হজ্জের এই সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক ধনী এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী ইদানিং এই উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার অধিকাংশ হজ্জ যাত্রীই অশিক্ষিত এবং দরিদ্র!

ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার বৃদ্ধ এবং পীড়িত। এরূপ অবস্থায় ইহারা যে শুধু নিজের কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন তাহা নহে বরং অন্যান্য যাত্রীদেরও ভয়ানক অশান্তির কারণ হন।

জাকাত দান ইসলাম ধর্ম্মের অন্যতম অনুশাসন।

সাম্য ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাবের ভিত্তির উপরই ইছলামের সমাজ সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। পরস্পর সমান এবং পরস্পরের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রদর্শন ও সাহায্য করণ প্রভৃতি ইছলামের মূল নীতি হইতে জাকাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ধনী যে পর্য্যন্ত তাহার আয়ের উদদ্বৃত্ত অংশ হইতে তাহার দরিদ্র ভ্রাতার জন্য ব্যয় না করিবে সে পর্য্যন্ত সে সমাজে খাঁটি মুছলিম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ভিক্ষুক, অভাবগ্রস্ত এবং দুঃখী ইহাদের প্রত্যেকেরই ধনীর ধনের প্রতি অধিকার আছে (৭০:২৪-২৫)। অন্যান্য ধর্ম্মেও ভিক্ষাদান ও দানশীলতাকে পুণ্যজনক বলা হইয়াছে কিন্তু ইছলামের বৈশিষ্ট এইখানেই যে ইহা সেগুলিকে শুধু পূণ্য কার্য্যের গণ্ডিতে পর্য্যায় ভুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই প্রত্যেক অর্থশালী মুছলমানের জন্য জাকাত দান অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

"নামাজ পালন কর ও জাকাত দাও"—ইহা কোর-আন শরিফের পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আদেশ। খোদা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! যেদিন কোন বাণিজ্য, বন্ধুত্ব অথবা সুপারিস কার্য্যকরী হইবে না, তৎপূর্ব্বে আমরা তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর (২:২৫৪)। অন্যত্র বলেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে যখন সে বলে, হে প্রভো! তুমি কি আমাকে নিকটবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত মুক্তি দিবে না যাহাতে আমি ভিক্ষাদান করিতে এবং সৎকর্ম্মশীলদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি?—তৎপূর্ব্বে আমরা তোমাদিগকে যাহা দান

করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর” (৬৩:১০)। কোর-আন বলে, “যাহারা স্বীয় দ্রব্য রজনী ও দিবসে, প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে ব্যয় করে তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তজ্জন্য পুরস্কার পাইবে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখ করিবেনা” (২:২৭৪) এবং “যাহারা খোদার সন্তুষ্টি বিধান মানসে এবং তাহাদের আত্মাকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিত্ত সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের তুলনা পর্ব্বতোপরি বাগান সদৃশ যথায় প্রচুর বারিপাত হয় এবং উহা দ্বিগুন ফল প্রদান করে এবং যদিও উহাতে বারিপাত হয় না তথাপি তথায় শিশির আছে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখিতেছেন” (২:২৬৫)। এবং মানব যাবতীয় পূণ্যের অধিকারী হইয়াও যদি সৎকার্য্যে দান না করে তবে কোর-আন শরিফ অনুসারে সে কখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইবে না (৫:৯১)।

হজরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হেচ্ছালাম বলিয়াছেন “প্রত্যেক মুছলমানের জন্য সৎকার্য্যে ব্যয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহার সে সঙ্গতি নাই সে একটি সৎকার্য্য করুক অথবা অন্ততঃ অসৎকার্য্য হইতে বিরত থাকুক।” অবশ্য জাকাতকে তিনি অনেকখানি ব্যপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকটি সৎকার্য্যই জাকাত। তিনি বলেন, তোমার ভ্রাতার প্রতি হাসিমুখে দৃষ্টিপাত করা জাকাত। মানুষকে সৎকার্য্যে আদেশ করা জাকাত। নিষিদ্ধ বস্তুকে নিষেধ করা জাকাত। মানুষ যে স্থান হইতে পথ ভুলিয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে তাহাকে পথ প্রদর্শণ করা জাকাত। অন্ধকে সাহার্য্য করা জাকাত।

ধর্ম্মের অনুশাসনের কথা বাদ দিলেও সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থায় জাকাতের উপযুক্ত প্রচলন যে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কারণ আধুনিক ভারতীয় মুছলিমদের অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বত্র তাহারা যে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত এবং বিতাড়িত হইতেছে দারিদ্র্যই তাহার অন্যতম কারণ। দ্বিবিধ উপায় অবলম্বনে সমাজের এই দুরবস্থা আংশিক

পরিমানে দূর করা যাইতে পারে। এক বাণিজ্যের প্রসারও সঙ্গে সঙ্গে; বয়তুলমাল বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠান; দুই জাকাতের উপযুক্ত প্রচলন।

ইছলামে পরম-সহিষ্ণুতা।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখকগণ এবং এদেশের অনেক শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও এই ভ্রান্ত ধারণাটি বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে এক হস্তে তরবারি এবং অন্য হস্তে কোর-আন লইয়া ইছলাম ধর্ম্ম প্রচার করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। ইছলাম ধর্ম্ম পরম সহিষ্ণুতার চরম নিদর্শন। যাঁহারা বলেন ইছলাম তরবারি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে এবং কোর-আন তাহা সমর্থন করে তাঁহাদিগকে আমরা কোর-আন শরিফের নিম্নোক্ত আয়াত এবং এরূপ অসংখ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। কোর-আন বলে, "যুক্তি ও সদয় বাক্য দ্বারা তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর এবং সদয়ভাবে অবিশ্বাসীদের সহিত তর্ক কর; নিশ্চয় তোমার প্রভু উত্তমরূপে অবগত আছেন কাহারা বিপথে চলে এবং কাহারা সত্য পথ অনুসরণ করে (১৬ঃ১২৫)"।

পৃথিবীর যাবতীয় পয়গম্বরদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শুধু বিশ্বাস নয় জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সমূহের প্রবর্ত্তকদিগের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন ইছলাম ধর্ম্মের অন্যতম মূল নীতি। কোর-আন শরিফে মুছলমানদিগকে শুধু যে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস করিতে বলে তাহা নহে বরং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরদিগের প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছিল তৎপ্রতি আস্থা প্রকাশ করিতে ইহা তাহাদিগকে অনুশাসন করে (২ঃ৪)। এতদ্ব্যতীত যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির জন্য যে একজন তত্ত্ববাহক প্রেরিত হইয়াছিলেন ইছলাম তাহাও স্বীকার করে। ইহাই ইছলামের উদার মতের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক।

ইছলাম কখনও কাহাকেও অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে অনুশাসন করে না এবং বলপূর্ব্বক অপরকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাকেও ইহা কখনও সমর্থন করে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বদা কোর-আন শরিফের মূল মন্ত্র, "ধর্ম্মের জন্য কাহারও প্রতি বল প্রয়োগের প্রয়োজন নাই" (২ঃ২৫৬)——এই উদার নীতি অনুসরণ করে। "বল হে অবিশ্বাসীগণ! তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহাদের উপাসনা করি না এবং আমি যাহাকে উপাসনা করি তোমরা তাঁহার উপাসনা কর না......অতএব তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম (১০৯ম অধ্যায়) ইছলাম বলে ধর্ম্ম মানুষের নিজের ব্যাপার, যাহার খুসী সে সত্যপথ অবলম্বন করুক যাহার খুসী সে ভ্রান্তি মধ্যে অবস্থান করুক। কোর-আন বলে, "যে ব্যক্তি সত্যপথ গমন করে সে নিজের মঙ্গলের জন্য সত্যপথে গমন করে এবং যে বিপথে গমন করে সে শুধু নিজের ক্ষতির জন্য বিপথে চলে (১৭ঃ১৫)। অন্যত্র, "তোমার প্রভুর নিকট হইতে সত্য আসিয়াছে অতএব যাহার ইচ্ছা তাহাতে বিশ্বাস করুক যাহার খুশি অবিশ্বাস করুক। আমরা তাহাকে সত্যপথ দেখাইয়াছি সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা অকৃতজ্ঞ হোক" (৭৬ ৩।

ইছলাম যদিও মূর্ত্তি পুজাকে ঘৃণ্যজনক মনে করে তথাপি ইহা কখন কোন জাতির দেবতাদিগকে কুৎসা করা সমর্থন করে না। কোর-আন বলে, "খোদা ব্যতীত অন্য যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করে তাহাদিগকে কুৎসা করিও না পাছে তাহারা সীমাতিক্রম করিয়া অজ্ঞতা বশতঃ খোদাকে কুৎসা করিবে" (৬ঃ১০৯) ইহাকি ইছলামের উদারতার পরিচয় নহে? ইছলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মই পরম সহিষ্ণুতায় ইহার মত এত উদার ও উন্নত হইতে পারে নাই।

মোছলমানগণ যুদ্ধ করিয়াছেন সত্য কিন্তু শুধু দেশ জয় অথবা ধর্ম্ম প্রচারের স্পৃহাই তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। যুদ্ধ যখন নিতান্তই অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তখনই তাঁহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইছলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন

তাঁহাদের সকলেই অবগত আছেন যে হজরত যখন প্রথমে মক্কা-শরিফে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন কিরূপভাবে শত্রুদের হীন ষড়যন্ত্র এবং ভীষণ অত্যাচারে তিনি প্রপীড়িত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারই কি তাঁহাকে স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল না? মদিনাতে যাইয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারিলেন না। শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। নিজেদের আত্মরক্ষার্থে তখন তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু খোদা সীমা লঙ্ঘন করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। "খোদার পথে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে এবং সীমা অতিক্রম করিও না নিশ্চয় খোদা সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না (২ঃ১৯০)। "কিন্তু যদি তাহারা বিরত হয় অনন্তর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (২ঃ১৯২)।" এতদ্দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তরবারি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। ইহা শুধু মানবকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করিয়াছে এবং স্বেচ্ছায় যে সে পথ গ্রহণ করিতে রাজি হইয়াছে তাহাকে শুধু সে পথ দেখান হইয়াছে। এজন্য কোর-আন শরিফকে বহুবার 'তাজকেরা' অর্থাৎ সতর্কী করণ গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৭৩ঃ১৯;৭৪ঃ৫৪;৭৬ঃ২৯) ইত্যাদি। "ইহা নিখিল বিশ্বের জন্য সতর্কী করণ বাণী ব্যতীত আর কিছুই নয় শুধু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুদৃঢ় সরল পথ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য (৮১ঃ২৭-২৮)।

এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোর-আন শরিফের এই উদার মতগুলি মুছলিমদের জীবনে কিরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। আশা করি এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের অভিমত গুলিই বিশেষ-রূপে প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। স্থানাভাবে শুধু কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক **Chatfield** তাঁহার **Historical Review.** এর ৩১১ পৃষ্ঠায় ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তারের সম্বন্ধে বলেন "যদি সারাসেনগণ,

তুর্কীগণ এবং অন্যান্য মোছলমান সম্প্রদায়গুলি, ইউরোপের অধিবাসীগণ কোর-আন শরিফের অনুসারকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে খৃষ্টানদের প্রতি ব্যবহার করিতেন তবে সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচ্য দেশে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইত।" Sword and Religion এর গ্রন্থকার বলেন, "কোর-আন হৃদয় জয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে মোছলমানগণকে তাহাদের জামা বিক্রয় করিয়া খৃষ্টানদের নিকট হইতে তরবারি ও কামান ক্রয় করিবার আবশ্যক করে না।"

Dr. K. Banning বলেন, "ব্রিটিশগণ যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন মুছলিমগণ এদেশের সমগ্র লোক সংখ্যার এক দশমাংশ ছিল কিন্তু আজ তাহারা এদেশের এক পঞ্চমাংশ (১) ইছলাম যে তরবারির দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে এই সত্যগুলি তাহাতে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়।"

ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব।

খোদা তায়ালার শেষ প্রত্যাদেশ মহাগ্রন্থ আল কোর-আন কোন জাতি, দেশ বা যুগ বিশেষের জন্য অবতীর্ণ হয় নাই। ইহা সকল দেশের সকল জাতির লোককে হেদায়েত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের উপর ইহার মূল বিধানগুলি নিহিত এবং সে গুলি মানবাত্মার বিভিন্ন শ্রেণীর বিবর্ত্তনের সমগ্র বৃত্তকে আবৃত করে। অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধানতম কারণ এই যে খুব সহজ স্বাভাবিক এবং বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন; এবং যুক্তি ও তর্কের উপর ইহার সমস্ত বিধানগুলি স্থাপিত। এই জন্য ইহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (৩০:৩০)। এই ধর্ম্মে কোন প্রকার দুজ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ কোন বিষয় নাই। সাধারণে যাহাতে সহজে ইহার বিধানগুলি অনুসরণ করিয়া

(১) বর্ত্তমানে এক চতুর্থাংশ।

জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সে গুলি যথা সম্ভব সহজ ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। এই জন্য যাহা সহজ ও ব্যবহার যোগ্য এইরূপ নৈতিক গুণাবলীর প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সভ্যতার সকল স্তরের লোকদের জন্যই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে—অতি বড় দার্শনিক পণ্ডিত এবং অত্যন্ত নিরক্ষর ব্যক্তিও ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে। অথচ ন্যায় এবং পূণ্য অর্জ্জণ অরিতে কতগুলি অতিরঞ্জিত আদর্শ অনুসরণ করিতে কাহাকেও উৎসাহিত করা হয় নাই। "তোমার বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দিবে" প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য নৈতিক আদর্শ দেখান হয় নাই। ফলতঃ ব্যবহার যোগ্যতা ইহার উপদেশগুলির মূল ভিত্তি মিঃ জাষ্টিস ছৈয়দ আমীর আলি তাহার Spirit of Islam নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বলেন, "ইছলাম ধর্ম্ম উন্নত আদর্শের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা বিবেক সম্পন্ন ব্যবহারিক জ্ঞান সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহা মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করে নাই; ইহা সেই দুর্গম পথে নিজকে আবদ্ধ করে নাই যাহা ব্যাবহারিক ও বাস্তব জগতের বহির্দ্দেশে অবস্থান করে কিন্তু মানুষের স্বভাব যে জন্মগত ভাবে অসম্পূর্ণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ইহা এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে অথবা করিতেছে" (অনুবাদ)।

ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের খ্যাতনামা লেখকগণ যাহা লিখিয়াছেন স্থানাভাবে শুধু তাঁহাদের কয়েক জনের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতে পাঠকগণ ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

J. Davenport তাঁহার Apology for Mohomet and the Quran নামক গ্রন্থে বলেন, "কোর-আনের অসংখ্য গুণাবলী মধ্যে দুইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জন্য কোর-আন ন্যায্য ভাবে গর্ব্ব বোধ করিতে পারে, একটি এই যে যখনই ইহা খোদা তায়ালার সম্বন্ধে কিছু বলে অথবা উল্লেখ করে তখনই ইহা তৎপ্রতি ভয় এবং ভক্তির ভাব পোষণ

করে এবং তৎপ্রতি ইহা কখনও মানবীয় দুর্ব্বলতা বা রিপুর আরোপ করে না; অন্যটি হইতেছে এই যে, ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার অপবিত্র, অনৈতিক এবং অশ্লীল ভাব, বাক্য ও কাহিনী হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যে সমস্ত দোষ গুলি বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহুদিদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত অবিসম্বাদিত দোষগুলি হইতে কোর-আন প্রকৃত পক্ষে এতই মুক্ত যে ইহা কোনরূপ সামান্যতম শাস্তিরও আবশ্যক বোধ করে না এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে কোন প্রকারেরই লজ্জা বোধ করিতে হয় না" (অনুবাদ)।

Encyclopedia Britannica এর লেখক কোর-আন শরিফের মূল বিষয় সম্বন্ধে বলেন, "কোর-আনের বিভিন্ন অংশের বিষয় গুলি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। অনেক স্থানে পরমার্থিক এবং নৈতিক গবেষণা আছে, ইহা আমাদিগকে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দেয় যে গুলি প্রকৃতিতে, ইতিহাসে এবং প্রেরিত পুরুষগণের প্রত্যাদেশ মধ্যে বিশেষ ভাবে হজরত মোহাম্মদের প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। খোদাকে এক এবং সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মহিমান্বিত করা হইয়াছে। পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি সর্ব্বপ্রকার উপাসনা যেরূপ যিশুখৃষ্টকে খোদার পুত্র বলিয়া পুজা করা প্রভৃতিকে কঠোর ভাবে নিন্দা করা হইয়াছে।" Rev. J. M. Rodwell তাঁহার কোর-আনের মুখবন্ধে বলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কোর-আন, ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, সার্ব্বজনীন পরিনাম দর্শিতা ও বিধান এবং একত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণাবলী সম্বন্ধে চিন্তাধারার জন্য শ্রেষ্ঠতম প্রশংসা পাইবার যোগ্য। আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র প্রভু আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা অত্যন্ত গভীর এবং একাগ্র।......ইহা শুধু কোর-আনের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে যাহারা শুধু একটি অনুর্ব্বর উপদ্বীপের অধিবাসী ছিল, এবং যাহাদের দৈন্য শুধু তাহাদের মুর্খতার তুল্য ছিল, তাহারা যে শুধু এই নূতন ধর্ম্মের ব্যগ্র এবং অকপট উপাসক হইল তাহা নহে কিন্তু ওমার ও তাঁহার ন্যায় অনেকেই ইহার বীর প্রচারকে পরিণত

হইলেন। সম্ভবতঃ অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া কতকটা দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হইতে এবং কতকটা ধর্ম্মীয় আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা সপ্তম শতাব্দিতে পারশ্য রাজ্য এবং অষ্টম শতাব্দিতে আফ্রিকার উত্তর উপকূল সমূহ এবং স্পেনের অধিকাংশ এবং নবম শতাব্দিতে পাঞ্জাব এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিলেন। আরবের সাদাসিধে মেষপালক ও ভ্রমণশীল বেদুইনগণ যেন যাদুকরের মায়া-কাঠির স্পর্শে অসংখ্য রাজ্য স্থাপক, নগর প্রস্তুত কারক এবং প্রথমে যাহা তাহারা ধ্বংশ করিয়াছিলেন (?) তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তকা-গার সংগ্রাহকে পরিণত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে ফাস্তাত, বাগদাদ, কর্ডোবা এবং দিল্লী প্রভৃতি নগরীগুলির শোর্য্য ও বীর্য্যে সমগ্র খৃষ্ট ইউরোপ প্রকম্পিত হইল। এবং এইরূপে এই কোর-আন যাহার উপর এই বিরাট শক্তি নিহিত ছিল এবং যাহার মূল মন্ত্রগুলি ইহার কার্য্যে দ্যোতনা দান করিয়াছিল, অনেকাংশে ইহার গ্রন্থকারের মিশ্রিত চরিত্র প্রতিফলিত করে এবং যাহারা স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যতা বশতঃ (?) ইহার ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিল তাহাদের রীতি নীতির মধ্যে ইহা যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া-ছিল, তদ্দ্বারাই শুধু ধর্ম্মের বিধান এবং ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে ইহার গুণাবলী নির্ণীত হইবে। তাহাদের মূর্ত্তি পূজা দমনে, ঈশ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির শক্তি ও দৈত্য সমূহের উপাসনার পরিবর্ত্তে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপাসনা স্থাপনে, শিশু হত্যা নিবারণে অসংখ্য কুসংস্কার সম্পন্ন রীতির ধ্বংশ সাধনে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ কাটি অনু-সারে স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা নিরুপনে, আরবদিগের নিকট ইহা অবিসম্বাদিত আশীর্ব্বাদ ছিল।......যদিও প্রত্যেক খৃষ্টান, বিজয়ী মুছলিম বীরগণ কর্ত্তৃক অসংখ্য উন্নতিশীল প্রাচ্য গীর্জ্জা গুলির ধ্বংশের জন্য দুঃখ বোধ করিবে তথাপি ইহাও অবশ্য ভুলিলে চলিবে না যে ইউরোপ মধ্য যুগে তাহার অমৌলিক দর্শন শাস্ত্র (dialectic philosophy), চিকিৎসা শাস্ত্র এবং স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞানের জন্য আরব লেখকদিগের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী ছিল এবং বিলাসীতা ও অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যব-হারিক দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে মুছলিমগণই সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। (অনুবাদ)

কোরআনের আলো

প্রথম অধ্যায়।

ছুরা আল ফাতেহা। (১)

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক; ২। পরমদাতা ও করুণাময়; ৩। বিচার দিবসের অধিপতি। ৪। তোমাকেই আমরা এবাদত (উপাসনা) করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫। আমাদিগকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর; ৬। তাহাদের পথে যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ, ৭। কিন্তু তাহাদের পথে নহে যাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রান্ত।

---

(১) কোরআন শরিফের সর্ব্ব প্রথম ছুরা বলিয়া ইহাকে 'আলফাতেহা' অর্থাৎ 'দ্বারোদ্ঘাটন' অধ্যায় বলা হয়। ইহার অপর নাম 'উম্মুল কেতাব' অথবা 'কোরআনের ভিত্তি'। এজন্য বলা হয় যে ইহাতেই সংক্ষেপে কোরআনের মূল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার প্রথম তিন আয়াতে আল্লার প্রশংসা জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং তিনিই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য যেহেতু তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক ও সৃষ্টি কর্ত্তা। অতঃপর সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁহার স্নেহ, দয়া ও দানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং পরলোকে তিনিই আমাদের বিচারপতি। চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লার প্রতি মানবের একান্ত নির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; এবং সরল ও সত্য পথে চলিবার জন্য মানব অন্তঃকরণের ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যক্ত করা হইয়াছে। শেষোক্ত দুই আয়াতে সেই সত্য পথের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

ছুরা ফাতেহায় যে প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কোরআনে উল্লিখিত যাবতীয় প্রার্থনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছে; এবং সংক্ষেপে এত সুন্দর প্রার্থনা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। মুছলিমদের যাবতীয় উপাসনায় এই ছুরা বহুবার উচ্চারিত হয় এবং তাহাদের প্রতি পুণ্য ও কল্যাণকর কার্য্যে আল্লার প্রশংসা জ্ঞাপক বাণী "আলহামদো লিল্লাহ" উচ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ছুরা আল্-বাকারা।

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

১। আমি আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ*। ২। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ধর্ম্মভীরুদের পথ প্রদর্শক, ৩। যাহারা অদৃশ্যে (১) বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিপালন করে এবং যাহা আমরা তাহা-দিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে (সৎকার্য্যে) ব্যয় করে এবং যাহারা তোমার (২) নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল (৩) তাহাদের প্রতি ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে।

* মূল অক্ষরগুলি আলেফ, লাম, মিম। কোরআন শরিফে অক্ষরের এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ মোট উনত্রিশ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ দেওয়া নাই। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীদের মতে উহার অর্থ আনাল্লাহো আ'লামো অর্থাৎ আমি আল্লাহ উত্তম জ্ঞাতা অথবা সর্ব্বজ্ঞ। এথানে 'আলেফ' দ্বারা 'আনা' (আমি) 'লাম' দ্বারা 'আল্লাহ' এবং 'মিম' দ্বারা আ'লামো 'সর্ব্বজ্ঞ' বুঝা যাইতেছে। আরবীতে অক্ষরের এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রয়োগের নাম 'মোকাত্তায়াত'।

(১) আরবী 'গায়েব' শব্দটি এথানে সেই অদৃশ্য পুরুষ আল্লাহ তায়ালাকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহা 'বেহেশত' 'দোজখ' 'ফেরেশ্‌তা' প্রভৃতি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়।

(২) তোমার অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদের (দঃ)। তাঁহারই প্রতি এই কোরআন শরিফ নাজেল হইয়াছিল। কোরআনে যেথানে এই শব্দ অথবা ইহার বিভিন্ন প্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় সকল সময়ই ইহা তাঁহারই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম মধ্যে ইছলামই শুধু একমাত্র ধর্ম্ম যাহা মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পুর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত প্রেরিত পুরুষদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলে এবং অন্যান্য ধর্ম্মের সত্যতায় ইহা আস্থা প্রকাশ করে। কারণ কোরআন বলে, "আমরা এমন কোন জাতি পাঠাই নাই যাহাদের মধ্যে কোন রছুল প্রেরিত হয় নাই (৩৫:২৪)।" অন্যত্র বলে, "আমরা এমন কোন রছুল পাঠাই নাই যাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষা দান করি নাই (১৪:৪)।"

৫। ইহারাই স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহারাই সুফল প্রাপ্ত। ৬। অবিশ্বাসীদের জন্য ইহা সমান তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহারা বিশ্বাস করিবেনা। ৭। আল্লাহ তাহাদের অন্তঃকরণ ও কর্ণ মোহরাবৃত করিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর পর্দ্দা রহিয়াছে। তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি।

১০। তাহাদের আত্মা ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছে, এবং আল্লাহ তাহাদের পীড়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহাদের জন্য কষ্টকর শাস্তি রহিয়াছে, যেহেতু তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল।

১৬। তাহারা পথ প্রাপ্তির বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে কিন্তু তাহাদের ব্যবসায় লাভ জনক হয় নাই এবং তাহারা কখনও সু পথ প্রাপ্ত হয় নাই।

১৮। বধির, মুক এবং অন্ধ; অনন্তর তাহারা (ভ্রান্তি হইতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

২১। হে মানবগণ, তোমরা স্বীয় প্রভুর এবাদত কর যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন সম্ভবতঃ তোমরা রক্ষা পাইবে; ২২। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবী শয্যায় এবং সমগ্র আকাশকে আচ্ছাদনে পরিণত করিয়াছেন এবং তথা হইতে বারিপাত করিয়াছেন এবং তোমাদের আহার্য্যের জন্য ফলমূল উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব জানিয়া শুনিয়া খোদার প্রতিদ্বন্দী নির্দ্ধারিণ করিওনা। ২৩। এবং যাহা আমি আমার দাসের (হজরত মোহাম্মদের দঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে যদি সন্দেহ কর তবে ইহার তুল্য একটি ছুরা (অধ্যায়) আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে খোদা

ব্যতীত অন্য সাক্ষ্য আহ্বান কর (১)। ২৪। অনন্তর যদি তোমরা তাহা না করিতে পার এবং কখনও তোমরা তাঁহা করিতে পারিবে না, অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য যে অনল প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ভয় কর, মানুষ ও প্রস্তর যাহার ইন্ধন। ২৫। এবং যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদের জন্য সেই সমস্ত জান্নাত (উদ্যান) যাহাদের তলা দিয়া নহর ছুটিতেছে।

২৮। তোমরা কেমন করিয়া খোদাকে অবিশ্বাস করিবে? তোমরা মৃত ছিলে তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন, অনন্তর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবেন, অতঃপর পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাগমন করিবে। ২৯। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনি আকাশের দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন এবং তাহাদিগকে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন, এবং তিনি সমস্ত জিনিষ অবগত আছেন।

৩০। যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদিগকে বলিলেন, "আমি পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিনিধি স্থাপন করিতে যাইতেছি," তাঁহারা বলিলেন, "কী, তুমি কি তথায় এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবে যে গোলমাল করিবে ও রক্তপাত করিবে, এবং আমরা তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করি ও তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি? তিনি বলিলেন, "আমি যাহা জানি

(১) আরব সাহিত্যের গৌরবময় যুগেই কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হয় কিন্তু সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার তুল্য একটি আয়েতও লিখিতে পারে নাই। বাস্তবিক যদি তাহারা তাহা পারিত তবে কোরআনের এই আয়াতের সত্যতা নিশ্চয়ই তাহারা খণ্ডন করিত। প্রকৃতপক্ষে ভাব ও ভাষার দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে কোরআন শরিফ আরব সাহিত্যে একটা অসাধারণ কৃতিত্ব। ইহা যে একখানি অলৌকিক গ্রন্থ এবং খোদারই প্রত্যাদেশ তাহা ইহা হইতেই বেশ প্রমানিত হয় যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার তুল্য একটি অধ্যায় আনয়ন করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।

তোমরা তাহা জাননা।" ৩১। এবং আদম (আঃ) কে তিনি সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাহাদের নাম কর।" ৩২। তাঁহারা বলিলেন "তোমারই পবিত্রতা হোক্, আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ তদ্ব্যতীত আমাদের অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান নাই; নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ।" ৩৩। তিনি বলিলেন, হে আদম (আঃ), তুমি ফেরেশতাদিগের নিকট ইহাদের নাম বর্ণনা কর, এবং যখন তিনি তাহাদিগের নাম বর্ণণা করিলেন, আল্লাহ বলিলেন "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু অদৃশ্য আছে তৎসমুদয় আমি জ্ঞাত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং গোপন কর?" ৩৪। এবং যখন আমরা ফেরেশতাদিগকে বলিলাম, আদম (আঃ) কে সেজদা (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত) কর তাঁহারা সেজদা করিলেন কিন্তু ইবলিস করিল না; সে অস্বীকার করিল ও গর্ব্বিত হইল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৪২। সত্যকে মিথ্যার সহিত লিপ্ত করিওনা এবং সত্য গোপন করিওনা যখন তোমরা তাহা জান।

৪৩। নামাজ পালন কর ও জাকাত দাও এবং যাহারা নতশির হয় তাহাদের সহিত (আল্লার উদ্দেশ্যে) নতশির হও।

৪৪। তোমরা কি যাহা ন্যায় তাহা শুধু অপরকে আদেশ করিবে এবং স্বয়ং ভুলিয়া যাইবে; তোমরা গ্রন্থ পাঠ করিবে এবং তাহা কি বুঝিবে না?

৪৫। ধৈর্য্য ও উপাসনার সহিত (খোদার) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই ইহা কঠোর কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই সমস্ত ধর্ম্মভীরুদের জন্য নহে, ৪৬। যাহারা মনে করে যে তাহারা স্বীয় প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিবে এবং তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

৪৮। সেই দিবসের ভয় কর যে দিবসে কোন আত্মা কাহারও উপকারে আসিবেনা এবং কাহারও নিকট হইতে কোন অনুরোধ গ্রহণ করা হইবেনা ও কোন প্রকারের বিনিময় গ্রাহ্য করা হইবেনা এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেনা।

৬২। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস করে (মুছলিম) ও যাহারা ইহুদি, খৃষ্টান এবং সাবেয়িন (তারকা উপাসক), ইহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে তাহারা স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবে। তাহাদের কোন আশঙ্কা নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

১১২। না, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লার প্রতি আত্ম সমর্পণ করে এবং সৎকর্ম্মশীল ও পরোপকারী, সে স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে পুরষ্কার প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখ করিবেনা।

১১৫। পূর্ব্ব ও পশ্চিম আল্লার, অতএব তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সেইদিকে তিনি বিরাজমান।

১২৮। ....(হে প্রভো!) আমাদিগকে ধ্যানের পথ প্রদর্শন কর ও সদয়ভাবে আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন কর; নিশ্চয়ই তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সতত প্রস্তুত ও দয়ালু।

১৩৬। বল, আমরা আল্লার প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে ও যাহা হজরত এব্রাহিম, এছমাইল, এছাহাক, ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল এবং যাহা হজরত মুছা ও হজরত ইছা (আঃ) কে দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্যান্য পয়গম্বরদিগের প্রতি যাহা তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে অবতীর্ণ

হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস করি (১) ; এবং তাঁহাদের কাহারও মধ্যে আমরা পার্থক্য লক্ষ করিনা, (২) এবং তাঁহারই বাধ্য হই।

১৪৭। তোমাদের প্রভুর সহিত সত্য, অতঃপর যাহারা সন্দেহ ভাজন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।

১৪৮। ....যেখানেই অবস্থান কর মঙ্গলের দিকে প্রতি-যোগীতার সহিত ধাবিত হও।

১৫০। ....অবিশ্বাসীদিগকে ভয় করিওনা। আমাকে (আল্লাহকে) ভয় কর, যাহাতে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা ন্যায় পথে চলিতে পার।

১৫২। আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। আমাকে ধন্যবাদ দাও ও অকৃতজ্ঞ হইওনা।

১৫৩। হে বিশ্বাসীগণ, ধৈর্য্য ও উপাসনা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই খোদা ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গী। ১৫৪। এবং যাহারা খোদার পথে প্রাণত্যাগ করে তাহাদিগকে মৃত মনে করিওনা বরং তাহারা

---

(১) ইহাই ইছলামের উদার মতের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। শুধু যে ইহা বনি এছরাইল বংশীয় শ্রেষ্ঠ নবিগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলে তাহা নহে বরং পৃথিবীর যাবতীয় পয়গম্বর দিগের প্রতি আস্থা প্রকাশ করিতে ইহা অনুশাসন করে।

(২) অর্থাৎ তাঁহারা যে বাণী বহণ করিয়াছিলেন ও যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিনা কারণ তাহা সকল সময়ে একই খোদার একই ধর্ম্ম ছিল। এইজন্য কোরআন শরিফে সমস্ত পয়গম্বরদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী বলা হইয়াছে (২১:৯২)। কিন্তু এতদ্দ্বারা কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে পয়গম্বরগণ সকলেই সমশ্রেণীর ছিলেন, কারণ খোদা বলেন, "আমরা এই সমস্ত পয়গম্বর দিগের মধ্যে কতকগুলিকে অপরের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি; তন্মধ্যে কাহারও সহিত খোদা কথা বলিয়াছেন এবং কতকগুলিকে তিনি অত্যান্ত উন্নত করিয়াছেন; এবং মরিয়মের পুত্র ইছাকে (আঃ) আমরা পরিষ্কার প্রমাণ দান করিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছি (২:২৫৩)।"

জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝিতে পার না। ১৫৫। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, ধনসম্পত্তি ও জীবন সমূহের ধ্বংশ ও ফলগুলির অপচয় দ্বারা পরীক্ষা করিব; এবং সেই সমস্ত ধৈর্য্যশীল মানবগণের নিকট সুসংবাদ প্রদান কর, ১৫৬। যাহারা যখনই কোনরূপ বিপদ গ্রস্থ হয় তখনই বলে "নিশ্চয়ই আমরা আল্লার জন্য ও তাঁহারই নিকট প্রত্যাগমন করিব।" ১৫৭। তাহাদেরই উপর তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ও দয়া (অবতীর্ণ হইয়াছে) এবং তাহারই পথপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৬৩। তোমাদের উপাস্য একমাত্র খোদা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি পরমদাতা ও করুণাময়।

১৬৫। তথাপি মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহারা খোদা ব্যতীত অপরকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দি নির্দ্ধারণ করে এবং তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিবে, তাহাদিগকে সেইরূপ ভালবাসে; কিন্তু বিশ্বাসীদের মধ্যে খোদার প্রেম দৃঢ়তর। হায়! অসাধুগণ যখন তাহাদের শাস্তি দেখিতে পাইবে তখন দেখিবে সমস্ত শক্তি খোদা তায়ালার এবং খোদা শাস্তিতে কঠোর।

১৬৮। ....শয়তানের অনুসরণ করিওনা; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯। সে তোমাদিগকে শুধু অসৎ ও কুকার্য্য করিতে আদেশ করে এবং যাহা তোমরা জাননা খোদার বিরুদ্ধে তাহাই তোমাদিগকে বলিতে প্ররোচনা দেয়।

১৭৭। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফেরাইলেই কোন পূণ্য হয় না, পরন্তু সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ এবং রছুলদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; যে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার জন্য তাহার ধনসম্পত্তি তাহার আত্মীয়

স্বজন মধ্যে, এতিমদিগকে ও অভাব গ্রস্থ, পথিক ও প্রার্থীদিগকে এবং ক্রীতদাস মুক্তির জন্য বিতরণ করে ; যে নামাজ পালন করে এবং ন্যায্য জাকাত দেয় এবং কখনও কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা পালন করে এবং যে ব্যাধি, বিপদ ও দুঃখের সময় ধৈর্য্যশীল, ইহারাই ন্যায় পরায়ণ এবং ইহারাই তাহাদের প্রভুকে ভয় করে।

১৮৩। হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের মত তোমাদের প্রতি ও রোজা পালন নির্দ্ধারণ করা হইল যাহাতে তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতে পার। ১৮৪। ......এবং যে কেহ স্বেচ্ছায় সৎকার্য্য করে তাহার পক্ষে উহা কল্যাণকর; এবং তোমাদের রোজা পালন তোমাদের পক্ষে মঙ্গল জনক যদি তোমরা তাহা জানিতে ! ১৮৫। রমজান মাসেই পবিত্র কোরআন নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল (১) ইহা মানবের পথ প্রদর্শক ও পথপ্রাপ্তি এবং সত্য হইতে মিথ্যা পার্থক্য-কারীর নিশ্চিত প্রমাণ। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে কেহ (স্বীয় গৃহে) উপস্থিত থাকিবে সে এই মাসে রোজা পালন করিবে ; এবং যে ব্যক্তি রুগ্ন অথবা পথিক সে অন্য সময় উহার তুল্য দিবস (অর্থাৎ যে কয়দিন অসুস্থ অবস্থায় থাকিবে অথবা বিদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করিবে সেই কয়দিন) রোজা রাখিবে। খোদা তোমাদের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আশা করেন এবং তোমাদিগকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন না ; এবং তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাস কাল রোজা রাখিবে) ; এবং যেহেতু আল্লাহ তোমাদিগকে হেদায়েত করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসা করিবে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

(১) পবিত্র রমজান চাঁদের সাত্তাইশ তারিখের রজনীতে (লায়লাতুল কদর বা শবে কদরে) প্রথমে কোরআন শরিফ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয় (৯৭ঃ ১)। এইজন্য মুছলিমদিগের নিকট রমজান অন্যতম পবিত্র মাস এবং শবে কদর অন্যতম পুণ্যজনক রজনী।

১৮৬। যখন আমার সেবকগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে তখন আমি তাহাদের সন্নিকট হইব। যখন কেহ প্রার্থনা করিবে ও আমার নিকট প্রার্থনা করিবে তখন আমি তাহার প্রার্থনার উত্তর দান করিব; কিন্তু তাহারা আমার কথা শ্রবণ করুক এবং আমাকে বিশ্বাস করুক যাহাতে তাহারা ঠিকভাবে চলিতে পারে।

১৮৭। ………প্রভাতের দিকে যে পর্য্যন্ত একটি সাদা সুতা হইতে একটি কাল সুতার পার্থক্য তোমাদের নিকট পরিস্ফুট না হয় সে পর্য্যন্ত আহার ও পান কর অতঃপর সন্ধ্যা সমাগম পর্য্যন্ত রোজা পালন কর।

১৯৫। খোদার পথে মুক্তভাবে দান কর এবং তোমাদের নিজকে নিজহস্তে ধ্বংশের মধ্যে নিক্ষেপ করিওনা। সৎকার্য্য কর কারণ খোদা সৎকর্ম্মশীলদিগকে ভালবাসেন।

২০০। ………তোমাদের পিতাকে যেরূপ স্মরণ করিতে সেইরূপ ভাবে খোদাকে স্মরণ কর; না তদপেক্ষা অধিকতর ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর।

২০১। ………হে আমাদের প্রভো, ইহকালে ও পরকালে আমাদের মঙ্গল কর এবং অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

২০৮। হে বিশ্বাসীগণ! সম্পূর্ণরূপে (আল্লার প্রতি) আত্মসমর্পন কর।

২১৭। ………হত্যা অপেক্ষা অত্যাচার অধিকতর পাপজনক।

২১৯। তাহারা তোমাকে মাদক দ্রব্য পান ও জুয়াখেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাহাদের উভয়ই পাপজনক এবং যদিও তাহাতে মানুষের কিঞ্চিৎ লাভ আছে তথাপি উহাদের লাভ অপেক্ষা পাপই অধিকতর।

২২২। ………যাহারা তওবা (অনুতাপ) করে এবং পবিত্র থাকে খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন।

২২৫। তোমাদের প্রতিজ্ঞা মধ্যস্থিত কোন বৃথা দ্রব্যের জন্য খোদা তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিবেন না কিন্তু তোমাদের অন্তরের দুরভিসন্ধির জন্য তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ মহান ও দয়ালু।

২৩৫। তোমরা জানিও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, খোদা তাহা অবগত আছেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে ভয়কর; এবং জানিও খোদাতায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

২৩৮। ………দৃঢ়রূপে নামাজ প্রতিপালন কর এবং ঐকান্তিক ভক্তির সহিত আল্লার দিকে দণ্ডায়মান হও।

২৫৫। আল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবন্ত ও অনন্তকাল স্থায়ী। নিদ্রা অথবা তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবী মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কে তাঁহার নিকট (মুক্তির জন্য) অনুরোধ করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখেতে ও পশ্চাতে যাহা আছে তৎসমুদয় তিনি অবগত আছেন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের কণামাত্রও কেহ বুঝিতে পারে না। তাঁহার সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের সংরক্ষণে তাঁহাকে ক্লান্ত হইতে হয় না; এবং তিনি উন্নত ও মহান্।

২৫৬। ধর্ম্মের জন্য (কাহারও প্রতি) বল প্রয়োগের প্রয়োজন নাই (১)।

(১) কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল পূর্ব্বক তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে ইছলাম কখনও অনুমোদন করেনা। ইহা সকলকে ইহার সত্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং কখনও কাহাকে ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে না। ইহাই ইহার পরম সহিষ্ণুতার নিদর্শন।

২৬১। যাহারা খোদার পথে ব্যয় করে তাহাদের তুলনা সেই শস্য কণা সদৃশ যাহার সাতটি শিষ আছে এবং তাহার প্রত্যেক শিষে শতটি শস্যকণা রহিয়াছে; এবং খোদা যাহাকে ইচ্ছা তাহার সৌভাগ্যবৃদ্ধি করিবেন। খোদা দাতা ও জ্ঞানী।

২৬৩। সদয় বাক্য ও ক্ষমা, ক্ষতি অনুসরণকারী দান হইতে ভাল; এবং আল্লাহ তায়ালা ধনী ও ধৈর্য্যশীল।

২৬৫। যাহারা খোদার সন্তুষ্টি বিধান মানসে ও তাহাদের আত্মাকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিত্ত সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের তুলনা পর্ব্বতোপরি বাগান সদৃশ; যথায় প্রচুর বারিপাত হয় এবং উহা দ্বিগুন ফল প্রদান করে এবং যদিও তথায় প্রচুর বারিপাত না হয় তথাপি সেখানে শিশির কণা আছে। খোদা তোমাদের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছেন।

২৬৮। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতেছে (১) এবং কুকার্য্য করিতে আদেশ করিতেছে; কিন্তু খোদা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ও তোমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন; এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠদাতা ও জ্ঞানী।

২৭০। যাহা তোমরা ভিক্ষা দিবে অথবা যে প্রতিজ্ঞা করিবে নিশ্চয়ই খোদা তাহা অবগত আছেন; কিন্তু অসৎকর্ম্মীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

২৭১। যদি তোমরা উন্মুক্তভাবে দান কর ভাল এবং যদি তোমরা গুপ্তভাবে দুঃখীগণকে সাহায্য কর উহা তোমাদের পক্ষে আরও ভাল। উহা তোমাদের অসৎকার্য্যগুলিকে দূর করিবে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ তাহা দেখিতেছেন।

(১) অর্থাৎ শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখাইয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে নিষেধ করিতেছে।

২৭২। ....তোমরা খোদার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা ব্যতীত দান করিবে না এবং ভিক্ষার জন্য যাহা কিছু ভাল দান করিবে তোমাদিগকে তাহার প্রতিদান করা হইবে; এবং তোমরা অত্যাচারিত হইবেনা।

২৭৪। যাহারা স্বীয় দ্রব্য দিবস ও রজনীতে প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে দান করে তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তজ্জন্য পুরস্কার লাভ করিবে। তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখ করিবে না।

২৭৫। ....খোদা বাণিজ্য হালাল করিয়াছেন (অর্থাৎ বাণিজ্য করিতে আদেশ দিয়াছেন) ও সুদ হারাম (নিষিদ্ধ) করিয়াছেন। ২৭৬। খোদা সুদ ধ্বংশ করিবেন এবং দানশীল কার্য্যগুলিকে বৃদ্ধি করিবেন এবং আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও পাপীকে ভাল বাসেন না। ২৭৭। এবং যাহারা বিশ্বাস করে, সৎকার্য্য করে এবং নামাজ প্রতিপালন করে ও জাকাত দান করে, তাহারা স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখ করিবে না।

২৮৪। আকাশ ও পৃথিবী মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ তায়ালার; এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, খোদা তোমাদের নিকট হইতে তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং তিনি সমস্ত জিনিষের উপর শক্তিমান। ২৮৫। প্রেরিত পুরুষ, তদীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাসীগণও তদ্রুপ বিশ্বাস করেন; তাঁহারা সকলেই আল্লার প্রতি ও তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার গ্রন্থ সমূহ এবং তাঁহার রছুলগণের প্রতি বিশ্বাস করেন; আমরা তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কাহারও পার্থক্য লক্ষ্য করিনা; এবং তাঁহারা বলেন, "আমরা শ্রবণ করি ও বাধ্য হই,

হে প্রভো ! তোমারই মার্জ্জনা (ভিক্ষা করি) এবং তোমারই নিকট সকলের গন্তব্য স্থান।”

২৮৬। আল্লাহ কাহারও সীমার বাহিরে কষ্ট দিবেন না। সে যাহা করিয়াছে তাহার ফল ভোগ করিবে। হে আমাদের প্রভো, যদি আমরা ভুল করি অথবা অন্যায় করি তবে আমাদিগকে শাস্তি দিওনা; হে আমাদের প্রভো, সেইরূপ ভার আমাদের উপর চাপাইওনা যেরূপ তুমি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলে, হে আমাদের প্রভো, এমন কোন ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিওনা যাহা বহন করিবার আমাদের শক্তি নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে আশ্রয় দান কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের প্রভু। অনন্তর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।

—o—

তৃতীয় অধ্যায়।

ছুরা আল-এমরান।

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

২। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি চির-জীবন্ত ও অনন্তকাল স্থায়ী।

৪। জমিন অথবা আছমানে এমন কিছু নাই যাহা খোদার নিকট গুপ্ত। ৫। তিনিই তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে যেরূপ ইচ্ছা আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

৭। হে আমাদের প্রভো, আমাদিগকে সৎপথে চালিত করিবার পর আর আমাদের আত্মাকে বিপথে চালিত হইতে দিওনা এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমিই শ্রেষ্ঠ দাতা।

৯। অবিশ্বাসীদের জন্য তাহাদের ধন সম্পত্তি সন্তান সন্ততী খোদার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যেই আসিবেনা। তাহারা শুধু অগ্নির ইন্ধন হইবে।

১৮। নিশ্চয় ইছলামই আল্লার নিকটবর্ত্তী ধর্ম্ম।

২৫। বল (হে মোহাম্মদ দঃ) হে আল্লাহ! তুমিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতাশীল করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতাহীন করিতে পার। তুমি যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত করিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা অবনত করিতে পার। তোমারই হস্তে মঙ্গল; তুমি সমস্ত দ্রব্যের উপর ক্ষমতাবান। ২৬। তুমি রজনীকে দিবসের দিকে চালিত কর এবং দিবসকে রজনীর দিকে চালনা কর। তুমি মৃত

হইতে জীবিত কে বাহির কর এবং তুমি জীবিত হইতে মৃতকে আনয়ন কর; এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অসংখ্য জীবিকা প্রদান কর।

২৮। বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, খোদা তাহা অবগত আছেন এবং যাহা কিছু আকাশে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি সমস্ত জিনিষের উপর শক্তিশালী। ২৯। সেই দিন প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু ভাল এবং যাহা কিছু মন্দ করিয়াছে সকলই দেখিতে পাইবে এবং ইচ্ছা করিবে যে সেও তাহার অন্যায় কর্ম্মের মধ্যে সময়ের দূরত্ব থাকুক; এবং খোদা তোমাদিগকে তাঁহার শাস্তি হইতে সাবধান থাকিতে বলিতেছেন; এবং খোদা সেবকদিগের প্রতি দয়ালু।

৩০। বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, তিনি তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন ও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন এবং খোদা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৩৬। খোদা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপরিমিতরূপে দান করেন।

৮৪। ইছলাম ব্যতীত যে অন্য ধর্ম্ম (গ্রহণ করিতে) ইচ্ছা করে তাহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবেনা; অনন্তর সে ক্ষতি গ্রস্থ-দিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯১। তোমরা কখনও পূণ্যলাভ করিতে পারিবেনা যে পর্য্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে সৎকার্য্যে ব্যয় না করিবে, এবং যাহা তোমরা দান কর নিশ্চয়ই খোদা তাহা অবগত আছেন।

১০১। হে বিশ্বাসীগণ, খোদাকে যেরূপ ভয় করা উচিত সেইরূপ ভয় কর এবং মুছমিল না হওয়া পর্য্যন্ত মরিও না। ১০২। এবং তোমরা সকলে দৃঢ়ভাবে খোদার রজ্জু অবলম্বন কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।

১০৭। ………খোদা কাহারও প্রতি অবিচার করিতে ইচ্ছা করেন না।

১৩২। তোমাদের প্রভুর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে প্রতিযোগীতা কর : এবং বেহেশ্‌ত যাহার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর তুল্য পুণ্যাত্মাগণের জন্য তাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে; ১৩৩। যাহারা সুখে দুঃখে একই ভাবে সৎকার্য্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ দমন করে এবং অপরকে ক্ষমা করে। খোদা সৎকর্ম্মশীলদিগকে ভাল বাসেন। ১৩৪। এবং যাহারা, যখন কোন গর্হিত কার্য্য করে অথবা স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাহাদের পাপের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করে———এবং খোদা ব্যতীত কে পাপ মার্জ্জনা করে?———এবং যাহা করিয়াছে তাহা জানিয়া শুনিয়া পুনরায় করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয় না, ১৩৫। তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে মার্জ্জনাই তাহাদের পুরস্কার, এবং জান্নাত যাহার তলা দিয়া নহর ছুটিতেছে তথায় তাহারা অনন্তকাল বাস করিবে; এবং পরিশ্রমীদিগেরই উত্তম পুরস্কার।

১৩৮। হতাশ হইওনা, দুঃখিত হইওনা নিশ্চয়ই তোমরা জয়যুক্ত হইবে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১৪৪। খোদার অনুমতি ব্যতীত কেহই মরিতে পারেনা; (সকল জিনিষেরই) সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; এবং যে কেহ পার্থিব মঙ্গল আশা করে আমরা তাহাকে তাহাই দিব এবং যে পরজগতের পুরস্কার আশা করে আমরা তাহাই তাহাকে দিব এবং যাহারা কৃতজ্ঞ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিব।

১৪৫। ………খোদা ধৈর্য্যশীলদিগকে ভাল বাসেন।

১৪৭। ……………যাহারা পরোপকারী খোদা তাহাদিগকে ভাল বাসেন।

১৪৯। না, খোদাই তোমাদের প্রভু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

১৫৩। ....তুমি বল, (হে মোহাম্মদ দঃ) যদি তোমরা আপন ঘরের ভিতরেও থাক (তথাপি) যাহাদের হত্যার কথা যে স্থানে লেখা রহিয়াছে নিশ্চয় তথায় তাহারা বাহির হইয়া আসিবে.........এবং খোদা তায়ালা তোমার অন্তরের গুহ্য কথাও অবগত আছেন।

১৫৬। যদি তোমরা (ধর্ম্মযুদ্ধে) হত হও কিম্বা খোদার পথে প্রাণ-ত্যাগ কর তবে নিশ্চয় খোদা তায়ালার মার্জ্জনা ও দয়া তোমরা যাহা সংগ্রহ করিতেছ তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর।

১৫৯। যদি খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করেন কেহই তোমা-দিগকে পরাজিত করিতে পারিবেনা, কিন্তু যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তিনি ব্যতীত কে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অতএব বিশ্বাসীগণ খোদার প্রতি নির্ভর করিবে।

১৮৪। প্রত্যেক আত্মা মরণের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং কেয়ামতের দিবস তুমি তোমার কার্য্যের পুরস্কার লাভ করিবে।..এবং এই পার্থিব জীবন শুধু ছলনাময়।

১৮৯। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রজনী ও দিবসের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। ১৯০। যাহারা দণ্ডায়মান কালে, বসিবার কালে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন সময়ে খোদাকে স্মরণ করে এবং বলে, "হে আমাদের প্রভো, বৃথা তুমি ইহা সৃষ্টি কর নাই। তোমারই মহিমা প্রকাশিত হউক! অনন্তর আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ১৯১। হে প্রভো, নিশ্চয়ই তুমি তাহাকে অবমানিত করিবে যাহাকে তুমি অগ্নির ভিতর প্রবেশ করাইবে এবং অসৎকর্ম্মীদের কেহই সাহায্য-কারী থাকিবে না। ১৯২। ....হে আমাদের প্রভো, আমাদের

পাপ মার্জ্জনা কর এবং আমাদের কুকার্য্যগুলি আমাদের নিকট হইতে দূর কর এবং পুণ্যাত্মাগণের সহিত আমাদিগকে মরিতে দাও। ১৯৩। হে প্রভো! তোমার রছুলদিগের দ্বারা আমাদের জন্য যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং রোজ কেয়ামতে আমাদিগকে অবমানিত করিওনা; নিশ্চয়ই তুমি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করনা।" ১৯৪। অতএব তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও সৎকার্য্য আমি বিনষ্ট করিনা, সে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক হউক এবং তোমরা একজন অপর হইতে উদ্ভূত।

১৯৯। হে বিশ্বাসীগণ ধৈর্য্যশীল হও, এবং ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর ও দৃঢ় হও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমাদের কল্যাণ হয়।

—0—

১৪৯। না, খোদাই তোমাদের প্রভু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

১৫৩। ·········তুমি বল, (হে মোহাম্মদ দঃ) যদি তোমরা আপন ঘরের ভিতরেও থাক (তথাপি) যাহাদের হত্যার কথা যে স্থানে লেখা রহিয়াছে নিশ্চয় তথায় তাহারা বাহির হইয়া আসিবে·········এবং খোদা তায়ালা তোমার অন্তরের গুহ্য কথাও অবগত আছেন।

১৫৬। যদি তোমরা (ধর্ম্মযুদ্ধে) হত হও কিম্বা খোদার পথে প্রাণ-ত্যাগ কর তবে নিশ্চয় খোদা তায়ালার মার্জ্জনা ও দয়া তোমরা যাহা সংগ্রহ করিতেছ তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর।

১৫৯। যদি খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করেন কেহই তোমা-দিগকে পরাজিত করিতে পারিবেনা, কিন্তু যদি তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তিনি ব্যতীত কে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অতএব বিশ্বাসীগণ খোদার প্রতি নির্ভর করিবে।

১৮৪। প্রত্যেক আত্মা মরণের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং কেয়ামতের দিবস তুমি তোমার কার্য্যের পুরস্কার লাভ করিবে।······································এবং এই পার্থিব জীবন শুধু ছলনাময়।

১৮৯। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রজনী ও দিবসের পরিবর্ত্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। ১৯০। যাহারা দণ্ডায়মান কালে, বসিবার কালে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন সময়ে খোদাকে স্মরণ করে এবং বলে, "হে আমাদের প্রভো, বৃথা তুমি ইহা সৃষ্টি কর নাই। তোমারই মহিমা প্রকাশিত হউক! অনন্তর আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ১৯১। হে প্রভো, নিশ্চয়ই তুমি তাহাকে অবমানিত করিবে যাহাকে তুমি অগ্নির ভিতর প্রবেশ করাইবে এবং অসৎকর্ম্মীদের কেহই সাহায্য-কারী থাকিবে না। ১৯২। ·········হে আমাদের প্রভো, আমাদের

পাপ মার্জ্জনা কর এবং আমাদের কুকার্য্যগুলি আমাদের নিকট হইতে দূর কর এবং পুণ্যাত্মাগণের সহিত আমাদিগকে মরিতে দাও। ১৯৩। হে প্রভো! তোমার রছুলদিগের দ্বারা আমাদের জন্য যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং রোজ কেয়ামতে আমাদিগকে অবমানিত করিওনা; নিশ্চয়ই তুমি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করনা।" ১৯৪। অতএব তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও সৎকার্য্য আমি বিনষ্ট করিনা, সে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক হউক এবং তোমরা একজন অপর হইতে উদ্ভূত।

১৯৯। হে বিশ্বাসীগণ ধৈর্য্যশীল হও, এবং ধৈর্য্যে প্রতিযোগিতা কর ও দৃঢ় হও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমাদের কল্যাণ হয়।

——০——

চতুর্থ অধ্যায়।

ছুরা আন-নেছা।

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

১। ....তোমরা খোদাকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পর অনুগ্রহ যাজ্ঞা কর এবং যে গর্ভে তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহার সম্মান কর।

৫। নারীদের সহিত সদয় বাক্য ব্যবহার কর।

১০। যাহারা পিতৃমাতৃহীনদিগের বিত্তসম্পত্তি অন্যায় ভাবে ভোগ করে তাহারা শুধু অগ্নি উদরস্থ করিবে এবং অগ্নি শিখায় দগ্ধিভূত হইবে।

১৭। শুধু তাহাদেরই তওবা (অনুতাপ) খোদার নিকট গ্রাহ্য হইবে যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ কোন অসৎকার্য্য করে অতঃপর শীঘ্রই তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে; ইহাদেরই প্রতি খোদা সদয়ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং খোদা সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানী। ১৮। এবং তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা সর্ব্বদা কুকার্য্য করিতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে আমি এখন তওবা করি, অথবা তাহাদের জন্যেও নহে যাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাদেরই জন্য আমরা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

২৬। তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি-গণের পথে তোমাদিগকে পরিচালিত করিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয়ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে খোদা ইচ্ছা করেন; এবং খোদা জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ। ২৮। খোদা ইচ্ছা করেন যে তিনি তোমাদের ভার লাঘব করেন এবং মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২৯। ....আত্মহত্যা করিওনা, সত্যই খোদা তোমাদের প্রতি দয়ালু। ৩১। যদি তোমরা নিষিদ্ধ মহাপাপ সমূহ, পরিত্যাগ কর,

আমরা তোমাদের দোষগুলি অপনোদন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানের সহিত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে দিব।

৩৪। পুরুষগণ নারীদের রক্ষক যেহেতু খোদা তাহাদের কতক-গুলিকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং যেহেতু তাহারা তাহাদের সম্পত্তি হইতে তাহাদের (ভরণপোষণের) জন্য ব্যয় করে; অতএব পূণ্যবতী রমণীগণ (তাহাদের স্বামী ও খোদাতায়ালার) বাধ্য এবং খোদা যেরূপ তাহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিয়াছেন সেইরূপ তাহারা তাহাদের গুপ্ত স্থান রক্ষা করে; এবং যাহাদের উদ্ধত স্বভাবের জন্য তোমরা আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশ দাও ও তাহাদিগকে শয়ন কক্ষে পরিত্যাগ কর এবং প্রহার কর; অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের বাধ্য হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ অনুসন্ধান করিওনা; নিশ্চয়ই খোদা মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ।

৩৬। আল্লার এবাদত কর এবং এবাদতে কাহাকেও তাঁহার সহিত শরিক করিওনা। পিতা মাতার প্রতি সদয় হও এবং আত্মীয় স্বজন, এতিম ও দরিদ্র এবং প্রতিবেশী আত্মীয় অথবা অভ্যাগত এবং সহযাত্রী, পথিক এবং ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই খোদা ভাল বাসেন না গর্ব্বিত ও বৃথা অহঙ্কারীদিগকে। ৩৭। যাহারা স্বয়ং কৃপণ এবং অন্যকে কৃপণ হইতে আদেশ করে এবং খোদা যাহা সদয় হইয়া তাহাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে। আমরা অবিশ্বাসীদিগের জন্য লজ্জাজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

৪০। খোদা নিশ্চয়ই কাহাকেও বিন্দুমাত্র অন্যায় করিবেন না এবং যদি কোন সৎকার্য্য হয় খোদা তাহার দ্বিগুণ ফিরাইয়া দিবেন এবং তাঁহারই সান্নিধ্য হইতে মহৎ পুরস্কার দান করিবেন।

৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত অন্য দেবতার সংযোগ ক্ষমা করিবেন না; কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা

করিবেন। যে খোদার সহিত অন্য দেবতার শরিক করে সে বড় রকমের অন্যায় অভিসন্ধি করিয়াছে।

৫৯। হে মোমেনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রছুল এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতা প্রাপ্ত তাঁহাদিগের বাধ্য হও।

১০৬। খোদা তায়লার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১০৭। ....যে প্রবঞ্চক ও পাপী খোদা তাহাকে ভাল বাসেন না। ১০৮। তাহারা শুধু মানুষের নিকট গোপন করে, কিন্তু খোদার নিকট গোপন করিতে পারেনা। .... ১১০। যে কেহ অসৎকার্য্য করে অথবা স্বীয় আত্মার প্রতি অন্যায় করে অতঃপর খোদার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে অনন্তর সে খোদাকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু দেখিতে পাইবে। ১১১। এবং যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্য্য করে সে শুধু তাহার আত্মার বিরুদ্ধে তাহা করে; এবং আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ। ১১২। যে ব্যক্তি কোন দোষ বা পাপ কার্য্য করে অতঃপর নির্দ্দোষের প্রতি তাহা স্থাপন করে সে নিশ্চয়ই নিন্দা ও প্রকাশ্য পাপের ভার বহন করিবে।

১২৪। যে সৎকর্ম্ম করে সে ব্যক্তি পুরুষ অথবা নারী হউক যদি সে বিশ্বাসী হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হইবে না।

১২৫। কে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মাবলম্বন করে যে সম্পূর্ণরূপে আল্লার প্রতি আত্মসমর্পন করে এবং সৎকার্য্য সম্পাদন করে এবং ন্যায় পরায়ন এব্রাহিমের (আঃ) ধর্ম্ম অনুসরণ করে? এবং খোদা এব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩৫। হে বিশ্বাসীগণ! ন্যায় বিচার কর এবং খোদার জন্য সত্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তাহা তোমাদের নিজেদের অথবা তোমাদের পিতা-মাতার অথবা তোমাদের আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়———সে ধনী অথবা দরিদ্র হোক খোদা তাহাদের উভয়ের প্রতি দয়ালু; অতএব তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিওনা পাছে তোমরা পদস্খলিত হও এবং যদি তোমরা সত্য হইতে পশ্চাৎপদ হও অথবা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তবে তোমরা যাহা কর খোদা নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন।

১৪২। কপটগণ খোদাকে প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করে এবং তিনি তাহাদের শঠতার প্রতিদান করিবেন; এবং যখন তাহারা নামাজে দণ্ডায়মান হয় তাহারা অলসের মত দাঁড়ায়; তাহারা শুধু মানুষকে দেখায় এবং অতি অল্পই তাহারা খোদাকে স্মরণ করে। ১৪৫। কপট-গণ নিশ্চয়ই দোজখের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কোন সাহায্যকারী দেখিতে পাইবেনা। ১৪৬। তবে যাহারা অনুতাপ করে এবং নিজেদের ব্যবহার সংশোধন করে এবং দৃঢ়ভাবে খোদাকে অবলম্বন করে এবং অকপটভাবে তাঁহার প্রতি বাধ্য হয়; ইহারাই বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত; এবং খোদা বিশ্বাসীদিগকে মহৎ পুরস্কার দান করিবেন। ১৪৭। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস কর, তবে কেন খোদা তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন? এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানী।

১৪৮। খোদা ভালবাসেন না যে অন্যায় প্রকাশ্যভাবে আলোচিত হইবে যদি না কেহ অত্যাচারিত হইয়া থাকে; এবং খোদা শ্রোতা ও জ্ঞানী।

১৬৮। যাহারা বিশ্বাস করে না ও অন্যায় কাজ করে নিশ্চয় খোদা কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং কখনও তাহাদিগকে পথ দেখাইবেন না। ১৬৯। শুধু দোজখের পথ ব্যতীত যথায় তাহারা অনন্ত কাল বাস করিবে এবং আল্লার নিকট ইহা অতি সহজ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ছুরা আল মায়েদা।

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

১। হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন কর। ······নিশ্চয় খোদা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন।

২। ·········সৎকার্য্য ও পুণ্যকার্য্যে পরস্পরের সাহায্য কর; কিন্তু পাপকার্য্য ও অবৈধ কার্য্যে পরস্পরের সহায়তা করিওনা।·········

৩। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছি ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করিয়াছি এবং ইছলামকে তোমাদের ধর্ম্ম বলিয়া মনোনীত করিয়াছি (১)। ·········

৮। হে বিশ্বাসীগণ! খোদার প্রতি অকপট হও ও ন্যায্য সাক্ষ্য দাও; এবং কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে তাহাদের প্রতি অন্যায় করিতে উত্তেজিত না করে (২)। ন্যায় ভাবে কাজ কর; খোদার প্রতি ভয়ের নীচেই ইহার স্থান। খোদাকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর তিনি তাহা অবগত আছেন।

---

(১) সর্ব্ববাদী সম্মতি অনুসারে ইহাই কোরআন শরিফের সর্ব্বশেষ প্রত্যাদেশ। ইহার পর অন্য কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। ইছলামই যে খোদার মনোনীত ধর্ম্ম ও জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং ইহার পর অন্য কোন ধর্ম্মের যে প্রয়োজন নাই তাহা এই আয়েত দ্বারাই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহা দ্বারা আরও প্রমানিত হয় যে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পর অন্য কোন পয়গম্বর প্রেরিত হইবার আবশ্যক নাই এবং তিনিই শেষ পয়গম্বর।

(২) জাতি বিশেষের প্রতি বিদ্বেষের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইছলাম তাহার প্রতি অন্যায় করিতে অনুমোদন করে না। পরস্পরের প্রতি সুহৃদভাবে জীবন যাপন করাই ইছলামের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৭। ·········আকাশ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের উপর খোদার শক্তি বিরাজমান; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত জিনিষের উপর তিনি ক্ষমতাবান।

৩৫। হে বিশ্বাসী! খোদাকে ভয় কর ও তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই পথে আগ্রহের সহিত যুদ্ধ কর যাহাতে তোমরা সুফল প্রাপ্ত হইতে পার।

৪২। ·········যাহারা ন্যায় বিচার করে খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন।

৬৪। ·········যাহারা গোলমাল সৃষ্টি করে খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন না।

৮৪। আমাদের কি কৈফিয়ত আছে যে আমরা আল্লার প্রতি ও যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবনা যদিও আমরা একাগ্রমনে আশা করি যে খোদা আমাদিগকে ন্যায়-পরায়নদিগের সহিত (বেহেশ্‌তে) প্রবেশ করিতে দেন?

৯১। শয়তান, মাদক দ্রব্য ও জুয়াখেলা দ্বারা শুধু তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করিতে এবং খোদার আরাধনা ও উপাসনা হইতে তোমাদিগকে বিরত রাখিতে ইচ্ছা করে; অনন্তর তোমরা কি বিরত থাকিবে?

১০০। বল, অসৎ ও সৎ কখনও সমান নহে, যদিও অসতের প্রাচুর্য্য তোমাকে সন্তুষ্ট করে; অতএব হে বুদ্ধিমান মানব, খোদাকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সুফল লাভ করিতে পার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ছুরা আল-আনয়াম।

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে।

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকার ও আলোক প্রস্তুত করিয়াছেন; তথাপি অবিশ্বাসীগণ তাঁহার শরিক স্থাপন করে। ২। তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩। আছমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ; তোমাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সমস্ত কথাই তিনি অবগত আছেন; এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

১২। বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় কাহার? বল, আল্লার। তিনি তাঁহার প্রতি দয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (অর্থাৎ দয়া প্রকাশ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়)।

১৪। বল, আমি কি আছমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহকে ব্যতীত অপর অভিভাবক গ্রহণ করিব? তিনি (সকলকে) আহার্য্য দান করেন এবং স্বয়ং অভুক্ত রহেন। ১৫। বল, যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই আমি সেই ভয়ঙ্কর দিবসের (রোজ কেয়ামতের) শাস্তির ভয় করি। ১৬। সে দিন যে ব্যক্তি তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, খোদা নিশ্চয়ই তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৭। যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনি ব্যতীত কেহই তাহা দূর করিতে পারেন না; এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল

কামনা করেন তবে (জানিও) তাঁহারই শক্তি সমস্ত জিনিষের উপর বিদ্যমান। ১৮। তিনি তাঁহার দাসগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ।

৩১। খোদার সহিত সাক্ষাৎ লাভ যাহারা অস্বীকার করে তাহারাই ধ্বংশ প্রাপ্ত। ....৩২। এই পার্থিব জীবন শুধু একটি ক্রীড়া ও আমোদ; নিশ্চয় ধর্ম্মভীরুদের জন্য ভবিষ্যৎ ভবনই উৎকৃষ্টতর। অতঃপর তোমরা কি বুঝিবেনা? ৩৬। যাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিবে শুধু তাহাদেরই কথার তিনি উত্তর দিবেন। ৩৯। যাহারা আমাদের নিদর্শনগুলি অস্বীকার করে, তাহারা বধির মুক এবং অন্ধকারে; অনন্তর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিপথে চালিত করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন।

৫০। বল, আমি তোমাদিগকে বলিনা যে আমার নিকট খোদার কোষাগার আছে, অথবা আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত আছি, অথবা আমি একজন ফেরেশতা; আমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তদ্ব্যতীত আমি অন্য কিছু অনুসরণ করিনা। (১)

৫৪। ....যদি তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতা বশতঃ কেহ কোন অপরাধ করিয়া থাক অতঃপর ফিরিয়া আইস ও অনুতাপ কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু

---

(১) মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে, সাধারণের মতই একজন মানব এবং তিনি যে কোন মানবরূপী ফেরেশতা অথবা কোন দেবতা বা অবতার নহেন এ আয়াত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই সরল ও মহৎ উক্তি তাঁহার নিরহঙ্কার ও সাধারণ জীবন ও মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় ব্যক্ত করে। কোরআন অন্যত্র বলেন, "বল, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র শুধু আমার নিকট ইহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে তোমাদের একইমাত্র প্রভু (১৮:২২০)।"

৫৭। ·········খোদাই শুধু বিচার করিবেন। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং উত্তম মীমাংসাকারী।

৫৯। আল্লার নিকটই অদৃশ্য পদার্থের কুঞ্জিকা; তিনি ব্যতীত কেহই তাহা জানেন না। যাহা কিছু ভূখণ্ডে ও সমুদ্র মধ্যে অবস্থান করে সমস্তই তিনি অবগত আছেন। কোন পত্রই পতিত হয় না কিন্তু তাহা জানেন। পৃথিবীর অন্ধকার মধ্যে এমন কোন্ শস্যকণা আছে অথবা কোন্ জিনিষ সবুজ কি শুষ্ক (যাহা তাহা তিনি অনবগত ?)———কিন্তু তাহা পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ৬০। তিনি রজনীতে তোমাদের আত্মা গ্রহণ করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা অবগত হয়েন; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তন্মধ্যে জাগরিত করেন যাহাতে তোমাদের নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল পূর্ণ হইতে পারে। অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাগমন করিবে। অনন্তর তোমরা যাহা করিয়াছ তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইবেন।

৭০। তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর যাহারা তাহাদের ধর্ম্মকে একটি ক্রীড়া ও আমোদের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে এবং যাহাদিগকে এই পার্থিব জীবন প্রতারিত করিয়াছে; এবং তাহাদিগকে সাবধান কর যে প্রত্যেক আত্মা স্বীয় কার্য্যের জন্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে এবং খোদা ব্যতীত সে কোন বন্ধু অথবা মধ্যস্থ প্রাপ্ত হইবেনা এবং যদিও সে সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ বহণ করিতে ইচ্ছা করে তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না।

৭১। বল, আমরা কি খোদা ব্যতীত তাহাদিগকে আহ্বান করিব যাহারা আমাদিগকে কোন সাহায্য অথবা ক্ষতি করিতে পারেনা ? আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়েত (পথ প্রদর্শন) করিবার পর ও কি আমরা, শয়তান যাহাকে পৃথিবীতে বিব্রত করিয়াছে তাহারই মত পলায়নপর হইব ? ·········বল, আল্লারই হেদায়েত এবং তাহাই সত্য হেদায়েত

এবং আমরা সমস্ত জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। ৭২। এবং তোমরা নামাজ প্রতিপালন করিবে ও তাঁহাকে ভয় করিবে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা সমবেত হইবে। ৭৩। তিনিই সত্যের সহিত আছমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং সেইদিন তিনি শুধু বলেন 'হও' এবং তাহা হয়। ৭৪। তাঁহারই সত্য বাক্য.......... তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য জ্ঞাত আছেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ।

৭৫। যখন হজরত এব্রাহিম (দঃ) তাঁহার পিতা আজরকে (১) বলিলেন, "তুমি কি মুর্ত্তিগুলিকে খোদা বলিয়া স্বীকার কর? নিশ্চয় আমি দেখিতেছি তুমি ও তোমার কওম প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছ।" ৭৬। এইরূপে আমরা হজরত এব্রাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য প্রদর্শন করিলাম (২) যাহাতে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী হইতে পারেন। ৭৭। যখন রজনীর অন্ধকার তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিল তখন তিনি (আকাশে) একটি নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, এই আমার প্রভু"; কিন্তু যখন তাহা অস্তগমন করিল, তিনি বলিলেন "যাহারা অস্তগমন করে তাহাদিগকে আমি ভাল বাসিনা।" ৭৮। অনন্তর যখন চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিলেন, তিনি বলিলেন "এই আমার প্রভু", যখন তাহা অস্তগমন করিল, তিনি বলিলেন, "যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়েত না করিতেন তবে নিশ্চয় আমি পথভ্রান্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।" ৭৯। অনন্তর যখন তিনি সূর্য্যোদয় দেখিলেন তখন বলিলেন "এই আমার প্রভু," ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখন তাহা অস্ত গেল, তিনি কহিলেন "হে আমার কওম! খোদার সহিত যাহার তোমরা শরিক কর তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণরূপে

(১) হজরত এব্রাহিমের (আঃ) পিতার নাম আজর ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আরবী 'আব' শব্দ 'পিতা' এবং 'পিতামহ' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

(২) আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

মুক্ত (৩)। ৮০। আকাশ ও পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন নিশ্চয় তাঁহারই দিকে আমি মুখ ফিরাই এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

৮৩। যাহারা বিশ্বাস করে এবং অন্যায়ের সহিত তাহাদের বিশ্বাসকে লিপ্ত করে না তাহাদেরই নিরাপদতা এবং তাহারই পথপ্রাপ্ত।

৯৬। খোদা শস্য ও বীজ, অঙ্কুরিত করেন; তিনি মৃত হইতে জীবন্তকে এবং জীবিত হইতে মৃতকে বহির্গত করেন; তিনিই আল্লাহ অতঃপর কেন তোমরা তাহার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ? ৯৭। তিনিই উষাকে প্রকাশ করেন এবং রজনীকে আরামের জন্য এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে সময় নির্দ্দেশের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী খোদার বিধান। ৯৮। এবং যাহাতে তোমরা পৃথিবী ও সমুদ্রের অন্ধকার মধ্যে ঠিক পথ অনুসরণ করিতে পার তজ্জন্য তিনি নক্ষত্রগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা অবগত আছে সেইজাতির জন্য আমরা আমাদের নিদর্শনগুলিকে স্পষ্ট করিয়াছি। ৯৯। তিনিই তোমাদিগকে শুধু একটি আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অনন্তর তোমাদের জন্য একটি বাসগৃহ ও বিশ্রামাগার (১) রহিয়াছে। আমরা জ্ঞানীদের জন্য আমাদের নিদর্শনগুলি স্পষ্ট করিয়াছি। ১০০। তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারিধারা প্রেরণ করেন এবং আমরা তাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার অঙ্কুর উৎপাদন করি অনন্তর তাহা হইতে আমরা সবুজ পত্র বহির্গত করি অতঃপর তাহা হইতে আমরা স্তূপিকৃত শস্য নির্গত করি; এবং খেজুর গাছ ও তাহার কোষ হইতে বহির্গত হয় গুচ্ছ গুচ্ছ সহজ লভ্য খেজুর; এবং দ্রাক্ষা, জলপাই এবং দাড়িম্বের বাগান সমূহ পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ; এবং ইহার ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যখন তাহা

(৩) হজরত এব্রাহিম (আঃ) যে শৈশব হইতেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সত্যান্বেষী ছিলেন, এই আয়াতগুলি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

(১) কবর।

ফলিত হয় এবং যখন তাহা পক্কতা প্রাপ্ত হয়; নিশ্চয়ই যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে।

১০২। আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা! কিরূপে তাঁহার একটি পুত্র হইবে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী নাই? তিনি সমস্ত জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত দ্রব্য অবগত আছেন। ১০৩। সেই আল্লাহই তোমাদের প্রভু; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং তিনিই সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টি কর্ত্তা। অতএব তাঁহারই এবাদত কর, এবং সমস্ত জিনিষ তাঁহারই তত্ত্বাবধানে। ১০৪। চক্ষু তাঁহাকে জানিতে (অর্থাৎ দেখিতে) পায় না এবং তিনি সমস্তই দেখিতে পান এবং তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ।

১০৯। যাহারা আল্লাহকে ব্যতীত অপরকে আহ্বান করে তাহাদিগকে কুৎসা করিও না পাছে অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা সীমাতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গালাগালি দিবে (১)।

১১২। যদিও আমরা তাহাদিগের (অবিশ্বাসীদের) নিকট ফেরেশ্‌তা পাঠাইতাম এবং মৃত ব্যক্তিগণও যদি তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং দলে দলে সমস্ত দ্রব্যও যদি তাহাদের চতুর্দ্দিকে সমবেত করিতাম তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিত না, যদি না খোদা ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক ইহা অনবগত।

১২১। প্রকাশ্য ও গুপ্ত পাপ পরিত্যাগ কর; নিশ্চয়ই যাহারা পাপার্জ্জন করে তাহারা যাহা করে তদ্বারা পুরস্কৃত হইবে।

১৫২। ....খোদার সহিত কাহারও শরিক স্থাপন করিও না ও পিতা মাতার প্রতি সদয় হও এবং তোমাদের সন্তানগণকে দৈন্যের জন্য হত্যা

(১) ইহাই ইছলামের পরমত সহিষ্ণুতার চরম নিদর্শন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে তাহাদের ধর্ম্মের জন্য অত্যাচার করা দূরে থাকুক তাহাদিগের দেবতাগণকে নিন্দা করাও ইছলাম নিষেধ করিয়াছে।

করিও না। তাহাদের জন্য ও তোমাদের জন্য আমরা আহারের সংস্থান করিব। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কোন প্রকারের কুকার্য্যের নিকটবর্ত্তী হইও না; এবং ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত খোদা যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করিও না। যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে এই সমস্ত আদেশ করিয়াছেন।

১৫৪। এই আমার পথ, সত্যপথ; অতএব ইহার অনুসরণ কর এবং (এতদ্ব্যতীত) অন্য পথ অনুসরণ করিওনা কারণ তাহারা তোমাকে খোদার পথ হইতে বিপথে চালিত করিবে। যাহাতে তুমি সতর্ক হও তজ্জন্য তিনি তোমাকে ইহা আদেশ করিয়াছেন। ১৫৬। এই গ্রন্থ আমরা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অবতীর্ণ করিয়াছি; অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগৃহীত হইতে পার।

১৬১। যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম্ম সহ উপস্থিত হইবে সে তাহার দশগুণ পুরস্কৃত হইবে এবং যে ব্যক্তি একটি অসৎকার্য্য সহ উপস্থিত হইবে সে শুধু তাহার তুল্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে; এবং তাহারা কেহই অত্যাচারিত হইবে না। ১৬২। বল, আমার প্রভু আমাকে সত্য পথ ও সত্য ধর্ম্মের দিকে হেদায়েত করিয়াছেন—সত্যবাদী ইব্রাহিমের (আঃ) ধর্ম্ম এবং তিনি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ১৬৩। বল, নিশ্চয় আমার নামাজ আমার পরহেজগারি (ত্যাগ) আমার জীবন ও আমার মরণ সমস্তই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুর উদ্দেশ্যে (১)। ১৬৪। তাঁহার কোন শরিক নাই এবং ইহাই আমি বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং যাহারা (খোদার নিকট) আত্ম সমর্পন করে আমি তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম। ১৬৫। বল, আমি কি আল্লাহকে ব্যতীত অপরকে আমার প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব? এবং তিনিই সমস্ত জিনিষের প্রতিপালক।

(১) খাটি মুসলিমের জীবন ও মরণ শুধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য। সকল বিষয়ে সকল সময়ে তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পন করাই তাহার প্রকৃত পরিচয়।

সপ্তম অধ্যায়

ছুরা আল-এরাফ

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১১। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম অত পর তোমাদের দেহের গঠন করিযাছিলাম অনন্তর ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলাম, "আদমকে ছেজদা কর।" ইবলিছ ব্যতীত তাহারা সকলেই ছেজদা করিযাছিল, ইবলিছ ছেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা ১২। আল্লাহ (শয়তানকে) বলিলেন, "যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম কিসে তোমাকে বাধা দিল যে তুমি ছেজদা করিলে না?" শয়তান বলিল, 'আমি আদম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিযাছ এবং তাহাকে পয়দা করিয়াছ মৃত্তিকা হইতে।" ১৩। তিনি বলিলেন "এখান হইতে বহির্গত হও, এখানে থাকিয়া তোমার অহঙ্কার করা সাজে না অতএব বহির্গত হও, তুমি নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। ১৪। সে বলিল, "কেয়ামত পর্য্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও" ১৫। তিনি বলিলেন, 'তুমি মুক্ত'। ১৬। সে বলিল 'যেহেতু তুমি আমাকে বিচারে পথভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ সুতরাং আমি তোমার সত্য পথে তাহাদের (বনি-আদমের) জন্য অপেক্ষা করিব (অর্থাৎ তাহাদিগকে সত্যপথে গমন করিতে বাধা দিব)। ১৭। এবং আমি তাহাদের সম্মুখ হইতে ও তাহাদের পশ্চাৎ হইতে এবং তাহাদের দক্ষিণ দিক হইতে এবং তাহাদের বামদিক থেকে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইব, এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ দেখিতে পাইবেনা।" ১৮। তিনি বলিলেন, "ঘৃণিত ও বিতাড়িত অবস্থায় এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তাহাদের মধ্যে যে কেহ তোমার অনুসরণ করিবে, তোমাদের সকলের দ্বারা আমি দোজখ পূর্ণ করিব।"

১৯। আমরা বলিলাম "হে আদম (আঃ)! তুমি ও তোমার স্ত্রী এই বেহেশতে বাস কর এবং যেখান হইতে ইচ্ছা ইহার মেওয়া ভক্ষণ কর; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইওনা। তাহা হইলে তুমি অসৎকর্ম্মীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" ২০। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে কুপরামর্শ দিল যে তাঁহাদের নিকট যাহা গুপ্ত রহিয়াছে তাহা সে প্রকাশ করিতে পারে এবং সে বলিল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়াছেন শুধু এইজন্য যাহাতে তোমরা উভয়েই ফেরেশ্তা অথবা অমর না হইতে পার।" ২১। এবং তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিল, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সুপরামর্শদাতা।" ২২। এইরূপে সে তাঁহাদিগকে প্রতারণা দ্বারা পথভ্রান্ত করিল; এবং যখন তাঁহারা সেই বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিলেন, তাঁহাদের অসদেচ্ছা প্রকাশ পাইল এবং তাঁহারা উভয়েই বেহেশতের বৃক্ষ পত্র দ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের প্রতি-পালক তাঁহাদিগকে বলিলেন; "আমি কি তোমাদের উভয়কেই ঐ বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে নিষেধ করি নাই এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু সে কথা কি বলি নাই?" ২৩। তাঁহারা বলিলেন, "হে আমাদের প্রভো আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছি; যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন না কর তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

২৮। ....বল খোদা কুকার্য্য করিতে আদেশ করেন না, তোমরা কি যাহা জাননা তাহাই খোদার বিরুদ্ধে বলিবে? ২৯। বল আমার প্রভু ন্যায় বিচার করিতে আদেশ করেন, এবং প্রতিবার নামাজ পড়িবার সময় তাহারই প্রতি মনোনিবেশ করিবে এবং অকপট হৃদয়ে ও বিনীতভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিবে।

৪০। নিশ্চয় যাহারা আমাদের নিদর্শনগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে এবং গর্ব্বভরে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে,

আকাশের দ্বার তাহাদের জন্য মুক্ত হইবে না ; এবং যে পর্য্যন্ত না একটি উষ্ট্র সুঁচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে সে পর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিবে না। এইরূপেই আমরা পাপীদিগকে পুরস্কৃত করি। ৪৩। এবং আমরা জান্নাতবাসীদের অন্তরের গ্লানী দূর করিব।......... তাহারা বলিবে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লার, যিনি আমাদিগকে বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং যদি তিনি আমাদিগকে হেদায়েত না করিতেন তবে আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না।.........." ৪৪। বেহেশতবাসীগণ দোজখের অধিবাসীদিগকে বলিবে, "আমাদের প্রভু যাহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা আমরা পাইয়াছি। তোমাদের প্রভু তোমাদের নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তোমরাও কি তাহা পাইয়াছ?" তাহারা বলিবে, হাঁ। ৪৬। তাহাদের উভয় দলের মধ্যে একটি পর্দ্দা থাকিবে। ৫০। দোজখবাসীগণ বেহেশ্‌তবাসীগণকে বলিবে, "আমাদের উপর কিঞ্চিৎ পানি বর্ষন কর, অথবা খোদা তোমাদিগকে যে রেজেক (আহার্য্য) দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমাদিগকে দাও।" তাহারা বলিবে, "উহাদের উভয়কেই অবিশ্বাসীদের জন্য খোদা হারাম করিয়াছেন।"

৫৪। নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের প্রভু যিনি ছয় দিনে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর স্বীয় সিংহাসনে অধিরোহন করেন। তিনি রজনীকে দিবসের দ্বারা আবৃত করেন যাহা উহাকে অবিরত অনুসরণ করে এবং তিনি সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র পুঞ্জকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার আজ্ঞাধীন, জানিও তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ও আদেশদাতা। বিশ্ব জগতের প্রতিপালকেরই আশীর্ব্বাদ হোক। ৫৫। সবিনয়ে ও গুপ্তভাবে তোমাদের প্রভুকে আহ্বান কর ; তিনি সীমাতিক্রমকারীদিগকে ভালবাসেন না। ৫৬। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবার পর, গোলমাল সৃষ্টি করিওনা এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত আহ্বান কর; নিশ্চয়ই সৎকর্ম্মশীলদিগের সান্নিধ্যে খোদার দয়া অবস্থান করে।

১৫৩। যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে অতঃপর অনুতাপ ও বিশ্বাস করে তোমার প্রভু অনন্তর তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হইবেন।

১৫৫। তুমিই আমাদের প্রভু, অতএব আমাদিগকে মার্জ্জনা কর ও আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ কর কারণ যাহারা ক্ষমা করে তাহাদের মধ্যে তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১৫৬। আমার দয়া সমস্ত জিনিষ পরিব্যাপ্ত করে এবং তাহাদের জন্য আমি ইহা লিপিবদ্ধ করি যাহারা আমাকে ভয় করিবে, জাকাত দান করিবে এবং আমাদের নিদর্শন গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে; ১৫৭। এবং যাহারা (এই) প্রেরিত পুরুষ অশিক্ষিত পয়গম্বরকে অনুসরণ করিবে। ·········যাহা সত্য তাহা তিনি আদেশ করিবেন এবং যাহা অন্যায় তাহা তাহাদিগকে নিষেধ করিবেন, এবং উত্তম জিনিষগুলি তাহাদের জন্য হালাল করিবেন এবং মন্দ জিনিষগুলি নিষেধ করিবেন এবং তাহাদের বোঝা হাল্কা করিবেন এবং যে ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাহা লাঘব করিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে ও তাঁহাকে সম্মান ও সাহায্য করিবে এবং তাঁহার সহিত যে আলোক প্রেরিত হইয়াছে তাহা যাহারা অনুসরণ করিবে, তাহারাই সফলকামী।

১৭৮। খোদা যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য পথ অনুসরণ করে এবং যাহাকে তিনি ভ্রান্তির মধ্যে পরিত্যাগ করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ। ১৭৯।······তাহাদের অন্তঃকরণ আছে কিন্তু তাহারা বোঝে না, তাহাদের চক্ষু আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা দেখিতে পায় না এবং তাহাদের কর্ণ আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা শুনিতে পায় না ঃ তাহারা পশুর মত, তাহারা আরও বিপথে যায়; ইহারাই অমনোযোগী।

১৮০। খোদার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে, অতএব সেই নামেই তাঁহাকে আহ্বান কর; এবং যাহারা তাঁহার নামের অমর্য্যাদা করে

তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর; তাহারা যাহা করে তদ্বারাই তাহারা পুরস্কৃত হইবে।

১৮৮। বল, খোদার ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার আত্মার মঙ্গল অথবা অমঙ্গল কিছুই সাধন করিতে পারিনা। যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত থাকিতাম তবে আমি অনেক সুফল প্রাপ্ত হইতাম এবং কোন অমঙ্গলই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আমি শুধু একজন সতর্ক-কারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা (১)।

১৯৯। ক্ষমশীল হও, সৎকার্য্য আদেশ কর এবং অশিক্ষিতদের নিকট হইতে দূরে থাক।

২০৪। যখন কোরআন শরীফ পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, সম্ভবতঃ তোমরা দয়া লাভ করিবে। ২০৫। এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিনয় এবং ভয়ের সহিত নিজের ভিতরে খোদার সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিন্তু উচ্চ শব্দ দ্বারা নয়, এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। ২০৬। যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে থাকে তাহারা তাঁহার বন্দেগী করিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং তাহারা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহারই সমীপে নতশির হয় (২)।

---

(১) তাঁহার নিজের সম্বন্ধে এই সরল ও সুন্দর উক্তিই মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি নিজের প্রতি কোনরূপ দেবত্ব আরোপ করেন নাই। আরবগণ স্বভাবতঃ যেরূপ কুসংস্কারে সম্পন্ন ছিল তাহাতে যদি তিনি নিজকে দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাহার প্রচার কার্য্যে সুবিধা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সেরূপ হীন পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

(২) মূল আয়ত পাঠ করিলে ছেজদা করিতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

ছুরা আল-আনফাল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। তাহারাই শুধু বিশ্বাসী যাহাদের অন্তঃকরণ খোদার নাম শ্রবণ করিলে ভয়ে রোমাঞ্চিত হয় এবং যাহাদের বিশ্বাস, তাঁহার নিদর্শনগুলির প্রতি আবৃত্তিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা তাঁহাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে………।

১৭। ………বিশ্বাসীদিগকে তিনি তাঁহার নিজের অনুগ্রহরূপ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারেন। নিশ্চয়ই খোদা শ্রোতা ও জ্ঞানী। ১৯। ………এবং (জানিও) খোদা বিশ্বাসীদের সঙ্গী।

২৪। ……জানিও, খোদা মানুষ ও তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে উপস্থিত হন, এবং তাঁহারই নিকট তোমরা সমবেত হইবে। ২৫। প্রলোভনকে ভয় কর; তোমাদের মধ্যে যাহারা অন্যায় করে শুধু বিশেষ ভাবে তাহাদের নিকট ইহা উপস্থিত হইবেনা; এবং জানিও খোদা কঠোর শাস্তিদাতা। ২৮। জানিও যে তোমার ধন ও সন্তান শুধু প্রলোভন; এবং আল্লাহের নিকটই মহিমান্বিত পুরস্কার।

২৯। হে বিশ্বাসী বান্দা, যদি তুমি খোদাকে ভয় কর, তিনি তোমার মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিবেন এবং তোমা হইতে তোমার পাপ সমূহ দূর করিবেন এবং তোমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আল্লা মহান ও দাতা।

৪৫। ……অবিরত খোদার নাম স্মরণ কর যাহাতে তোমার কল্যাণ হইতে পারে। ৪৬। ধৈর্য্যশীল হও, নিশ্চয়ই খোদা ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গী।

নবম অধ্যায়

ছুরা আল-বারায়াত

২০। যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং আপনাদের ধন সম্পত্তি ও প্রাণ দিয়া খোদার পথে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা খোদার নিকট অত্যধিকরূপে সম্মানিত; এবং ইহারাই সিদ্ধকামী। ২১। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য আপনার নিকট হইতে দয়া ও সন্তুষ্টি এবং সেই সমস্ত জান্নাতের খোশ খবর দান করেন যথায় তাহাদের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী সুখ ও শান্তি থাকিবে; ২২। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে; নিশ্চয় খোদার সহিতই মহৎ পুরস্কার।

২৪। বল, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন এবং অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি এবং ব্যবসায়ের হ্রস্বতা যাহা তোমরা ভয় কর, ও বাসভবন যাহা তোমরা পছন্দ কর, খোদা, রছুল ও খোদার পথে চেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে খোদার আদেশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, খোদা কোন সীমাতিক্রমকারী কওমের হেদায়েত করেন না।

২৮। ·········যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে খোদা ইচ্ছা করিলে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনশালী করিবেন; নিশ্চয়ই খোদা সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।

৩৪। যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং খোদার পথে তাহা ব্যয় করেনা, তাহাদিগকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৮। হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে খোদার পথে বহির্গত হও তখন তোমাদের কি আপত্তি থাকে যে তোমরা গভীরভাবে

পার্থিব বিষয়ে অনুরক্ত হইবে? তোমরা কি ভবিষ্যতজীবনের পরিবর্ত্তে এই পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত আছ? কিন্তু ভবিষ্যত জীবনের তুলনায় এই পার্থিব জীবনের পাথেয় অতি সামান্য।

৪০। ....দুঃখিত হইওনা নিশ্চয়ই খোদা আমাদের সঙ্গী। ....তাঁহার বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবং খোদা পরাক্রমশীল ও জ্ঞানী।

৫১। বল, আল্লাহ্ যাহা আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তদ্ব্যতীত কিছু আমাদিগকে কষ্ট দিবেনা। তিনিই আমাদের প্রভু; বিশ্বাসীগণ তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিবে।

১১২। তাহারাই খোদার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে যাহারা তাঁহার এবাদত করে ও প্রশংসা করে এবং যাহারা রোজা পালন করে, নতশির হয় ও ছেজদা করে এবং যাহারা সৎকার্য্য আদেশ করে ও কুকার্য্য নিষেধ করে এবং আল্লার সীমা (১) রক্ষা করে।

১১৯। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সাধুগণের সহবাস কর।

---

(১) অর্থাৎ আল্লার আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন করে।

দশম অধ্যায়

ছুরা ইউনুছ (আঃ)

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৩। নিশ্চয় আল্লাই তোমাদের প্রভু যিনি ছয়দিনে আছমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে সিংহাসনে আরোহন করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহই সুপারিশ করিতে পারে না; সেই আল্লাই তোমাদের প্রভু অতএব তাঁহারই এবাদত কর; তোমরা কি চিন্তা করিবে না? ৪। তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন; খোদার প্রতিজ্ঞা সত্য। তিনিই প্রথমে সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনর্গঠন করেন যাহাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীলদিগকে তিনি ন্যায্যভাবে পুরস্কৃত করিতে পারেন; এবং অবিশ্বাসীদিগের জন্য গরম পানি এবং বেদনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল।

৫। তিনিই সূর্য্যকে ঔজ্জ্বল্যের জন্য এবং চন্দ্রকে আলোর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাদের গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যদ্বারা তোমরা বৎসরের সংখ্যা ও সময় গণনা করিতে পার। খোদা এ সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেন নাই কিন্তু শুধু সত্য প্রকাশের জন্য (অর্থাৎ এক গভীর উদ্দেশ্য, ঐশ্বরিক একত্ব প্রকাশের জন্য)। যাহারা জ্ঞানী তাহাদের জন্য তিনি তাঁহার নিদর্শন গুলি স্পষ্ট করিয়াছেন। ৬। নিশ্চয়ই রজনী ও দিবসের পরিবর্ত্তনে, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত খোদার যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ধর্ম্মভীরুদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন আছে। ৭। নিশ্চয়ই যাহারা আমার (খোদার) সহিত সাক্ষাৎ লাভ আশা করে না এবং এই পার্থিব জীবনে তাহাদের সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং ইহাতেই সুখী থাকে এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনগুলির

প্রতি অমনোযোগী, ৮। দোজখ তাহাদেরই বাসস্থান, কেন না তাহাই তাহারা উপার্জ্জন করিয়াছিল। ৯। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে ঈমান (ধর্ম্মবিশ্বাস) দ্বারা পরিচালিত করিবেন; জান্নাতান নয়িমে (বেহেশতে) তাহাদের জন্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইবে। ১০। "হে খোদা তোমারই মহিমা প্রকাশিত হোক"—ইহাই তথায় তাহারা বলিবে এবং "শান্তিই" তন্মধ্যে তাহাদের সম্ভাষন হইবে; এবং নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের প্রশংসা হউক ইহাই তাহাদের শেষ প্রার্থনা হইবে।

১৭। নিশ্চয়ই পাপীগণ কখনও সুফল প্রাপ্ত হইবেনা।

২৪। এই পার্থিব জীবন শুধু একখণ্ড মেঘ সদৃশ যাহা আমরা আকাশ হইতে প্রেরণ করি যদ্দারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমানে শস্য উৎপাদিত হয় মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু যাহা ভক্ষণ করে এবং পৃথিবী যখন সোনালি আভায় নিজকে আবৃত ও শোভিত করে, ইহার অধিবাসীগণ মনে করে ইহার উপর তাহাদের ক্ষমতা আছে (কিন্তু) দিবারাত্রি আমাদের আদেশ ইহার উপর আসিতেছে; অতঃপর আমরা ইহাকে কর্ত্তিত শস্যক্ষেত্র সদৃশ করি যেন গত কল্য উহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এইরূপে, চিন্তাশীলদের জন্য আমরা আমাদের নিদর্শনগুলি স্পষ্ট করিয়াছি।

২৫। আল্লাহ (সকলকে) শান্তি নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি সত্যপথে পরিচালিত করেন।

৩১। বল, কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে আহার্য্য প্রদান করেন? অথবা কর্ণ এবং চক্ষু কাহার অধীনে? এবং কে মৃত হইতে জীবিতকে এবং জীবিত হইতে মৃতকে আনয়ন করে এবং কে সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে? তাহারা বলিবে, "আল্লাহ"। বল,

তোমরা কি অতঃপর ভয় করিবে না? ৩২। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রভু; এবং সত্যের পরে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কি আছে? তোমরা কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ? ৩৫।......বল, খোদা সত্যের দিকে পরিচালিত করেন তিনিই অনুসৃত হইবার পক্ষে অধিকতর যোগ্য না সেই ব্যক্তি যে চালিত না হইলে ঠিক ভাবে চলিতে পারে না? তোমাদের কি হইয়াছে তোমরা কিরূপে বিচার কর? ৩৬। এবং তাহাদের অধিকাংশ শুধু কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু অনুসরণ করেনা কিন্তু কল্পনা সত্যের বিরুদ্ধে কিছুই কার্য্যকরী হইতে পারেনা; তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

৬১। ....পৃথিবী অথবা আকাশ মধ্যস্থিত অবিভাজ্য পরমানু তুল্য জিনিষও খোদার অগোচর নহে। অথবা এমন কোন্ দ্রব্য আছে ইহা অপেক্ষা বড় অথবা ছোট, যাহা প্রকাশ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই? ৬২। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লার বন্ধু তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখ করিবেনা। ৬৩-৬৪। যাহারা খোদাকে বিশ্বাস ও ভয় করে তাহাদের জন্য এজগতে ও পরজগতে সুসংবাদ। খোদার বাক্যে কোন পরিবর্ত্তন নাই; এই মহা অনুগ্রহ।

৮২। আল্লাহ তাঁহার বাণীদ্বারা সত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন যদিও পাপীগণ তৎপ্রতি বিমুখ থাকে।

১০০। খোদার অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মাই বিশ্বাস করিতে পারে না।

১০৬। খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আহ্বান করিও না যে তোমাকে সাহায্য বা ক্ষতি কিছুই করিতে পারে না এবং যদি তুমি তাহা কর তবে তুমি অসৎকর্ম্মীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ১০৭। যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দ্বারা স্পর্শ করেন, তিনি ব্যতীত কেহই তোমাকে

তাহা হইতে মুক্তি দিতে পারিবেনা। যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল কামনা করেন কেহই তাঁহার সে অনুগ্রহে বাধা দিতে পারে না। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ দান করেন। তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৮। বল, হে মানবগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে; অনন্তর যে কেহ ঠিকভাবে চলে সে স্বীয় আত্মার মঙ্গলার্থে ঠিকমত চলে এবং যে বিপথে গমন করে সে শুধু তাহার আত্মার ক্ষতির জন্য বিপথে চলে; এবং আমি তোমাদের উপরে কোন প্রহরি নই।

একাদশ অধ্যায়

ছুরা হুদ

৬। পৃথিবীতে এমন কোন জীব নাই যাহার জীবিকা খোদার উপর নির্ভর করে না এবং তিনি তাহার বাসস্থান এবং বিশ্রামাগার (১) অবগত আছেন; সমস্ত জিনিষ প্রকাশ্য পুস্তকে (লিপিবদ্ধ আছে)।

৫৭। ······নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত দ্রব্যের রক্ষক।

১০৫। সেই দিন যখন আসিবে তখন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মাই কিছু বলিতে পারিবে না। অতঃপর তাহাদের মধ্যে কেহ দুঃখী এবং কেহ সুখী হইবে। ১০৬।অনন্তর যাহারা দুঃখী তাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে; তাহাদের জন্য তন্মধ্যে শুধু দীর্ঘশ্বাস ও হাহুতাশ থাকিবে ১০৭। যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকিবে ততদিন তথায় তাহারা বসবাস করিবে, তবে যদি তোমার প্রভু সন্তুষ্ট হয়েন; নিশ্চয়ই তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন, তাহারই শ্রেষ্ঠ সম্পাদক।

১১১। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু প্রত্যেককে তাহার কার্য্যের যথা-যোগ্য পুরস্কার প্রদান করিবেন। তাহারা যাহা করে তাহা তিনি বিশেষভাবে অবগত আছেন।

১২৩। সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুহ্য দ্রব্য খোদার। তাঁহারই নিকট সমস্ত জিনিষ প্রত্যাগমন করে। অতএব তাঁহারই এবাদত কর ও তাঁহারই প্রতি নির্ভর কর। আমার প্রভু তোমার কার্য্যসমূহের প্রতি অমনোযোগী নহেন।

---

(১) অর্থাৎ জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান।

দ্বাদশ অধ্যায়

ছুরা ইউছুফ (আঃ)

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৫২। ……খোদা কখনও অনিষ্টকারীদের দুরভিসন্ধি পরিচালিত করেন না।

৫৩। ………নিশ্চয়ই মানুষের আত্মা সতত পাপকার্য্য করিতে আদেশ করে, তবে যাহাদের প্রতি আমার প্রভু সদয় হইয়াছেন (তাহাদের আত্মাব্যতীত); নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৮৭। ……আল্লার রহমতে নিরাশ হইও না। অবিশ্বাসীগণ ব্যতীত কেহই তাহার দয়ায় হতাশ হয় না।

১০১। ……আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা! তুমিই আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক। আমাকে মুছলিম হইয়া মরিতে দাও; এবং ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ছুরা আর-রদ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬। ......মানুষের পাপ থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় কিন্তু নিশ্চয়ই খোদা শাস্তিতে অত্যন্ত কঠোর !

১১। ......নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্য্যন্ত সে জাতি স্বয়ং তাহার পরিবর্তন সাধন না করে।.........

১৩। বজ্র তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার মহিমা কীর্তন করে এবং ফেরেশতাগণও তাঁহার ভয়ে তাঁহার গুণগান করে; এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তদ্বারা আঘাত করেন তথাপি তাহারা তাহার সম্বন্ধে তর্ক করে এবং তিনি অসীম শক্তিশালী। ১৪। তাঁহাকেই অন্তরের সহিত আহ্বান করিতে হইবে।... ..... অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা শুধু ব্যর্থ হইয়াছে। ১৫। আছমানে ও জমিনে যাহা কিছু আছে সকলেই স্বেচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক খোদার ছেজদা করে; এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার ছেজদা করে। ১৬ বল, আল্লাহ সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টিকর্তা; তিনিই একমাত্র খোদা, সর্ব্বশক্তিমান।

১৮। যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের বাণী গ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরই কল্যাণ।......

২২। যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভ করিতে ধৈর্য্যশীল হয় ও নামাজ প্রতিপালন করে ও যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে গুপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে ব্যয় করে এবং সৎকার্য্যদ্বারা অসৎকার্য্যগুলিকে দূর করে তাহাদেরই জন্য পরকালের ভবন।

২৬। খোদা যাহাকে ইচ্ছা তাহার জীবিকা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করেন।......

২৮। যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের আত্মা খোদার জেকেরে (আরাধনায়) সন্তুষ্ট থাকে ; নিশ্চয় খোদার আরাধনায়ই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে। ২৯। যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে তাহাদেরই উৎকৃষ্ট পরিনাম ও উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন।

৩৬। বল, আমি শুধু এই মাত্র আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি আমার প্রভুর বন্দেগী করিব ও তাঁহার সঙ্গে কাহারও শরিক স্থাপন করিব না। তাঁহারই দিকে আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন।

৪১। খোদা আদেশ করেন এবং কেহই তাহার আদেশে বাধা দিতে পারে না ; এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে সত্বর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ছুরা ইব্রাহিম

. পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। এই গ্রন্থ আমরা তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবগণকে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতি অনুসারে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে, শক্তিশালী ও প্রশংসা ভাজন খোদার পথে, আনয়ন কবিতে পার। ৪। আমরা এমন কোন রছুল পাঠাই নাই যাহাকে তাঁহার জাতীয় ভাষা দান করি নাই এজন্য যে তিনি তাহাদের সহিত স্পষ্টভাবে আলোচনা করিতে পারেন (১)।

৭। ....যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয় আমি তোমা-দিগকে পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি নিশ্চয়ই কঠোর।

১২। আমাদের কি কৈফিয়ৎ আছে যে আমরা আল্লার প্রতি নির্ভর করিব না এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে আমাদের পথ প্রদর্শন করিয়া-ছেন? এবং আমরা নিশ্চয়ই ধৈর্য্যের সহিত তোমাদের অত্যাচার সহ্য করিব এবং নির্ভরশীলগণ অনন্তর আল্লার প্রতি নির্ভর করিবে।

১৭। সে (অশ্বাসী দোজখী) ইহা (দুষিত পানি) অল্প অল্প করিয়া পান করিবে কিন্তু ঘৃণাবশতঃ গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না; এবং চতুর্দ্দিক হইতে মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করিবে কিন্তু সে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে না; এবং তাহার সম্মুখে থাকিবে এক ভয়ঙ্কর শাস্তি।

(১) এই আয়েত দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে যুগে যুগে মানবগণকে হেদায়েত করিবার জন্য প্রত্যেক জাতির নিকট তাহাদের জন্য তত্ত্ববাহক প্রেরিত হইয়াছিলেন। একমাত্র ইছলামই সকল জাতির ও সকল দেশের প্রেরিত পুরুষদের প্রতি আস্থাস্থাপন করিতে বলে।

১৮। তাহাদের কার্য্য ঝড়ের দিনে বাত্যাহত ভস্ম সদৃশ তাহাদের কার্য্য দ্বারা তাহারা কোন প্রকার লাভবান হইতে পারিবে না।

২১। (সেই দিবস) সমস্ত মানব জাতি খোদার সম্মুখে উপস্থিত হইবে; দুর্ব্বলগণ অহঙ্কারীদিগকে বলিবে, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম অতএব তোমরা এক্ষণে কি খোদার শাস্তির কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দিবে না?" তাহারা বলিবে, "যদি খোদা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতাম। এখন ইহা আমাদের পক্ষে সমান, আমরা অধীর হই অথবা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করি, আমাদের পলায়নের স্থান নাই।" ২২। বিচার শেষ হইবার পর শয়তান বলিবে, "নিশ্চয়ই খোদা তোমাদিগের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; আমিও তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহা পালন করিতে পারি নাই। তোমাদের উপর আমার বাস্তবিক কোন শক্তি ছিল না, শুধু আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম, অনন্তর তোমরা আমার জন্য তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে; অতএব আমাকে দোষ দিও না। তোমাদিগকে দোষ দাও। (এক্ষণে) আমিও তোমাদের সাহায্য করিতে পারি না এবং তোমরাও আমার সাহায্যকারী হইতে পার না। তোমরা যাহার সহিত আমার শরিক করিয়াছিলে পূর্ব্ব হইতেই আমি তাহাতে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিয়াছিলাম।" নিশ্চয় অসৎকর্ম্মীগণের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে।

২৪। তুমি কি দেখনা আল্লাহ কিরূপে একটি সৎবাক্যের সহিত একটি উত্তম বৃক্ষের তুলনা করেন যাহার শিখর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ও শাখা প্রশাখা আকাশে উত্থিত হইয়াছে? ২৫। ইহা সমস্ত ঋতুতে স্বীয় প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী সুফল প্রদান করিয়া থাকে। খোদা মানুষের জন্য এই সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যাহাতে তাহারা চিন্তা করে। ২৬। এবং কুবাক্যের তুলনা একটি অসৎবৃক্ষের সহিত, মৃত্তিকা হইতে যাহাকে উত্তোলন করা হইয়াছে ও যাহার বাঁচিবার শক্তি নাই।

৩৪ : তোমরা যাহা কিছু তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর সমস্তই তিনি তোমাদিগকে দান করেন ; এবং যদি তোমরা খোদার অনুগ্রহগুলি গণনা কর তবে কখনও তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অত্যাচারী এবং অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

৩৮। হে আমাদের প্রভো, যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা প্রকাশ করি তাহা সবই তুমি জান। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহা খোদার অজ্ঞাত। ৪১। হে আমাদের প্রভো ! হিসাব গ্রহণ দিবসে আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মোমেনদিগকে ক্ষমা কর।

৪২। অসৎব্যক্তিগণ যাহা করে তৎসম্বন্ধে খোদাকে অমনোযোগী মনে করিওনা : তিনি শুধু তাহাদিগকে সেই দিন পর্য্যন্ত মুক্তি দেন যে দিন চক্ষু উন্মীলিত ৪৩। এবং মস্তক উন্নত করিয়া তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইবে; তাহাদের চক্ষুর পলক পড়িবে না এবং হৃদয় ফাঁকা হইবে। ৪৮। যেদিন পৃথিবী একটি ভিন্ন পৃথিবীতে এবং আকাশও (ভিন্ন আকাশে) পরিবর্ত্তিত হইবে এবং তাহারা একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লার নিকট উপস্থিত হইবে, ৪৯। সেদিন তুমি পাপীগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একত্র দেখিবে। ৫০। তাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের জামা থাকিবে এবং অগ্নি তাহাদের মুখ আবৃত করিবে, ৫১। যাহাতে প্রত্যেক আত্মা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে খোদা তাহা প্রতিদিন করিতে পারেন ; নিশ্চয় খোদা হিসাব গ্রহণে সত্বর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ছুরা আল-হেজর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় আমরাই এই সতর্কীকরন গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন-শরিফ) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার রক্ষক (১)।

৪৫। পুণ্যাত্মাগণ উদ্যান ও উৎসগুলি মধ্যে অবস্থান করিবে। ৪৬।
"শান্তি ও নিরাপদে তন্মধ্যে প্রবেশ কর।" ৪৭। এবং আমরা
তাহাদের অন্তরের যাবতীয় গ্লানি দূর করিব এবং পরস্পর ভ্রাতার মত
তাহারা মুখোমুখি হইয়া উন্নত পর্যঙ্কে উপবেশন করিবে। ৪৮। তথায়
ক্লান্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না এবং কখনও তথা হইতে তাহারা
বহিষ্কৃত হইবে না (২)।

৯৮। ....তোমার প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন কর এবং ছেজদা-
কারীদের অন্তঃর্ভূক্ত হও; ৯৯। এবং তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত
তোমার প্রভুর বন্দেগী কর।

---

(১) কোরআন শরিফ যে বাস্তবিকই খোদা তায়ালার প্রত্যাদেশ এবং তিনিই যে ইহার রক্ষক তাহা এই আয়েত দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তেরশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার একটি শব্দ বা অক্ষরের পরিবর্তন হয় নাই। পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থই এরূপ সম্মান লাভ করে নাই এবং এরূপ নির্ভিক ও সত্য দাবী করিতে সমর্থ হয় নাই। কোরআনের এই নির্ভিক বাণী সার উইলিয়ম মুয়রের মত বিরুদ্ধবাদী লেখকও স্পষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ পৃথিবীতে অন্য এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা ১,২০০ বারশত বৎসর তাহার মূল ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও অক্ষত রাখিয়াছে।"

(২) ইহাই মুছলিম বেহেশতের স্বরূপ। সেখানে কোন প্রকারের পাপ, প্রলোভন বা বিবাদ, বিসম্বাদ অথবা বিপদের আশঙ্কা নাই। তথায় শুধু পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

ষোড়শ অধ্যায়

ছুরা আন-নাহল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪। মানুষকে তিনি ক্ষুদ্র জীবানু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু সে বৃথা তার্কিক।

৭। ………নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মঙ্গলময় ও দয়ালু।

২২। তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ; এবং যাহারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাহাদের অন্তঃকরণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন এবং তাহারা গর্ব্বিত। ২৩। নিশ্চয়ই খোদা অবগত আছেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে এবং তিনি অহঙ্কারীকে ভাল বাসেন না।

৩৬। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন রছুল উত্থিত করিয়াছি; তিনি তোমাদিগকে খোদার এবাদত করিতে এবং শয়তানকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন; অনন্তর তন্মধ্যে কতকগুলিকে খোদা হেদায়েত করিয়াছেন এবং কতকগুলি পথভ্রান্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে; অতএব পৃথিবী মধ্যে বিচরণ কর এবং মিথ্যাবাদীদিগের পরিনাম দর্শন কর

৫১। ……আল্লাহ বলিয়াছেন, দুই উপাস্য গ্রহণ করিওনা, তিনি শুধু একমাত্র খোদা; অতএব শুধু আমাকেই তোমরা ভয় করিবে। ৫২। এবং আকাশ ও পৃথিবী মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার এবং তাঁহাকেই শুধু এবাদত করিবে; অনন্তর তোমরা কি খোদা ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে? ৫৩। তোমাদের উপর যাহা কিছু অনুগ্রহ করা হয় সমস্তই খোদার নিকট হইতে; এবং যখন দুঃখ তোমা-

দিগকে কষ্ট দেয় তখন তাঁহারই নিকট তোমরা সাহায্যের জন্য ক্রন্দন কর, ৫৪। তথাপি যখন তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করেন তোমাদের মধ্য হইতে একদল লোক তাহাদের প্রতিপালকের সহিত অংশীদার স্থাপন করে, ৫৫। যাহাতে আমরা তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তজ্জন্য তাহারা অকৃতজ্ঞ হইতে পারে। অতএব ক্ষণিক সুখভোগ কর শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে।

৬১। যদি আল্লাহ মানবের অসৎকার্য্যের জন্য শাস্তি দিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহই বাঁচিয়া থাকিত না; কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবসর দেন এবং যখন তাহাদের সময় উপস্থিত হয় তাহারা একঘণ্টা বিলম্ব করিতে বা অগ্রগামী হইতে পারিবে না।

৭৪। খোদার উপমা স্থির করিওনা। নিশ্চয়ই খোদা অবগত আছেন এবং তোমরা জান না। ৭৭। এবং আল্লারই আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুহ্য পদার্থ; এবং রোজ কেয়ামত শুধু চক্ষুর পলক সদৃশ অথবা তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। নিশ্চয়ই খোদা সমস্ত দ্রব্যের উপর শক্তিশালী। ৭৮। এবং খোদা তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত করিয়াছেন—তোমরা কিছুই জানিতে না—এবং তিনি তোমাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ দান করিয়াছেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার। ৭৯। তাহারা কি দেখিতে পায় না যে পক্ষীগুলি মধ্য আকাশে বদ্ধ থাকে? খোদা ব্যতীত কেহই তাহাদিগকে বাধা দেয় না; নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ৮১। এবং আল্লাহ তোমাদের এবং যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জন্য আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং পর্ব্বত সমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্জ্জন বাসস্থান দিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বস্ত্র দান করিয়াছেন এবং যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ম্ম দান

করিয়াছেন এইরূপেই তিনি তোমাদের উপর তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যে সম্ভবতঃ তাহারা বাধ্য হইবে।

৯০। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচার, পরোপকার ও আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য দান করিতে আদেশ করেন এবং অশ্লীলতা, কুকার্য্য ও বিদ্রোহ করিতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন সম্ভবতঃ তোমরা মনোযোগী হইবে।

৯৬। তোমার সহিত যাহা আছে সবই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যাহা আল্লার সহিত তাহা অবিনশ্বর।

১১৯। যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ কোন অসৎকার্য্য করিয়াছে, অনন্তর অনুতাপ করিয়াছে এবং সংশোধন করিয়াছে নিশ্চয়ই পরিণামে তোমার প্রভু তাহাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু হইবেন।

১২৫। যুক্তি ও সদয় বাক্য দ্বারা তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর, অত্যন্ত সদয় ভাবে অবিশ্বাসীদের সহিত তর্ক কর; তোমার প্রভু উত্তমরূপেই অবগত আছেন কাহারা বিপথে চলে এবং কাহারা সত্যপথ অনুসরণ করে।

১২৭। ধৈর্য্যশীল হও ও খোদা ব্যতীত তুমি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারনা। তাহাদের জন্য দুঃখিত হইওনা এবং তাহারা যে অভিসন্ধি করে তজ্জন্য কষ্ট বোধ করিওনা। ১২৮। খোদা তাহাদেরই সাথী যাহারা তাঁহাকে ভয় করে ও সৎকার্য্য করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ছুরা বনি-ইছরাইল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৯। নিশ্চয় এই কোরআন শরিফ সত্যপথের দিকে চালিত করে।

১৩। আমরা প্রত্যেক লোকের কার্য্য তাহার গ্রীবার সহিত আবদ্ধ করিয়াছি এবং রোজ কেয়ামতে আমরা তাহার নিকট একটি পুস্তক আনয়ন করিব যাহা সে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে। ১৪। তোমার পুস্তক পাঠ কর; আজকার দিনে তোমার নিজের আত্মাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী।

২৩। তোমাদের প্রভু আদেশ করিয়াছেন যে তোমরা তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিবে না ও পিতা মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ অথবা উভয়েই যদি বৃদ্ধ হইয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগকে তাচ্ছিল্য অথবা ভৎর্সনা করিওনা এবং তাঁহাদের উভয়ের সহিত সম্মান সহকারে কথা বলিবে। ২৪। এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁহাদের প্রতি সদয় হও ও বল, "হে প্রভো! তাঁহাদিগের প্রতি করুণা কর যেহেতু তাঁহারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করিয়াছিলেন।" ২৫। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তোমাদের প্রভু তাহা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন; যদি তোমরা ন্যায় পরায়ণ হও তবে সর্ব্বদা যাহারা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা করেন।

২৬। ....বাহুল্য ব্যয় করিওনা। ২৭। নিশ্চয়ই অমিত-ব্যয়ীগণ শয়তানের ভ্রাতা এবং শয়তান তাহার প্রভুর নিকট অকৃতজ্ঞ ছিল।

৩২। ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইওনা। নিশ্চয়ই ইহা গর্হিত কার্য্য ও অসৎপথ।

৩৫। যখন ওজন কর, পূর্ণ ওজন কর, এবং ন্যায্য মাপ দাও। ইহাই পরিণামে সুন্দর ও উত্তম। ৩৬। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তাহার অনুসরণ করিওনা কারণ তোমার কর্ণ, চক্ষু এবং আত্মা সকলকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ৩৭। পৃথিবীপরে গর্ব্বভরে চলিওনা, কারণ তুমি তাহা বিদীর্ণ করিতে অথবা পর্ব্বত সদৃশ উচ্চতা লাভ করিতে পারিবে না; ৩৮। এ সমস্তই খারাপ এবং খোদার অপ্রিয়।

৫৩। আমার বান্দাগণকে সদয় বাক্য ব্যবহার করিতে আদেশ কর।

৭০। নিশ্চয়ই আমরা মানব সন্তানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।

৭২। যে ব্যক্তি এ জগতে অন্ধ, পরকালে ও সে অন্ধ থাকিবে; আরো পথ ভ্রান্ত হইবে (১)।

৭৮। সূর্য্যাস্ত হইতে রজনীর অন্ধকার পর্য্যন্ত নামাজ প্রতিপালন কর এবং প্রাভাতিক উপাসনা (পালন কর); নিশ্চয়ই প্রাভাতিক উপাসনা দৃষ্ট হয়। ৭৯। এবং রজনীর কতক সময়ে (নিদ্রা পরিত্যাগ কর এবং) তাহাজ্জাদ (২) পাঠ কর, ইহা কর্ত্তব্যের বাহিরে; সম্ভবতঃ তোমার প্রতিপালক তোমাকে মহিমান্বিত অবস্থায় উন্নত করিবেন। ৮০। এবং বল হে আমার প্রভো আমাকে উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে দাও এবং উত্তমরূপে বহির্গত হইতে দাও এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে শক্তিশালী সাহায্য দান কর। ৮১। বল, সত্য আসিয়াছে ও মিথ্যা লুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা লুপ্ত হয়। ৮২। আমরা এই কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ইহা বিশ্বাসীদের জন্য শান্তি প্রলেপ ও দয়া কিন্তু ইহা জালেমদিগের ধ্বংশ ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিবেনা।

(১) আধ্যাত্মিক অন্ধতা।
(২) গভীর রজনীর অতিরিক্ত উপাসনা বিশেষ।

৮৩। যখন আমরা মানুষকে অনুগৃহীত করি তখন সে ফিরিয়া দাঁড়ায় ও গর্ব্বিত হয়; এবং যখন দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে, সে হতাশ হয়। ৮৪। বল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করে কিন্তু কে সত্যপথে চালিত হইয়াছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন।

১০৫। এবং সত্যের সহিত ইহা আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি এবং সত্যের সহিত ইহা উপস্থিত হইয়াছিল; এবং আমরা তোমাকে শুধু একজন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। ১০৭। বল, ইহাতে বিশ্বাস কর অথবা না কর; যাহাদিগকে ইতি পূর্ব্বে অবগত করান হইয়াছে তাহাদের নিকট যখন ইহা আবৃত্ত হয় তখন বিনীতভাবে তাহারা ছেজদা করিতে থাকে; ১০৮। এবং বলে, আমাদের প্রভুর মহিমা বিঘোষিত হোক, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। ১০৯। এবং তাহারা নতশিরে কাঁদিতে থাকে এবং ইহা তাহাদের বিনয় বর্দ্ধিত করে।

১১০। বল, 'আল্লাহ' অথবা 'রহমান' (দাতা ও দয়ালু) যে নামেই তাঁহাকে আহ্বান করনা কেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাম আছে; অনন্তর অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে অথবা মৃদুভাবে নামাজ পড়িওনা; এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ অনুসন্ধান কর। ১১১। এবং বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং যাঁহার রাজ্যে কোন শরিক নাই এবং অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে যাহার কোন বন্ধু নাই এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছুরা আল-কাহাফ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২৪। "খোদা যদি ইচ্ছা করেন" ইহা না বলিয়া কোন কাজ সম্বন্ধে তুমি বলিওনা যে নিশ্চয়ই কল্য আমি উহা সমাধা করিব; এবং যখন তুমি ভুলিয়াগিয়াছ তখন খোদাকে স্মরণ কর।.........

৪৪। এইখানে আল্লার নিকটেই একমাত্র আশ্রয়, তিনিই সত্য; তিনিই উত্তম পুরস্কারদাতা ও উত্তম শাস্তিদাতা।

৪৬। ধন সম্পত্তি ও সন্তান সন্ততি শুধু এই পার্থিব জীবনের শোভা; এবং চিরস্থায়ী সৎকার্য্যগুলি তোমার প্রভুর নিকট পুরস্কারে ও আশায় উৎকৃষ্টতর।

১০২। কি, অবিশ্বাসীগণ কি মনে করে যে তাহারা আমাকে ব্যতীত আমার বান্দাগণকে তাহাদের অভিভাবক স্বরূপ গ্রহণ করিবে? নিশ্চয় অবিশ্বাসীদের আতিথ্যের জন্য আমরা জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছি।
১০৩। আমরা কি তোমাদিগকে বৃহত্তম ক্ষতি গ্রস্তদিগের সংবাদ প্রদান
করিব? ১০৪। ইহাদেরই চেষ্টা এই পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে; তথাপি
তাহারা মনে করে যে তাহারা যাহা কিছু করে তাহাই সুন্দর। ১০৫।
ইহারাই খোদার নিদর্শনগুলির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে ও তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে বিশ্বাস করেনা। অতএব তাহাদের কার্য্য ব্যর্থ হইয়াছে এবং কেয়ামতের দিনে আমরা তাহাদের কার্য্যের গুরুত্ব নির্দ্ধারিণ করিব না। জাহান্নামই তাহাদের যোগ্য পুরস্কার, যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল এবং আমার নিদর্শনগুলি ও পয়গম্বরদিগকে (তত্ত্ববাহকদিগকে)
উপহাস করিয়াছিল। ১০৭। নিশ্চয়ই যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎ-

কার্য্য সম্পাদন করে, বেহেশতের কানন কলাপ তাহাদের আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ১০৮। অনন্তকাল তথায় তাহারা অবস্থান করিবে এবং কখনও তথা হইতে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করিবে না। ১০৯। বল, যদি আমার প্রভুর বাণী লিপিবদ্ধ করিতে সমুদ্র মসী হয় তবে আমার প্রভুর বাণী নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইবে, যদিও উহার সহিত তত্তুল্য অন্য একটি সমুদ্র সংযোগ করি। ১১০। বল, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, শুধু আমার নিকট ইহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে তোমাদের একই মাত্র প্রভু। অনন্তর যে কেহ তাহার প্রভুর সাক্ষাৎলাভ আশা করে সে যেন সৎকার্য্য করে ও তাহার প্রভুর এবাদতে অন্য কাহাকেও শরিক না করে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ছুরা মরিয়ম

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। ক্বাফ, হে, ইয়া, আয়েন, ছ্বাদ *। ২। তাঁহার সেবক (হজরত) জাকারিয়ার (আঃ) প্রতি তোমার প্রভুর দয়ার উল্লেখ, ৩। যখন তিনি স্বীয় প্রতিপালককে মৃদুস্বরে আহ্বান করিলেন। ৪। তিনি বলিলেন, "হে প্রভো! আমার অস্থিগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং আমার মস্তক বার্দ্ধক্যের শ্বেত শোভায় শোভিত হইয়াছে এবং হে প্রভো, তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া কখনও আমি অকৃতকার্য্য হই নাই। ৫। আমার (মৃত্যুর) পর আমি আমার জ্ঞাতিদের আশঙ্কা করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; অতএব তোমার নিকট হইতে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী মঞ্জুর কর, যে আমার ও ইয়াকুবের (আঃ) বংশধরগণের ওয়ারেছ (উত্তরাধিকারী) হইবে এবং তাহাকে হে প্রভো, তোমার মনোনীত কর।" ৭। হে জাকারিয়া (আঃ), আমরা তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দান করি, যাঁহার নাম ইয়াহিয়া (আঃ)। এই নাম ইতিপূর্ব্বে আমরা অন্য কাহাকে দান করি নাই। ৮। তিনি বলিলেন, "হে প্রভো কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি।" ৯। তিনি বলিলেন "এইরূপেই হইবে; তোমার প্রতিপালক বলেন, 'আমার নিকট ইহা

---

* মওলানা মোহাম্মদ আলির মতে উপরোক্ত অক্ষর গুলির দ্বারা 'উপযুক্ত', 'পরিচালক' 'আশীর্ব্বাদিত', 'জ্ঞানী', ও 'সত্যবাদী খোদা' ইহাই বুঝা যাইতেছে। এখানে 'ক্বাফ' দ্বারা 'কাফি', (উপযুক্ত), 'হে' দ্বারা 'হাদি' (পরিচালক), 'ইয়া' দ্বারা 'ইয়ামিন' (আশীর্ব্বাদিত), 'আয়েন' দ্বারা 'আলেম' (জ্ঞানী) এবং ছ্বাদ দ্বারা 'ছাদেক' (সত্যবাদী) বুঝাইতেছে। মওলানা মোহাম্মদ আলির Translation of the Holy Quran without Arabic Text p. 308, footnote 2. দ্রষ্টব্য। অনুবাদক।

অতি সহজ এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম যখন তুমি কিছুই ছিলেনা।" ১০। তিনি বলিলেন, "হে প্রভো! আমাকে একটি নিদর্শন দান কর।" তিনি বলিলেন, "এই তোমার নিদর্শন যে তুমি তিন রজনী লোকের সহিত কথা বলিবে না।" ১১। অতএব তিনি তাহার উপাসনাস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে অবগত করাইলেন যে তাহারা প্রত্যুষে ও সায়াহ্নে আল্লার গুণগাণ করিবে।

১২। হে ইয়াহিয়া (আঃ) দৃঢ়ভাবে গ্রন্থ গ্রহণ কর।—এবং আমরা তাঁহাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করিলাম। ১৩। এবং আমাদের নিকট হইতেই দয়া ও পবিত্রতা দান করিলাম; এবং তিনি ছিলেন পর-হেজগার (ধর্ম্মভীরু); ১৪। এবং তিনি পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ন ছিলেন এবং কখনও অহঙ্কারী ও অবাধ্য ছিলেন না। ১৫। এবং তাঁহার প্রতি ছালাম, যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও যে দিন তিনি পরলোক গমন করেন এবং যে দিন তিনি পুনর্জ্জীবিত হইবেন।

১৬। এবং গ্রন্থ মধ্য হইতে হজরত মরিয়মের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তাঁহার পরিজনগণ হইতে পূর্ব্বদিকে চলিয়া আসিলেন। ১৭। অতঃপর তিনি আপনাকে তাহাদিগের আড়াল করিলেন; অনন্তর আমরা তাঁহার নিকট আমাদের আত্মা প্রেরণ করিলাম এবং তাঁহার নিকট একজন সুস্থ সুপুরুষ উপস্থিত হইলেন। ১৮। তিনি (মরিয়ম আঃ) বলিলেন, "আমি তোমার বিরুদ্ধে দয়ালু খোদার আশ্রয় গ্রহণ করি। যদি তুমি তাঁহাকে ভয় কর (তবে আমার নিকট হইতে দূর হও)।" ১৯। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার প্রতিপালকের একজন সংবাদ বাহক মাত্র—আমি তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিব।" ২০। তিনি বলিলেন, "কিরূপে আমার পুত্র হইবে কোন পুরুষ এপর্য্যন্ত আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি অসতী নহি।" ২১। তিনি বলিলেন,

"এইরূপে তোমার প্রভু বলেন, আমার নিকট ইহা সহজ; এবং আমরা তাহাকে মানুষের নিকট একটি নিদর্শন এবং আমাদের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিব। ইহা পূর্ব্ব হইতে স্থিরিকৃত হইয়াছে" ২২। এবং তিনি তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিলেন অতঃপর তাঁহাকে লইয়া একটি দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলেন। ২৩। অনন্তর প্রসববেদনা তাঁহাকে একটী খর্জ্জুরবৃক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিল। তিনি বলিলেন "হায়, এ (যন্ত্রনা) ভোগ করিবার পূর্ব্বে যদি আমি প্রাণত্যাগ করিতাম ও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।" ২৪। অনন্তর তাঁহার (পায়ের) তলা হইতে তাঁহাকে একজন বলিল, "দুঃখ করিওনা, তোমার প্রভু তোমার সন্নিকটে একটি স্রোতস্বিনা প্রবাহিত করিয়াছেন। ২৫। এবং খেজুর গাছে কাণ্ডের দিক ঝাঁকানি দাও। উহা তোমাকে টাট্কা ও পক্ক খেজুর প্রদান করিবে। অতঃপর আহার ও পান কর এবং তোমার নয়ন শান্ত কর; এবং যদি তুমি কোন মানুষ দেখ, বল আমি দয়ালু খোদার শপথ করিয়াছি আজ আমি কাহারও সহিত কথা বলিব না।" ২৭। এবং তিনি তাঁহাকে লইয়া স্বীয় প্রতিবেশীদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিল, "হে মরিয়ম! তুমি একটি আশ্চর্য্য জিনিষ আনিয়াছ? হে হারুণের ভগিনী! (১) তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিলেন না এবং তোমার মাতাও অসতী ছিলেন না?" ২৯। কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা বলিল, "আমরা কিরূপে এই নবজাত শিশুর সহিত কথা বলিব?" ৩০। তিনি বলিলেন, "আমি আল্লাহ তায়ালার ভৃত্য। তিনি আমাকে একখানি গ্রন্থ দান করিয়াছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করিয়াছেন; ৩১। এবং আমাকে সর্ব্বত্র আশীর্ব্বাদিত করিয়াছেন এবং আমার জীবিত কাল পর্য্যন্ত আমাকে নামাজ প্রতিপালন করিতে ও জাকাত দান করিতে, ৩২। ও

---

(১) প্রকৃত পক্ষে মরিয়ম হারুণের ভগিনী ছিলেন না। তবে 'হারুণের ভগিনী' বলা হইয়াছে হয়ত এজন্য যে তাঁহারা এক বংশোদ্ভূত ছিলেন।

মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে আদেশ দিয়াছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী এবং অভিশপ্ত করেন নাই। ৩৩। আমার প্রতি ছালাম যে দিন আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছি যেদিন আমি প্রাণত্যাগ করিব এবং যেদিন আমি পুনর্জ্জীবিত হইব। ৩৪। ইনিই হজরত মরিয়মের পুত্র হজরত ইছা এবং এই সত্য কথা সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ করে। ৩৫। ইহা খোদার উপযুক্ত নয় যে তিনি তাঁহার জন্য একটি পুত্র গ্রহণ করিবেন; তাঁহারই পবিত্রতা বিঘোষিত হোক। যখন তিনি কোন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তিনি শুধু বলেন "হও" এবং তাহা হয়। ৩৬। নিশ্চয় আল্লাই আমার ও তোমাদের প্রভু, অতএব তাঁহারই বন্দেগি কর; ইহাই সত্য পথ। ৩৭। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিরোধ করিল। আক্ষেপ তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর দিনের উপস্থিতির জন্য, যাহারা অস্বীকার করে। ৩৮। যেদিন তাহারা আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে সেদিন কি সুন্দর ভাবে তাহারা শুনিতে এবং দেখিতে পাইবে! কিন্তু অসৎকর্ম্মাগণ নিশ্চয়ই আজ প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ৩৯। যেদিন সমস্ত বিষয়ের চরম মীমাংসা হইবে, সেই দিনের গভীর পরিতাপ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক কর; এবং তাহারা এখন অমনোযোগী এবং বিশ্বাস করে না। ৪০। নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবী ও তদুপরি যাহা কিছু আছে সকলেরই উত্তরাধিকারী এবং আমাদের নিকটেই তাহারা প্রত্যাগমন করিবে।

৪১। এবং গ্রন্থমধ্য হইতে হজরত ইব্রাহিমকে স্মরণ কর; তিনি একজন সত্য পয়গম্বর ছিলেন। ৪২। তিনি যখন তাঁহার পিতাকে বলিলেন "হে বাবা! কেন তুমি তাহার উপাসনা কর যাহা কিছুই শুনিতে অথবা দেখিতে পায় না এবং তোমার কোনই সাহায্য করিতে পারে না? ৪৩ হে বাবা! নিশ্চয়ই আমার নিকট সত্য জ্ঞান আসিয়াছে (অর্থাৎ

আমি সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি) যাহা তোমার নিকট আসে নাই; অতএব আমার অনুসরণ কর আমি তোমাকে সত্য পথে পরিচালিত করিব। ৪৪। হে বাবা! শয়তানের অনুসরণ করিও না কারণ সে দয়ালু খোদার অবাধ্য ছিল। ৪৫। হে বাবা! আমি ভয় করি যে দয়ালু খোদার শাস্তি তোমায় স্পর্শ করিবে এবং অনন্তর তুমি শয়তানের বন্ধু হইবে।" ৪৬। সে বলিল, "ইব্রাহিম! তুমি কি আমার দেবতাদিগকে ঘৃণা কর? যদি তুমি বিরত না হও তবে নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিব। অতএব কিছুক্ষণের জন্য আমাকে পরিত্যাগ কর।" ৪৭। তিনি বলিলেন, "তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব; তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। ৪৮। আমি, তোমাদিগকে ও খোদা ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিব এবং আমি আমার খোদাকে আহ্বান করিব; সম্ভবতঃ আমি আমার প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হইবনা। ৪৯। অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে এবং খোদা ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে পূজা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, আমরা তাঁহাকে ইছহাক ও ইয়াকুব (পুত্র ও পৌত্র) দান করিলাম এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে পয়গম্বর করিলাম। ৫০। এবং তাঁহাদের প্রতি আমরা দয়া বর্ষণ করিলাম এবং তাঁহাদের জন্য উন্নত সত্য রসনা দান করিলাম (অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসিত করিলাম)।

৫১। এবং গ্রন্থমধ্য হইতে হজরত মুছাকে (আঃ) স্মরণ কর; তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ ও নবী ছিলেন। ৫২। এবং আমরা তাঁহাকে সিনাই পর্ব্বতের পবিত্র পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিলাম এবং কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে আমার নিকট আনিলাম। ৫৩। এবং আমরা দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা হারুণকে পয়গম্বর করিলাম। ৫৪। এবং গ্রন্থমধ্য

হইতে হজরত ইছমাইলকে স্মরণ কর ; তিনি প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসী এবং একজন রছুল ও নবী ছিলেন। ৫৫। এবং তিনি তাঁহার পরিজনবর্গকে নামাজ পালন ও জাকাত দান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ৫৬। এবং গ্রন্থমধ্য হইতে হজরত ইদরিছকে (আঃ) স্মরণ কর ; তিনি একজন সত্যবাদী পয়গম্বর ছিলেন ; ৫৭। এবং আমরা তাহাকে একটি উন্নত স্থানে উন্নত করিলাম। ৫৮। আদম সন্তানগণ, এবং হজরত নুহের সহিত যাহাদিগকে আমরা (জাহাজে) বহন করিয়াছিলাম এবং ইব্রাহিম ইছরাইল বংশীয় পয়গম্বরগণ এবং যাহাদিগকে আমরা হেদায়েত ও মনোনীত করিয়াছি তাঁহাদের মধ্য হইতে ইঁহাদেরই প্রতি খোদা তাঁহার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যখন দয়ালু খোদার নিদর্শনগুলি তাঁহাদের নিকট পাঠ করা হয় তাঁহারা নত হইয়া ছেজদা করিতে এবং কাঁদিতে থাকেন। ৫৯। কিন্তু তাঁহাদের পর একদল অসৎ লোকের আবির্ভাব হইল ; তাহারা উপাসনাকে নষ্ট করিল এবং কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল ; অতএব নিশ্চয়ই তাহারা দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, ৬০। তবে যাহারা অনুতাপ করে ও বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং কোন প্রকারেই তাহারা অত্যাচারিত হইবে না—৬১। চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহ যাহা দয়ালু খোদা অদৃশ্যে থাকিয়া তাঁহার বান্দাগণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে ; ৬২। তথায় তাহারা কোন বৃথা বাক্য শ্রবণ করিবে না ; শুধু শান্তি ; এবং তথায় তাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহার্য্য প্রাপ্ত হইবে। ৬৩। আমাদের বান্দাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পরহেজগার তাহাকে আমরা এই উদ্যানের উত্তরাধিকারী করিয়াছি। ৬৪। এবং আমরা (ফেরেশ্‌তাগণ) তোমার প্রভুর আদেশ ব্যতীত অবতরণ করিনা এবং আমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সমস্তই আল্লাহ তায়ালার এবং তোমার প্রভু অমনোযোগী নহেন। ৬৫। (তিনিই) আকাশ ও পৃথিবী ও

তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তের প্রতিপালক ; অতএব তাঁহারই এবাদত কর এবং তাঁহারই উপাসনায় ধৈর্য্যশীল হও। তাঁহার সমকক্ষ কেউ আছে তুমি জান ?

৬৬। মানুষ বলে আমি প্রাণত্যাগ করিলে পুনরায় কি নিশ্চয়ই জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে ? ৬৭। মানুষ কি স্মরণ করেনা যে আমরা তাহাকে পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলাম যখন সে কিছুই ছিল না। ৬৮। অতঃপর আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ও শয়তানগণকে একত্র সমবেত করিব এবং দোজখের চতুষ্পার্শ্বে তাহাদিগকে নতজানু অবস্থায় উপস্থিত করিব। ৬৯। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেক দল মধ্য হইতে যে দয়ালু খোদার সর্ব্বাপেক্ষা বিরুদ্ধবাদী ছিল তাহাকে বহির্গত করিব। ৭০। এবং আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি কাহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ৭১। এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে ইহার নিকট উপস্থিত না হইবে। ইহা তোমার প্রভুর অলজ্ঘনীয় আদেশ। ৭২। অনন্তর যাহারা ভয় করে তাহাদিগকে আমরা পরিত্রাণ করিব এবং অসৎকর্ম্মীদিগকে তথায় নতজানু অবস্থায় পরিত্যাগ করিব। ৭৩। এবং আমাদের নিদর্শনগুলি যখন পঠিত হয়, অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে, "দুই দলের মধ্যে কোন দল উৎকৃষ্ট বাসস্থান এবং উৎকৃষ্ট সমাজে অবস্থান করে ?" ৭৪। এবং কত জাতিকে আমরা ধ্বংশ করিয়াছি যাহারা ইহাদের চেয়ে সম্পদে এবং আকৃতিতে উৎকৃষ্টতর ছিল। ৭৫। বল, যে ব্যক্তি ভ্রান্তি মধ্যে অবস্থান করে তাহার জন্য দয়ালু খোদা তাহার জীবিত কাল দীর্ঘ করিবেন, যে পর্য্যন্ত না তাহাদিগকে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, শাস্তি অথবা সময় (রোজ কেয়ামত) তাহারা দেখিতে পায়; অতঃপর তাহারা জানিবে কে অধিকতর দুরাবস্থায় এবং অধিকতর দুর্ব্বল। ৭৬। যাহারা সত্য পথে চলে খোদা তাহাদিগের সৎপথে পরিচালিত হইবার শক্তি বৃদ্ধি করিবেন ; এবং চিরস্থায়ী পুণ্যকার্য্যগুলি উত্তম পুরস্কার ও সুফলসহ

তোমার প্রভুর নিকট অবস্থান করে। ৭৭। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে ব্যক্তি আমাদের নিদর্শনগুলিকে অবিশ্বাস করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমাকে ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান সন্ততি প্রদান করা হইবে ? ৭৯। না, কখনও নয়। সে যাহা বলে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিব এবং তাহার শাস্তির পরিমান দীর্ঘ করিব। ৮০। এবং সে যাহা বলে আমরা তাহার উত্তরাধিকারী হইব; এবং সে আমাদের নিকট একাকী আসিবে। ৮১ তাহারা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে তাহারা তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতে পারে। ৮২। কখনও না, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের পূজা অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের শত্রুতে পরিণত হইবে।

৮৫। সেইদিন ধর্ম্মভীরুদিগকে দয়ালু খোদার সমীপে সম্মানলাভ করিতে একত্র করিব; এবং পাপীদিগকে পিপাসার্ত্ত অবস্থায় দোজখের দিকে তাড়াইয়া দিব। ৮৬। যে ব্যক্তি দয়ালু খোদার সহিত চুক্তি করিয়াছে সে ব্যতীত কেহই সুপারিশ করিতে সমর্থ হইবে না।

৯৩। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দয়ালু খোদার সম্মুখে ভৃত্যের মত উপস্থিত না হইবে। ৯৬। যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে খোদা তাহাদের প্রতি ভালবাসা দান করিবেন।

বিংশ অধ্যায়

ছুরা তা' হা'

.পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৭। যদি তুমি উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তবে নিশ্চয়ই তিনি গোপন কথা জানেন এবং তদপেক্ষা অধিকতর গোপনীয় কথা। ১৪। নিশ্চয়ই, আমি খোদা, আমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই। অতএব. আমাকে উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণ করিবার জন্য নামাজ পড়।

৪২……আমাকে স্মরণ করিতে ভুলিও না।

৮২। নিশ্চয়ই আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল যে তওবা করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে অতঃপর সত্যপথ অনুসরণ করিতে থাকে।

১১৫। বল, হে প্রভো! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। ১২৩। যে আমায় হেদায়েত অনুসরণ করে সে বিপথে যাইবে না এবং দুঃখ ভোগ করিবে না। ১২৪। এবং যে আমাকে স্মরণ করিতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিশ্চয়ই তাহার জন্য কষ্টকর জীবিকা এবং রোজ কেয়ামতে আমরা তাহাকে অন্ধ করিয়া উত্তোলন করিব। ১২৫। সে বলিবে, "হে প্রভো কেন আমাকে অন্ধ করিয়া উত্থিত করিলে, নিশ্চয়ই আমি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলাম।" ১২৬। তিনি বলিবেন "যেহেতু এইরূপে আমাদের নিদর্শন গুলি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলে; অতএব তুমিও আজ এইরূপে বিস্মৃত হইবে। ১২৭। এবং যে সীমাতিক্রম করিয়াছে এবং তাহার প্রভুর নিদর্শনগুলিকে বিশ্বাস করে নাই এইরূপে তাহাকে আমরা পুরস্কৃত করিব। নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি অধিকতর কঠোর ও অধিকতর স্থায়ী হইবে।

১৩০। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তোমরা প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন কর এবং রজনীর কতক সময়ে এবং দিবসের প্রান্তভাগে তাঁহার প্রশংসা কর যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার। ১৩২। তোমার পরিজনকে নামাজ পড়িতে আদেশ কর এবং তাহাতে ধৈর্য্যশীল হও; আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাহিনা এবং তোমাকেই আমরা আহার্য্য দান করি, এবং পুণ্য কার্য্যের পরিনাম উত্তম।

একবিংশ অধ্যায়

ছুরা আল আম্বিয়া

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১৬। আমরা কখনও ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে আকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থকে সৃষ্টি করি নাই। ১৭। যদি আমরা ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতাম তবে আমরা পূর্ব্ব হইতেই তাহা করিতাম। কিছুতেই তাহা আমরা করিবনা। ১৮। আমরা সত্যকে মিথ্যার প্রতি নিক্ষেপ করিব এবং ইহা উহার মস্তক আঘাত করিবে এবং উহা বিলুপ্ত হইবে। ১৯। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণীই তাঁহার; এবং যাহারা তাঁহার নিকট থাকে তাহারা তাঁহাকে এবাদত করিতে গর্ব্বিত অথবা ক্লান্ত হয় না। ২০। তাহারা দিবারাত্রি তাঁহার স্তুতিগান করে এবং তাহারা অলস নহে।

২২। যদি আকাশে কিম্বা পৃথিবীতে খোদা ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর থাকিত তবে নিশ্চয়ই তাহারা বিনষ্ট হইত।

২৫। আমরা তোমার পূর্ব্বে এমন কোন পয়গম্বর পাঠাই নাই যাহাকে ইহা প্রত্যাদেশ করি নাই যে আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই অতএব আমাকে এবাদত কর।

৩৬। প্রত্যেক আত্মা মরণের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং পরীক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাদিগকে ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিব এবং আমাদের নিকটেই তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

৯২। তোমাদের এই সম্প্রদায় শুধু এক সম্প্রদায় (১) এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমার এবাদত কর। ৯৪। অতএব যে

(১) অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী এক সম্প্রদায়ভুক্ত কারণ সমস্ত ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তি খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং সমস্ত পয়গাম্বরগণ সেই একই সত্য সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন।

কেহ সৎকার্য্য করে ও বিশ্বাসী হয় তাহার কার্য্য কখনও অস্বীকৃত হইবে না এবং তাহার জন্য আমরা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি।

৯৮। নিশ্চয় তোমরা, এবং খোদা ব্যতীত যাহা কিছু তোমরা উপাসনা কর তাহারা সমস্তই জাহান্নামের জ্বালানি কাষ্ঠ এবং তোমরা ইহারই নিকটবর্ত্তী হইবে। ১০০। তাহাদের জন্য তথায় থাকিবে বিলাপধ্বনী এবং তথায় তাহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না। ১০১। যাহাদের জন্য আমাদের নিকট হইতে কল্যাণ পৌঁছিয়াছে তাহারা উহা হইতে বহুদূরে থাকিবে। ১০২। তাহারা উহার ক্ষীনতম শব্দও শ্রবন করিবে না এবং তাহারা তাহাদের আত্মার অভিলষিত স্থানে বাস করিবে। ১০৩। সেই ভীষণ ঘটনা তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তোমাদিগকে যে দিবসের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল তাহা এই।

১০৬। যাহারা আমাদের এবাদত করে তাহাদের জন্য ইহাতে সুসংবাদ আছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সুরা আল হজ্জ্ব

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১১। মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যে খোদাকে শুধু এক বিষয়ে এবাদত করে। যদি তাহার কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে সে শান্তিতে থাকে; কিন্তু যদি যাহার জন্য কোন পরীক্ষা উপস্থিত হয় তবে সে ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং ইহকাল পরকালের ক্ষতি সাধন করে ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি। ৩৪। আল্লাই তোমাদের একমাত্র প্রভু অতএব তাঁহারই বাধ্য হইবে; এবং তুমি সেই সমস্ত বিনয়ী ব্যক্তিদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর, ৩৫। যাহাদের অন্তঃকরণ, যখন খোদার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, ভয়ে রোমাঞ্চিত হয় এবং যাহারা সমস্ত অবস্থাতেই দৃঢ়ভাবে ধৈর্য্যশীল হয় এবং নামাজ কায়েম করে এবং আমরা যাহা তাহাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

৪০।......যে খোদাকে সাহায্য করে খোদা তাহাকে সাহায্য করিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ও পরাক্রমশীল।

৬৫।......নিশ্চয়ই খোদা মানবের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।

৭৭। হে বিশ্বাসীগণ! নতশির হও এবং ছেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং যাহাতে তোমাদের উন্নতি হয় তজ্জন্য পরোপকার কর। ৭৮। এবং খোদার পথে তোমার যথাসাধ্য এবং প্রাণপণ চেষ্টা কর; তিনি তোমাদিগকে পছন্দ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কষ্টকর কার্য্যের আদেশ করেন নাই; (ইহা) তোমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহিমের ধর্ম্ম।

তিনি (আল্লাহ) তোমাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী (গ্রন্থে) এবং ইহাতে মুছলিম নামে অভিহিত করিয়াছেন ;...অতএব নামাজ পালন কর ও জাকাত দাও এবং দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে অবলম্বন কর ; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, অতি উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ছুরা আল মু'মেনুন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয়ই বিশ্বাসীগণই কৃতকার্য্যশীল। ২। যাহারা তাহাদের নামাজে বিনয়ী, ৩। যাহারা বাহুল্য বাক্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়; ৪। যাহারা জাকাত দান করে; ৫-৬। এবং যাহারা তাহাদের স্ত্রী ও ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত অপরের নিকট হইতে আপনাদের গুপ্তস্থান রক্ষা করে—এবং সেজন্য তাহারা দোষী নহে—৭। কিন্তু যাহারা ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করে, ইহারাই সীমাতিক্রমকারী। ৮। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি পালন করে; ৯। এবং যাহারা দৃঢ়ভাবে নামাজ পালন করে। ১০-১১। ইহারাই বেহেশতের ওয়ারেছ হইবে এবং অনন্তকাল তথায় থাকিবে।

১২। নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে কর্দ্দমের সার হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, ১৩। অতঃপর আমরা তাহাকে একটি ক্ষুদ্র জীবানুরূপে নিরাপদস্থলে স্থাপন করিয়াছি। ১৪। অতঃপর সেই জীবানুকে এক-খণ্ড রক্তপিণ্ড এবং সেই রক্তপিণ্ডকে পুনরায় মাংস খণ্ডে পরিণত করিয়াছি এবং আমরা সেই মাংস খণ্ডে অস্থি স্থাপন করিয়াছি এবং সেই অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করিয়াছি; অতঃপর নূতন রকমে সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আল্লারই পবিত্রতা ঘোষিত হোক্, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি কর্ত্তা।

৭৮। তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর অতি অল্পই তোমরা ধন্যবাদ দাও।

১১৫। তোমরা কি মনে কর যে আমরা তোমাদিগকে বৃথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা কি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না? ১১৬ অতএব আল্লারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হউক, তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, মহিমান্বিত সিংহাসনের প্রভু। ১১৭। যে খোদার সহিত অন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করে, যাহার জন্য তাহার কোন প্রমান নাই, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালকের নিকট ইহার জন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে; নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের কোন মঙ্গল হইবে না। ১১৮। এবং বল, হে প্রভো! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা দয়ালু তাহাদের মধ্যে তুমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ছুরা আন-নুর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২২। খোদা যে তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন তাহা কি তোমরা ভালবাস না ? এবং খোদা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

২৪। তাহাদের স্বীয় রসনা, হস্ত ও পদ সমস্তই একদিন তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে। ২৫। সে দিন খোদা তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দান করিবেন এবং তাহারা জানিবে যে খোদা স্পষ্ট সত্য।

২৭। হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় গৃহ ব্যতীত বিনা অনুমতিতে এবং গৃহবাসীদিগকে ছালাম না করা পর্য্যন্ত অপরের গৃহে প্রবেশ করিওনা। ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম সম্ভবতঃ তোমরা মনোযোগী হইবে।

৩০। বিশ্বাসীগণকে বল তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং গুপ্ত স্থান রক্ষা করে তাহাই তাহাদের জন্য পবিত্র। তাহারা যাহা করে খোদা তাহা জ্ঞাত আছেন। ৩১। এবং মুমেন স্ত্রীলোকদিগকে বল যে তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং গুপ্ত স্থান রক্ষা করে; এবং যেগুলি প্রকাশ্য তদ্ব্যতীত অন্য কোন অলঙ্কার যেন তাহারা প্রকাশ না করে এবং তাহারা যেন মস্তক আবরণ এবং বক্ষের উপর চাদর পরিধান করে এবং তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় অথবা তাহাদের (পরিবারভুক্ত) স্ত্রীলোক, ক্রীতদাসী এবং নপুংসক ক্রীতদাস এবং শিশুগণ যাহারা স্ত্রীলোকের নগ্নতা সম্বন্ধে অবগত নহে, তাহাদিগকে ব্যতীত অপরকে যেন তাহাদের অলঙ্কার প্রদর্শন না করে এবং তাহারা যেন পা দিয়া

আঘাত না করে যাহাতে (অপরে) তাহাদের অলঙ্কার সম্বন্ধে জানিতে পারে ; এবং হে বিশ্বাসীগণ তোমরা সকলেই আল্লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর যাহাতে তোমরা সুফল লাভ করিতে পার ।

৩৫। আল্লাহই সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর আলোক। তাঁহার আলো একটী প্রদীপ বিশিষ্ট মেহরাব (কুলুঙ্গি) সদৃশ এবং সেই প্রদীপ একটী উজ্জ্বল কাঁচ খণ্ড দ্বারা আবৃত এবং সে কাঁচ খণ্ড যেন জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র সদৃশ। একটী পবিত্র বৃক্ষের তৈল হইতে ইহা প্রজ্জ্বলিত হয় কিন্তু সে জলপাই বৃক্ষ পুর্ব্ব বা পশ্চিমের নহে এবং তাহার তৈল প্রায় প্রজ্জ্বলিত হয় যদিও তাহাতে অগ্নি স্পর্শ না করে। আলোর উপরে আলো। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাঁহার আলোর দিকে চালিত করেন। খোদা মানুষকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন এবং খোদা সমস্ত বিষয় জ্ঞাত আছেন।

৩৭। যে দিন হৃদয় দুরু দুরু ও চক্ষু ঘুর্ণায়মান হইবে সেই দিনের ভয়ে, পণ্য দ্রব্য কিম্বা বাণিজ্য কিছুই যে সমস্ত মানুষকে খোদার আরাধনা হইতে ও নামাজ কায়েম করিতে এবং নির্দ্দিষ্ট জাকাত দান করিতে বিস্মৃত করে না, ৩৮। তাহাদেরই অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য সমূহের জন্য খোদা তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁহার করুণায় ইহা তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং খোদা যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য অপরিমিত জীবিকা নির্দ্ধারণ করেন। ৩৯। কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য তাহাদের কার্য্য সমূহ মরুভূমি মধ্যস্থিত মরীচিকা সদৃশ, তৃষ্ণার্ত্ত যাহাকে পানি বলিয়া মনে করে; এবং যখন সে ইহার নিকটে উপস্থিত হয় তখন ইহা যে কিছুই নয় তাহা দেখিতে পায় এবং তিনি তাহাকে তাহার হিসাব সম্পূর্ণরূপে চুকাইয়া দেন এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে সত্বর ; ৪০। অথবা গভীর সমুদ্র মধ্যে অন্ধকার সদৃশ তরঙ্গোপরি তরঙ্গ যাহাকে আবৃত করে, উপরিভাগে যাহার মেঘ মালা ; অন্ধকারের উপরে অন্ধকার। যখন মানুষ তাহার হস্ত বহির্গত

করে সে তাহা প্রায় দেখিতে পায় না। যাহাকে খোদা আলোক প্রদান করিবেন না তাহার জন্য কোন আলোক নাই।

৪১। তুমি কি দেখ না আছমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্তই কিরূপে তাঁহার প্রশংসা করে, এমন কি পক্ষিগুলিও যখন তাহাদের পক্ষ বিস্তার করে, প্রত্যেক জীবই তাহার উপাসনা ও প্রশংসা অবগত আছে এবং তাহারা যাহা করে খোদা তাহা জ্ঞাত আছেন।

৫২। যে কেহ খোদা এবং তাঁহার রছুলের বাধ্য হইবে এবং তাঁহাকে ভয় করিবে ও তাঁহার প্রতি মনোযোগী, তাহারই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত। ৫৩।...বল, শপথ করিও না, বাধ্যতাই অধিকতর মূল্যবান।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ছুরা আল ফোরকান

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬১। তিনিই পবিত্র যিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে সূর্য্যকে প্রদীপ এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ম্ময়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। এবং তিনি রজনী ও দিবসকে পরস্পরের অনুসরণ করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন (শুধু) তাহার জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে অথবা কৃতজ্ঞ হইতে আশা করে।

৬৩। তাহারাই দয়ালু খোদার প্রকৃত সেবক যাহারা পৃথিবীতে বিনীত ভাবে অবস্থান করে এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন তাহাদিগকে সম্বোধন করে, তাহারা বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক" ৬৪। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে নতশির হইয়া এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া রজনী অতিবাহিত করে; ৬৭। এবং যখন কোন বিষয়ে ব্যয় করে তখন বাহুল্য ব্যয় করে না অথবা কৃপণতাও করে না এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী পথ অনুসরণ করে; এবং যাহারা খোদার সহিত অন্য কাহাকেও আহ্বান করে না এবং ন্যায্য কারণ ব্যতীত খোদার নিষিদ্ধ বস্তুকে হত্যা করে না এবং যাহারা ব্যভিচার করে না এবং যে কেহ তাহা করে সে তাহার অসৎকর্ম্মের পুরষ্কার পাইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

ছুরা আশ-শোয়ারা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৭০। যখন তিনি (ইব্রাহিম আঃ) তাহার পিতা ও কওমকে বলিলেন তোমরা কিসের উপাসনা করিতেছ? ৭১। তাহারা বলিল, আমরা মূর্ত্তি পূজা করি অতএব তাহাদেরই আমরা উপাসক হইব। ৭২। তিনি বলিলেন, তাহারা কি শ্রবণ করে যখন তোমরা আহ্বান কর? ৭৩। অথবা তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করে? ৭৪। তাহারা বলিল, না, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছি। ৭৫। তিনি কহিলেন, তোমরা যাহা উপাসনা কর, তাহার সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছ? ৭৬। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ? ৭৭। তাহারা (অর্থাৎ তোমরা যাহাদের পূজা কর) আমার শত্রু কিন্তু তামাম দুনিয়ার মালেক আল্লা আমার শত্রু নহেন; ৭৮। যিনি আমাকে পয়দা করিয়াছেন এবং হেদায়েত করিয়াছেন; যিনি আমাকে আহার করিতে এবং পান করিতে দেন। ৮০। এবং যখন আমি পীড়িত হই, তিনিই আমাকে সুস্থ করেন। ৮১। এবং তিনি আমাকে মারিবেন এবং তিনিই আমাকে জীবিত করিবেন। ৮২। এবং আমি আশা করি বিচার দিবসে তিনিই আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ৮৩। হে প্রভো! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং পুণ্যাত্মদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।......৮৭। যেদিন তাহারা পুনরোত্থিত হইবে সেদিন আমাকে অপমানিত করিও না। ৮৮। সেইদিন ধন সম্পত্তি কিম্বা সন্তানগণ কোন কার্য্যে আসিবে না; ৮৯। শুধু তিনি ব্যতীত যিনি নির্ম্মল আত্মা লইয়া খোদার সমীপে উপস্থিত হইবেন। ৯০। পুণ্যাত্মাগণের জন্য বেহেশত নিকটবর্ত্তী করা হইবে। ৯১। পথভ্রান্তদিগের নিকট দোজখ প্রকাশ করা যাইবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ছুরা আন-নমল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪। যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদের কার্য্যকে আমরা বাহ্যতঃ সুন্দর করিয়াছি এবং তাহাতেই তাহারা মত্ত রহিয়াছে; ৫। ইহাদের জন্যই কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করে; এবং পরকালে নিশ্চয় ইহারা বৃহত্তম ক্ষতি ভোগ করিবে।

৫৯। বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, এবং তাঁহার সেবকগণ মধ্যে যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি ছালাম। আল্লাই উত্তম না যাহাদিগকে তাহারা খোদার সহিত সংযোগ করে তাহারা ? ৬৩। কে আকাশ ও ভুমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্দারা আমরা সুন্দর সুশোভিত বাগান গুলিকে উৎপাদন করিয়াছি; তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় যে তোমরা উহার বৃক্ষ গুলিকে উৎপন্ন কর। আল্লার সহিত কি অন্য কোন উপাস্য আছে? বরং তাহারা এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। ৬১। কে পৃথিবীকে দৃঢ় কারয়াছেন এবং তন্মধ্যে নদীগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদুপরি পর্ব্বত গুলিকে স্থাপন করিয়াছেন এবং দুইটি সাগরের মধ্যে একটি প্রাচীর উত্তোলন করিয়াছেন। খোদার সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশ লোক অবগত নহে। ৬২। কে ব্যাকুল ব্যক্তির প্রার্থনার উত্তর দান করেন যখন সে তাঁহাকে আহ্বান করে এবং অসৎকে দূরিভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবী মধ্যে উত্তরাধিকারী করেন? আল্লার সহিত কি অন্য কোন উপাস্য আছে অতি অল্পই তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর! ৬৩! কে তোমাদিগকে পৃথিবী ও সমুদ্রের অন্ধকার মধ্যে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে তাহার

দয়ার সমীপে বায়ুকে সুসংবাদ স্বরূপ প্রেরণ করেন? খোদার সহিত কি অন্য কোন উপাস্য আছে? খোদার সহিত তাহারা যাহা সংযোগ করে খোদা তাহার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করুন! ৬৪। কে সৃষ্টি করেন এবং পুনরোৎপাদন করেন এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে আহার্য্য প্রদান করেন। খোদার সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ আন। বল, আকাশ ও পৃথিবী মধ্যে খোদা ব্যতীত কেহই গুহ্য অবগত নহেন এবং তাহারা জানে না কখন তাহারা উত্থিত হইবে। ৬৫। বরং পরলোক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প ; না এসম্বন্ধে তাহারা সংশয়াপন্ন, না তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ।

৮৭। যে দিবস বংশী নিনাদিত হইবে সে দিবস যাহারা আকাশ ও ভূমণ্ডলে অবস্থান করে তাহারা সকলেই ভীত হইবে শুধু খোদা যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত, এবং সকলেই অবনত ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। ৮৮। তুমি পাহাড় গুলিকে দেখিতেছ এবং মনে করিতেছ তাহারা দৃঢ় ; মেঘের মতই তাহারা চলিয়া যাইবে। সেই আল্লারই শিল্পকলা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ নিশ্চয় তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ছুরা আল-কাছাছ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৭০। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। ইহলোকে এবং পরলোকে সমস্ত প্রশংসাই তাঁহার; তাঁহারই বিচার ও তাঁহারই নিকট তোমরা সমবেত হইবে। ৭১। বল, তোমরা কি দেখিয়াছ (১) যদি আল্লাহ রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত তোমাদের উপর রাত্রিকে অবিরতভাবে চলিতে দেন তবে খোদা ব্যতীত এমন কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকট আলো লইয়া আসিবে? তোমরা কি শুনিতেছ না? ৭২। বল, তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি খোদা রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত দিবসকে তোমাদের উপর সর্ব্বদা চলিতে দেন তবে খোদা ব্যতীত এমন কোন্ উপাস্য আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রকে আনয়ন করিবে যাহাতে তোমরা তন্মধ্যে শান্তি লাভ করিতে পার? তোমরা কি দেখিতে পাও না? ৭৩। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রজনী ও দিবসকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তন্মধ্যে শান্তিলাভ করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার।

৭৬। উল্লাসিত হইও না নিশ্চয় খোদা অত্যধিক আহ্লাদকারীকে ভালবাসেন না। ৭৭। খোদা যাহা তোমাকে দান করিয়াছেন তদ্দারা পরকালের ভবন অনুসন্ধান কর এবং এই পৃথিবীতে তোমার নিজের অংশ গ্রহণ করিতে ভুলিও না (২) এবং অপরের মঙ্গল সাধন কর যেরূপ খোদা তোমার প্রতি কল্যাণ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে

(১) অর্থাৎ আমায় বল দেখি।
(২) অর্থাৎ তোমার নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিও না।

গোলমাল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিও না কারণ খোদা শান্তিভঙ্গকারী-দিগকে ভালবাসেন না।

৮০।...যে বিশ্বাস করে এবং উত্তম কার্য্য করে খোদার পুরস্কার তাহারই জন্য উৎকৃষ্ট এবং ধৈর্য্যশীল ব্যতীত কেহই ইহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ৮২। (জানিও) অকৃতজ্ঞগণ কখনও সফল মনোরথ হয় না।

৮৩। পরলোকের ভবন তাহাদের জন্য আমরা নির্দ্ধারণ করি যাহা-দের পৃথিবীতে গর্ব্ব করিবার অথবা শান্তি ভঙ্গ করিবার কোন ইচ্ছা নাই এবং ধর্ম্মভীরুদিগের জন্য উত্তম পরিনাম। ৮৮। আল্লার সহিত অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করিওনা; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি ব্যতীত সমস্তই ধ্বংসশীল। তাঁহারই বিচার এবং তাঁহারই নিকট তোমরা সকলে সমবেত হইবে।

উনত্রিংশ অধ্যায়

আল আন-কাবুত

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬। যে কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করে সে শুধু স্বীয় আত্মার জন্য করে।......২২। পৃথিবী ও আকাশ মধ্যে কোথায়ও তোমারা পলায়ন করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই তোমাদের রক্ষক অথবা সাহায্যকারী থাকিবে না।

৪১। যাহারা খোদার পরিবর্ত্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে তাহাদের উপমা সেই মাকড়সা সদৃশ যে তাহার নিজের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করে; কিন্তু নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর গৃহই হইতেছে মাকড়সার, যদি তাহারা তাহা জানিত।

৪৫।...নামাজ পালন কর, কারণ নামাজ পাপ ও জঘন্য কার্য্য সমূহ হইতে দূরে রাখে। খোদার আরাধনাই নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য; এবং তোমরা যাহা কর খোদা তাহা অবগত আছেন।
৪৬।......বল আমরা বিশ্বাস করি যাহা আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে এবং আমাদের ও তোমাদের উপাস্য শুধু একই মাত্র আল্লাহ এবং আমরা তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করি (১)।

---

(১) শুধু একই মাত্র আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই ইছলামের মূল ভিত্তি, এবং সকল ধর্ম্মের সারাংশের প্রতি আস্থা প্রকাশ করাও ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট।

ত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আর-রুম

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২১। তাঁহার একটী নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা তাহাদের মধ্যে মানসিক শান্তি পাইতে পার এবং তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি দান করিয়াছেন ; নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদিগের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ২২। এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য তাঁহার অন্যতম নিদর্শন ; নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ২৩। এবং তোমাদের নিদ্রা গমন ও রজনী এবং দিবসে তাঁহার অনুগ্রহ যাচঞা তাঁহার অপর নিদর্শন। নিশ্চয়ই যাহারা শ্রবণ করিবে তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ২৪। এবং তাহার অন্য এক নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদিগকে ভয় ও আশার জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন এবং আকাশ হইতে বারিধারা প্রেরণ করেন ; অতঃপর তদ্দ্বারা মৃত পৃথিবীকে জীবন দান করেন ; নিশ্চয়ই যাহারা বুদ্ধিমান তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ২৫। এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে আকাশ ও পৃথিবী তাহার আজ্ঞাধীন এবং যখন তিনি তোমাদিগকে পৃথিবী হইতে আহ্বান করেন, তোমরা বহির্গত হও।

৩০। অনন্তর সত্য ধর্ম্মের দিকে তোমার মুখ স্থাপন কর ; আল্লার সৃষ্টি প্রকৃতি এবং প্রকৃতি অনুসারে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন— তাহাই সত্য ধর্ম্ম (১) ; খোদার সৃষ্টির কোন পরিবর্ত্তন নাই কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।

---

(১) ইছলাম যে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহা এই আয়েত হইতেই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান এবং পরকালে পাপপুণ্যের বিচারক প্রভৃতি ইছলামের মূল বিধানগুলি পৃথিবীর জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র গ্রহীত হইয়াছে। তাহাদের প্রতি সার্ব্বজনীন বিশ্বাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; মানুষ যাহা পাইতে আশা করে এবং যাহা তাহার একান্ত দরকার, ইছলামের বিধানগুলি তাহার সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। এই জন্য ইহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

একত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা লোকমান

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১২।......খোদাব নিকট'কৃতজ্ঞ হও কারণ যে কৃতজ্ঞ হয় সে স্বীয় উপকাবার্থে কৃতজ্ঞ হয়; এবং যদি কেহ অকৃতজ্ঞ হয় তবে খোদা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের অপেক্ষা করেন না। ১৩। খোদার সহিত অন্য দেবতার শরিক কবিও না। নিশ্চয়ই খোদাব সহিত অন্য দেবতার সংযোগ অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য।

১৪। আমাব আল্লাব ও তোমাব পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ১৫। কিন্তু যদি তোমাব পিতা মাতা তোমাকে আমার সহিত তাহার সংযোগ করিতে বলে, যাহাব সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না তবে তাহাদিগের বাধ্য হইও না। তাহাদেব সহিত এই পৃথিবীতে সদ্ভাবে থাক এবং যে আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহার অনুসরণ কর।......

১৬।......নিশ্চয়ই খোদা প্রত্যেক জিনিষ প্রকাশ করিবেন যদিও তাহা সরিষাব পরিমাণ ভাবি হয় এবং যদিও তাহা পর্ব্বত কন্দরে, আকাশে অথবা পৃথিবাতে লুকায়িত থাকে। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ। ১৭। নামাজ পালন কব, সৎকার্য্য আদেশ কর এবং অন্যায় নিষেধ কর এবং যাহাই তোমার উপর পতিত হউক না কেন সর্ব্বদা ধৈর্য্যশীল হও। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৮। লোকের প্রতি মুখভঙ্গি করিও না এবং পৃথিবীর উপর সগর্ব্বে চলিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। ১৯। তোমার গতি মধ্যবর্ত্তী এবং তোমার স্বর মৃদু হউক; নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর শব্দই হইতেছে গাধার।

২২। যে কেহ খোদার প্রতি আত্ম সমর্পণ করে এবং সৎকর্ম্মশীল হয়, নিশ্চয়ই সে শক্ত কড়া অবলম্বন করিয়াছে। নিশ্চয়ই সমস্ত জিনি-ষের পরিণাম খোদার নিকট।

৩৩। হে মানব, তোমার প্রভুকে ভয় কর এবং সেই দিবসের আশঙ্কা কর, যে দিন পিতা পুত্রের জন্য কিম্বা পুত্র পিতার জন্য ক্ষতি-পূরণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই খোদার প্রতিজ্ঞা সত্য। অনন্তর তোমাদিগকে যেন পার্থিব জীবন প্রতারিত না করে অথবা প্রবঞ্চকও যেন তোমাদিগকে খোদা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা না করে। ৩৪। আল্লা সময় সম্বন্ধে জ্ঞানী। তিনি বারি বর্ষণ করেন এবং গর্ভে কি আছে তাহা জানেন কিন্তু আগামী কল্য কি উপার্জ্জন করিবে, এবং কোন্ দেশে প্রাণত্যাগ করিবে সে বিষয়ে কোন আত্মাই অবগত নহে; আল্লাই জ্ঞানী এবং সর্ব্বজ্ঞ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আছ-ছেজদা

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১২। যদি তুমি দেখিতে পারিতে যখন পাপীগণ তাহাদের প্রভুর সমীপে মস্তক নত করিবে (এবং বলিবে), "হে আমাদের প্রভো আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, পুনরায় আমাদিগকে জীবন দান কর, যাহা সত্য তাহাই আমরা পালন করিব। নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি।"

২০। যাহারা নিতান্ত পাপাসক্ত, দোজখই তাহাদের জন্য বাসস্থান হইবে। যখনই তাহারা তাহা হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে তখনই তাহারা ইহার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, "অগ্নির দণ্ড আস্বাদ কর যাহা তোমরা মিথ্যা মনে করিয়াছিলে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আল আহজাব।

পরম দাতা ও করুণাময় অল্লার নামে

৩। খোদার প্রতি নির্ভর কর; এবং তিনিই উপযুক্ত রক্ষক। ৪। খোদা সত্য কথা বলেন এবং সত্য পথে পরিচালিত করেন।

১৭। বল, যদি খোদা তোমাদিগকে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই ব্যক্তি যে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে অথবা যদি তিনি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন (তবে সে কে যে তোমাদের ক্ষতি করিবে)? এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু অথবা সাহায্য-কারী পাইবেনা।

২১। যে আল্লার নিকট ও শেষ দিবসে (সুফল) আশা করে এবং তাঁহাকে অত্যধিক আরাধনা করে, নিশ্চয়ই তোমরা তাহার জন্য খোদার রছুলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছ। (১)

৪১। হে বিশ্বাসীগণ, অবিরত আল্লার নাম স্মরণ কর। ৪২। সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার প্রশংসা কর। ৪৩। তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য তাঁহার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করেন; তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ালু।

৫৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ রছুলকে আশীর্ব্বাদ করেন। হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং তাঁহাকে শান্তিপ্রদ ছালাম প্রদান কর।

৭০। হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল; ৭১। তিনি তোমাদের কার্য্যগুলি উন্নত করিবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জ্জনা করিবেন।

---

(১) মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে মানবজাতির জন্য একটি উত্তম আদর্শ এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। তাঁহার সাধারন জীবন যাত্রা প্রণালী ও নৈতিক চরিত্র প্রত্যেক খাঁটি মুছলিমের জন্য অবশ্য অনুকরণীয়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আছ-ছাবা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। সেই আল্লার প্রসংশা হউক, আছমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সমস্তই যাঁহার, পরজগতেও তাঁহারই প্রশংসা হউক। তিনি জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ। ২। তিনি জানেন যাহা পৃথিবীতে প্রবেশ করে ও যাহা তথা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে অবতরণ করে এবং যাহা তথায় উত্থিত হয়। তিনি দয়ালু ও ক্ষমাকারী। ৩। আছমান কিম্বা জমিনে একটী অনুপরমাণু তুল্য জিনিষও তাহার অগোচর নাই অথবা এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা তদপেক্ষা ছোট কিম্বা বড় যাহা প্রকাশ্য পুস্তকে (লিপিবদ্ধ) নাই।

৩৭। তোমাদের ধন সম্পত্তি অথবা সন্তান সন্ততি কিছুই তোমাদিগকে আমাদের (খোদার) সান্নিধ্যে উপস্থিত করিতে পারিবে না ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে, তাহারা যাহা করে তজ্জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা উন্নত স্থানে নিরাপদে অবস্থান করিবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আলফাতির

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। খোদা মানুষের জন্য যে দয়া উন্মুক্ত রাখিয়াছেন কেহই তাহা বন্ধ করিতে পারিবে না এবং যাহা তিনি বন্ধ করিবেন, কেহ তাহা অতঃপর পাঠাইতে পারিবে না। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

১০। যদি কেহ সম্মান আশা করে, সমস্ত সম্মান খোদার। সদ্ বাক্য তাঁহার নিকট পৌঁছে এবং নিশ্চয়ই তিনি সংকার্য্যকে উন্নত করিবেন।

১৩।......তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, একটী খেজুর ছালের উপরেও তাহাদের শক্তি নাই। ১৪। যদি তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে না এবং যদি তাহারা শ্রবণ করিত তথাপি উত্তর দান করিত না, এবং রোজ কেয়ামতে তাহারা খোদার সহিত শেরেকী অস্বীকার করিবে। কেহই তোমাকে তাঁহার মত উপদেশ দিতে পারে না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ১৫। হে মানব, তোমরা খোদার সাহায্য প্রার্থী। কিন্তু খোদা ধন্যবাদ ও প্রশংসার পাত্র। ২৮। তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই শুধু খোদাকে ভয় করে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা ইয়াছিন

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। ইয়াছিন (হে মানব !) ২। জ্ঞানগর্ভ কোরাণের শপথ, ৩-৪। নিশ্চয়ই তুমি সত্যপথের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন *প্রেরিত পুরুষ। ৫। ইহা (কোরাণ শরিফ)। শক্তিশালী ও দয়ালু খোদার প্রত্যাদেশ, ৬। যদ্দারা তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হইয়াছিল না অতএব তাহারা অমনোযোগী ছিল। ৭। তাহাদের অধিকাংশের জন্য এই কথা সত্য হইয়াছে, অতএব তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ৮। আমরা তাহাদের গলদেশে শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছি। এবং সেগুলি তাহাদের চিবুক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে ; অনন্তর তাহারা তাহাদের মস্তক উন্নত রাখিয়াছে। ৯। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে আবৃত করিয়াছি অতঃপর তাহারা দেখিতে পায়না। ১০। এবং ইহা সমান তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ১১। তুমি শুধু তাহাকে সতর্ক করিতে পার যে এই সতর্কীকরণ গ্রন্থ অনুসরণ করে এবং নিভৃতে দয়ালু খোদাকে ভয় করে ; অনন্তর তাহাকে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২। নিশ্চয়ই আমরা মৃতকে জীবন দান করিব, এবং তাহারা যাহা পূর্ব্বে পাঠাইয়াছে এবং তাহাদের পদচিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করি এবং প্রত্যেক জিনিষ আমরা পরিস্কার ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি।

১৩। তাহাদের নিকট সেই সহরের অধিবাসীদের গল্প বর্ণনা কর,

যখন তাহাদিগের নিকট প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছিলেন। ১৪। যখন আমরা তাহাদের নিকট দুইজন (প্রেরিত পুরুষ) কে পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল; অতঃপর আমরা তাঁহাদিগকে অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলাম. অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।" ১৫। তাহারা বলিল, "তোমরা শুধু আমাদের মতই মানব এবং দয়ালু খোদা কিছুই প্রত্যাদেশ করেন নাই, তোমরা শুধু মিথ্যা বলিতেছ।" ১৬। তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের প্রভু অবগত আছেন যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। ১৭। এবং আমাদের উপর শুধু ইহার (অর্থাৎ খোদার বাণী) প্রকাশ্য পৌছানের ভার রহিয়াছে।" ১৮। তাহারা বলিল, "আমরা তোমাদের নিকট হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করি; যদি তোমরা বিরত না হও, তবে আমরা তোমাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিব এবং আমাদের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কষ্টকর শাস্তি পৌঁছিবে। ১৯। তাঁহারা বলিলেন. "তোমাদের অমঙ্গল কল্পনা তোমাদের; ওহো যদি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে; না তোমরা একটি অমিতব্যয়ী জাতি।" ২০। এবং সহরের প্রান্তদেশ হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিল, সে বলিল, "হে আমর কওম! এই প্রেরিত পুরুষদিগকে অনুসরণ কর। ২১। তাহার অনুসরণ কর যে তোমাদের নিকটে কোন পুরস্কার চাহে না এবং তাহারা সুপথ প্রাপ্ত।"

২২। "কেন আমি তাঁহার এবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ২৩। কী! আমি কি তাঁহাকে ব্যতীত অন্য ঈশ্বর গ্রহণ করিব? যদি দয়ালু খোদা আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের অনুরোধ কোনই কার্য্যকরী হইবে না এবং তাহারা আমাকে তাহা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। ২৪। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ্য

ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিব। ২৫। আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করি অতএব আমার কথা শ্রবণ কর।" ২৬। বলা হইল, "বেহেশতে প্রবেশ কর।" সে বলিল, "হায় যদি আমার কওম ইহা অবগত থাকিত, ২৭। যে কেন আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন ও সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন!" ২৮। এবং আমরা তাহার কওমের প্রতি ইহার পর আকাশ হইতে আব কোন সৈন্য পাঠাই নাই এবং আর কখনও পাঠাইব না। ২৯। ইহা ছিল শুধু একটি আর্ত্তনাদ এবং তাহারা সকলে বিনষ্ট হইয়াছিল। ৩০। আফছোছ সেই সমস্ত বান্দাগণের জন্য যাঁহাদের নিকট যখনই কোন পয়গম্বর আসিয়াছিলেন তখনই তাহারা তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিল। ৩১। তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদের পূর্ব্বে কত জাতিকে আমরা ধ্বংস কবিয়াছি। কারণ তাহাবা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল না! ৩২। এবং তাহারা সকলেই আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

৩৩। এবং মৃত মৃত্তিকা তাহাদের নিকট একটি নিদর্শন। আমবা ইহাকে জীবন দান করি এবং ইহা হইতে শস্য উৎপাদন কবি অনন্তর তাহারা ইহা হইতে আহার করে। ৩৪। এবং আমবা তন্মধ্যে খেজুরের বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ সৃষ্টি কবি এবং তন্মধ্যে জল প্রবাহের জন্য উৎস প্রস্তুত করি, ৩৫। যাহাতে তাহারা ইহার ফল খাইতে পারে; এবং তাহারা ইহা সৃষ্টি করে নাই; তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? ৩৬। তাঁহারই মহিমা বিঘোষিত হোক যিনি প্রত্যেক জিনিষের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবী যাহা উৎপাদন করে ও তজ্জাতীয় অন্যান্য পদার্থ এবং তাহা হইতে যাহা, তাহারা অবগত নহে। ৩৭। রাত্রি তাহাদের নিকট আর একটি নিদর্শন; আমরা উহা হইতে দিবসকে বহির্গত করি এবং তাহারা অন্ধকারে মগ্ন; ৩৮। এবং সূর্য্য তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চলিতে থাকে ইহাই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী

খোদার নিরূপিত বিধানে। ৩৯। এবং আমরা চন্দ্রের জন্য অবস্থা নিরূপণ করিয়াছি, অতঃপর ইহা একটি জীর্ণ শুষ্ক তালবৃন্ত সদৃশ হয়। ৪০। সূর্য্যের পক্ষেও ইহা সম্ভবপর নয় যে সে চন্দ্রের নিকট পৌছিবে অথবা রজনী পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় যে উহা দিবসকে অতিক্রম করিবে এবং সকল গ্রহগণই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভাসমান থাকে। ৪১। তাহাদের নিকট অন্য একটি নিদর্শন এই যে আমরা তাহাদের সন্তানগুলিকে বোঝাই জাহাজে বহন করি। ৪২। আমরা তাহাদের জন্য ইহারই মত অন্য জীব সৃষ্টি করিয়াছি যাহার উপর তাহারা আরোহণ করিবে। ৪৩ আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিব অতঃপর তাহাদের কেহই সাহায্যকারী থাকিবেনা এবং তাহারা উদ্ধারিত হইবে না; ৪৪। যদি না আমরা অনুগ্রহ করি এবং (তাহা শুধু তাহাদের) নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভোগের জন্য। ৪৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে তাহা হইতে সাবধান হও। যাহাতে তোমরা অনুগৃহীত হইতে পার। ৪৬। (কিন্তু) তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের নিকট এমন কোন বাণী আসে নাই যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় নাই। ৪৭। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, খোদা যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা (সৎকার্য্য) ব্যয় কর তখন অবিশ্বাসীগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে, "কেন আমরা তাহাকে আহার্য্য প্রদান করিব, খোদা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনিই তাহাকে আহার্য্য দান করিতে পারেন।" নিশ্চয়ই তোমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ৪৮। এবং তাহারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল কখন সেই ভয়ঙ্কর দিবস উপস্থিত হইবে? ৪৯। তাহারা শুধু একটি ভীষণ আর্ত্তনাদের অপেক্ষা করিতেছে তাহা শীঘ্রই তাহাদের নিকট পৌছিবে যদিও তাহারা তখনও পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত থাকিবে। ৫০।

অতএব তাহারা (তাহাদের সম্পত্তির জন্য) দানপত্র করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না এবং তাহারা তাহাদের পরিজনবর্গের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

৫১। এবং তুরী নিনাদিত হইবে অনন্তর তাহারা তাহাদের কবর হইতে (উত্থিত হইয়া) তাহাদের প্রভুর দিকে ধাবিত হইবে। ৫২। তাহারা বলিবে, আফছোছ! কে আমাদিগকে আমাদের বিশ্রামাগার হইতে জাগরিত করিয়াছে? ইহাই পরম দয়ালু খোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং পয়গম্বর সত্য বলিয়াছিলেন। ৫৩। শুধু একটি মাত্র আর্ত্তনাদ হইবে এবং তাহারা আমার সম্মুখে আনীত হইবে। ৫৪। অতএব আজকার দিনে কোন আত্মাকেই বিন্দুমাত্র অন্যায় ভাবে বিচার করা হইবে না; এবং তোমরা শুধু যাহা করিয়াছিলে তাহারই প্রতিফল ভোগ করিবে। ৫৫। বেহেশ্‌তবাসীগণ সেদিন সুখকর কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ৫৬। তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীগণ ছায়াতলে উচ্চ গদি-বিশিষ্ট সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিবেন। ৫৭। তথায় তাঁহাদিগকে উত্তম মেওয়া এবং যাহা তাহারা ইচ্ছা করেন সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন; ৫৮। পরিপূর্ণ শান্তি; দয়াল খোদার বাণী। ৫৯। হে পাপীগণ! আজকার দিনে তোমরা একপার্শ্বে সমবেত হও। ৬০। হে বনি আদম! আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে তোমরা শয়তানের উপাসনা করিও না? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬১। এবং তোমরা আমার এবাদত করিবে; ইহাই সত্য ও সুদৃঢ় পথ। ৬২। এবং নিশ্চয়ই সে (শয়তান) তোমাদের অসংখ্য লোককে বিপথে চালিত করিয়াছে। কা তোমরা কি বুঝিতে পারিয়াছিলে না? ৬৩। ইহাই দোজখ যদ্বারা তোমাদিগকে ভয় দেখান হইয়াছিল। ৬৪। আজ ইহার ভিতরে প্রবেশ কর কারণ তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে। ৬৫। সেই দিন আমরা তাহাদের মুখ মোহরাবৃত করিব তথাপি তাহাদের হস্ত আমাদের নিকট কথা বলিবে এবং

তাহারা যাহা করিয়াছে তাহাদের পদদ্বয় তাহা সাক্ষ্য দিবে। ৬৬। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করি আমরা তাহাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন করিব অতঃপর তাহারা প্রথমে (বাহিরে যাওয়ার) পথের দিকে যাইতে চেষ্টা করিবে কিন্তু কেমন করিয়া তাহারা দেখিবে ? ৬৭। যদি আমরা ইচ্ছা করি, যেরূপ ভাবে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিবে ঠিক সেই ভাবে তাহারা থাকিবে এবং তাহারা অগ্রসর কিম্বা প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

৬৮। এবং যাহাকে আমরা দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিতে দেই তাহাকে আমরা বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত করি ; তাহারা কি বুঝিবে না ? ৬৯। এবং আমরা তাঁহাকে (হজরত মোহম্মদকে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং ইহা তাঁহার উপযুক্ত নহে ; ইহা শুধু সংর্কী করণ গ্রন্থ ও স্পষ্ট কোরাণ ; ৭০। যাহাতে তিনি তাহাকে সতর্ক করিতে পারেন যে (আধ্যাত্মিক) জীবন পাইতে আশা করে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যাহাতে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ৭১। তাহারা কি দেখিতে পায়না যে আমরা তাহাদের জন্য গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি যাহা আমাদের হস্ত প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের প্রভু ? ৭২। এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বাধ্য করিয়াছি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতকগুলির উপর তাহারা আরোহণ করিতে পারে এবং অন্যান্যগুলিকে আহার করিতে পারে। ৭৩। তন্মধ্যে তাহাদের উপকারিতা ও পানীয় আছে। তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইবে না ? ৭৪। এবং তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে তাহারা সাহায্য পাইতে পারে। ৭৫। তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহাদের সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইবে একদল সেনা হিসাবে। ৭৬। অতএব তাহাদের বাক্যে তুমি (হজরত মোহম্মদ) কষ্ট বোধ

করিও না ; আমরা জানি তাহারা গোপনে কি করে এবং প্রকাশ্যে কি করে। ৭৭। মানুষ কি দেখিতে পায়না যে আমরা তাহাকে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ? তথাপি সে একজন প্রকাশ্য তার্কিক। ৭৮। এবং সে আমাদের জন্য একটি উপমা স্থির করে এবং নিজের সৃষ্টি কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, কে সেই অস্থি গুলিকে জীবন দান করিবে যখন সেগুলি পচিয়া যাইবে ? ৭৯। বল, তিনিই সেগুলিকে জীবিত করিবেন যিনি প্রথমে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। ৮০। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহা দিয়া আগুণ জ্বালিতে পার। ৮১। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তত্তুল্য অন্য জিনিষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন ? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জিনিষের সৃষ্টি কর্ত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ। ৮২। যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার আদেশ শুধু 'হও' এবং তাহা হয়। ৮৩। অনন্তর তাঁহারই মহিমা বিঘোষিত হউক যিনি সমস্ত জিনিষের অধিশ্বর এবং তাঁহারই নিকট তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আছ-ছাফ্‌ফাত

পরমদাতা ও করুণালয় আল্লার নামে

৭৫। নিশ্চয়ই (হজরত) নুহ (আঃ) আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং আমরা প্রার্থনার উত্তম জবাবদাতা। ৭৬। এবং আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারকদিগকে ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৭৭। এবং তাঁহার সন্তানগণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম; ৭৮। ও পরবর্ত্তী বংশধরগণ মধ্যে তাঁহার প্রশংসা স্থায়ী করিয়াছিলাম। ৭৯। বিশ্বজগতের মধ্যে হজরত নুহের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ৮০। এইরূপে আমরা সৎকর্ম্মশীলদিগকে পুরস্কৃত করি। ৮১। তিনি আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৮২। এবং আমরা অন্যান্য সকলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

৮৩। নিশ্চয়ই (হজরত) ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন তাহার (নুহের আঃ) দলভুক্ত। ৮৪। তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট নির্ম্মল আত্মা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, ৮৫। যখন তিনি তাঁহার পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা কিসের উপাসনা করিতেছ? ৮৬। সম্পূর্ণ মিথ্যা—খোদা ব্যতীত অন্য দেবতাগণ কে—তোমরা কী আশা কর? ৮৭। নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক সম্বন্ধে তবে তোমাদের কি ধারণা? ৮৮। এবং তিনি নক্ষত্রগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, ৮৯। অতঃপর বলিলেন, আমি পীড়িত। ৯০। এবং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ৯১। অতঃপর গোপনে তিনি তাহাদের দেবতাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, কী? তোমরা কথা বলনা? ৯৩। অতঃপর তিনি

সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। ৯৪। এবং তাহারা (পুজারিগণ) দ্রুতপদে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। ৯৫। তিনি বলিলেন, "তোমরা কি যাহা নিজহাতে গড়িয়াছ তাহার উপাসনা কর? ৯৬। এবং খোদা তোমাদিগকে, এবং যাহা তোমরা প্রস্তুত কর, সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ৯৭। তাহারা বলিল, "তাহার জন্য একটি গৃহ প্রস্তুত কর এবং তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ কর।" ৯৮। এবং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু আমরা তাহাদিগকে অবনত করিলাম। ৯৯। এবং তিনি বলিলেন "আমি আমার প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করি; তিনি আমাকে হেদায়েত করিবেন। ১০০। হে প্রভো! আমাকে একজন সজ্জন পুত্র দান কর।" ১০১। অতঃপর আমরা তাঁহাকে একটি ধৈর্য্যশীল বালকের সুসংবাদ দান করিলাম। ১০২। এবং তিনি (পুত্র) তাঁহার (ইব্রাহিমের (আঃ) সহিত কাজ করিবার উপযুক্ত হইলে, তিনি (হজরত ইব্রাহিম আঃ) বলিলেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে আমি তোমাকে উৎসর্গ করিব। অতঃপর তুমি যাহা দেখ তৎসম্বন্ধে চিন্তা কর।" তিনি কহিলেন, "হে বাবা! তুমি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছ সত্বর তাহা সম্পাদন কর। যদি খোদা ইচ্ছা করেন তবে তুমি আমাকে ধৈর্য্যশীল দেখিতে পাইবে।" ১০৩। অতঃপর যখন তাঁহারা উভয়েই বাধ্য হইলেন (১) তখন এব্রাহিম তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন, ১০৪। আমরা আহ্বান করিয়া বলিলাম, "হে ইব্রাহিম (আঃ) ১০৫। নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্নের সত্যতা প্রদর্শন করিয়াছ। এইরূপেই আমরা সৎকর্ম্মশীলদিগকে পুরস্কৃত করি। ১০৬। নিশ্চয়ই ইহা স্পষ্ট পরীক্ষা।" ১০৭। এবং তাঁহাকে একটি মহৎ উৎসর্গ দ্বারা প্রতিদান

(১) অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নাদেশ ও হজরত ইছমাইল পিতৃ আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

করিলাম। ১০৮। এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণের মধ্যে আমরা তাঁহার প্রশংসা স্থায়ী করিলাম। ১০৯। ইব্রাহিমের প্রতি ছালাম (শান্তি)।

১৮০। তোমার প্রভুর পবিত্রতা বিঘোষিত হোক; তিনি সমস্ত সম্মানের অধিকারী এবং তাহারা যাহা বলে তিনি তাহার অনেক উর্দ্ধে। ১৮১। এবং রছুলদিগের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ১৮২। এবং নিখিল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালারই সমস্ত প্রশংসা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ছুরা আছ-ছা'দ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪। অবিশ্বাসীগণ আশ্চর্য্য বোধ করে যে তাহাদের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি পথ প্রদর্শক হইয়া তাহাদের নিকট আসিয়াছেন; এবং তাহারা বলে, এ একজন যাদুকর এবং মিথ্যাবাদী। ৫। কী সে সমস্ত দেবতার পরিবর্ত্তে শুধু এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই ইহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ৮। আমাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া শুধু তাহারই নিকটে সতর্ক করিবার জন্য গ্রন্থ আসিল?"—হাঁ তাহারা আমার সতর্কী করনে সন্দেহ করে কারণ তাহারা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে নাই।

২৬।......মানুষের প্রতি ন্যায্য বিচার কর এবং তোমার রিপুর অনুসরণ করিও না পাছে তোমাকে তাহারা খোদার পথ হইতে বিপথে চালিত করে। যাহারা খোদার পথ হইতে বিপথে গমন করে তাহারা ভাষণ শাস্তি ভোগ করিবে কারণ তাহারা কেয়ামতের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা আজ-জমর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৩।......যাহারা খোদা ব্যতীত অন্যকে প্রভু স্বরূপ গ্রহণ করে এবং বলে আমরা তাহাদিগকে উপাসনা করি এজন্য যে তাহারা আমাদিগকে খোদার নিকটে উপস্থিত করিবে; খোদা বিশ্বাসী এবং যে বিষয়ে তাহারা বিবাদ করে, তাহার বিচার করিবেন। নিশ্চয়ই যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী খোদা তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবেন না।

৭। যদি তুমি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি নিশ্চয়ই তিনি তোমা ব্যতীত ধনী (তবে খোদা তোমার ধন্যবাদের আশা করেন না) কিন্তু তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের অকৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হন না এবং যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

১০। হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ তোমরা আল্লাকে ভয় কর কারণ যাহারা এজগতে সৎকার্য্য করে তাহাদেরই মঙ্গল,—প্রশস্ত পৃথিবী খোদার নিশ্চয়ই যাহারা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করে তাহারা পুরস্কৃত হইবে, তাহাদের পুরস্কার পরিমাপ করিয়া দেওয়া হইবে না। ১১। বল আমি অকপট হৃদয়ে আল্লাহের এবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি; ১২। এবং যাহারা তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পন করে আল্লা তাহাদের প্রথম হইব বলিয়া আমি অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৮। যাহারা খোদার বাণী শ্রবণ করে এবং তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা অনুসরণ করে, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহারাই জ্ঞানী।

২২ ।...তাহাদের জন্য আফছোছ যাহাদের আত্মা খোদার স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়াছে ; তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে ।

৩৩ । যে ব্যক্তি সত্য আনয়ন করে এবং সত্য বলিয়া কোরাণ শরিফকে বিশ্বাস করে তাহারাই ধর্ম্ম ভীরু ।

৫৩ । বল, হে আমার সীমাতিক্রমকারী ক্ষতিগ্রস্থ বান্দাগণ খোদার অনুগ্রহে তোমরা হতাশ হইওনা, কারণ সমস্ত পাপ খোদা ক্ষমা করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।

৭১ অবিশ্বাসীগণ দলে দলে দোজখের দিকে ধাবিত হইবে এবং যখন তাহারা উহার নিকটবর্ত্তী হইবে তখন উহার দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইবে এবং প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি কোন রছুল আসিয়াছিলেন না যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর নিদর্শন-গুলির আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং অদ্য এই দিবসের সহিত যে তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে সে ভয় কি তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন না ? তাহারা বলিবে, হাঁ। । অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তির ন্যায্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে । ৭২ । তাহাদিগকে বলা হইবে, চিরদিনের জন্য দোজখের দরজায় প্রবেশ কর। অহঙ্কারীদের বাসস্থান জঘন্য । ৭৩ । এবং যাহারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করিত তাহারা দলে দলে বেহেশতের দিকে ধাবিত হইবে, যখন তাহারা উহার নিকটবর্ত্তী হইবে উহার দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইবে এবং উহার রক্ষী-গণ বলিবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হইবে। অনন্তর চিরকালের জন্য ইহার ভিতর প্রবেশ কর। ৭৪ । এবং তাহারা বলিবে, সেই আল্লার প্রশংসা হউক যিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে উত্তরাধিকারীসূত্রে বেহেশতের মধ্যে বাসস্থান দান করিয়াছেন যাহাতে ইহার যে কোন স্থানে ইচ্ছামত আমরা বসবাস করিতে পারি। অনন্তর সৎকর্ম্মশীলদেরই উৎকৃষ্ট

পুরস্কার। ৭৫। এবং তুমি দেখিবে ফেরেস্তাগণ সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রভুর গুণগাণ করিতেছে এবং স্থায়ের সহিত তাহাদের বিচার করা হইবে এবং ইহা বলা হইবে, যে নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের প্রশংসা হউক।

চত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা আল-মোমেন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। এই গ্রন্থ আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; তিনি শক্তিশালী ও জ্ঞানী; পাপ মার্জ্জনকারী ও তওবা গ্রহণকারী এবং কঠোর শাস্তি দাতা ও প্রাচুর্য্যের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তাঁহারই নিকট শেষ প্রত্যাবর্ত্তন।

৭।...হে আমাদের প্রভু তোমার দয়া ও জ্ঞান সমস্ত জিনিষে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব যাহারা তোমার নিকট অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং তোমার অনুসরণ করে তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

২০। চক্ষুর প্রবঞ্চনা এবং মানবহৃদয় যাহা গোপন করে, খোদা তাহা অবগত আছেন।

৫৫। অনন্তর তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল হও; খোদার প্রতিজ্ঞা সত্য এবং তোমাদের অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা কর এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তোমাদের প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন কর।

৬৭। তিনিই জীবন্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। অতএব তাঁহাকেই আহ্বান কর এবং অন্তরের সহিত তাঁহারই উপাসনা কর। সমস্ত জগতের প্রতিপালকের প্রশংসা হউক।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা হা-মিম

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২২। তোমরা নিজদিগকে গোপন করিতে পারিয়াছিলে না পাছে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং দেহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু তোমরা মনে করিয়াছিলে যে তোমরা যাহা কিছু করিয়াছিলে তাহার অধিকাংশ খোদা অবগত ছিলেন না। ২৩। তোমাদের প্রভুর সম্বন্ধে যে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে ইহাই তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এবং অনন্তর তোমরা ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ।

২৯। অবিশ্বাসীগণ বলিবে, হে আমাদের প্রভো! জ্বেন ও মানবগণের মধ্য হইতে, আমাদিগকে সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে প্রদর্শন কর যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিয়াছিল, যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে পারি ও যদ্দ্বারা তাহারা সর্ব্বনিম্নগামী হইতে পারে। ৩০। কিন্তু যাহারা বলে, "আল্লাই আমাদের প্রভু" পুনরায় সত্যপথে চলিতে থাকে তাহাদিগের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, "ভীত হইও না এবং দুঃখ করিও না এবং তোমাদিগকে যে বেহেশতের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল তাহার সুসংবাদ গ্রহণ কর। ৩১। এই পার্থিব

জীবনে ও পরলোকে আমরাই তোমাদের বন্ধু এবং তথায় তোমরা যাহা আশা করিবে এবং যাহা প্রার্থনা করিবে, তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবে। ক্ষমাশীল দয়ালু খোদার আতিথ্য।"

৩৬। যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুমি খোদার আশ্রয় গ্রহণ কর; তিনি শ্রোতা ও জ্ঞানী। ৩৭। সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রকে উপাসনা করিও না কিন্তু তাঁহাদের উভয়কে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই সমীপে নতশির হও যদি তুমি তাঁহাকে এবাদত করিতে চাও।

৪০। তোমার যাহা ইচ্ছা কর কিন্তু তুমি যাহা কিছু কর তাহা তিনি দেখিতেছেন।

৫১। যখন আমরা মানুষের প্রতি সদয় হই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং চলিয়া যায় কিন্তু যখন দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে, সে দীর্ঘ উপাসনায় রত হয়।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা আশ-শুরা

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৮। যদি খোদা ইচ্ছা করিতেন তিনি সমস্ত লোককে এক জাতি ও এক ধর্ম্মাবলম্বী করিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন এবং অসৎকর্ম্মীদের জন্য কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নাই। ৯। কিন্তু খোদাই মানবের একমাত্র প্রভু। তিনি মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সমস্ত দ্রব্যের উপর ক্ষমতাশীল। ১১। তাঁহার তুল্য কোন দ্রব্য নাই এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞানী। ১২। তাঁহারই আকাশ ও পৃথিবীর কোষাগার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা মুক্ত হস্তে অথবা কৃচ্ছভাবে দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জিনিষ অবগত আছেন।...১৩। তিনি তাহার জন্য যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মনোনীত করেন এবং যে সর্ব্বদা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাকে তিনি আপনার নিকট পরিচালিত করেন। ১৯। খোদা তাঁহার বান্দাদের প্রতি সদয়; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি জীবিকা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী।

২৪। খোদা মিথ্যাকে ধ্বংস করিবেন এবং সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি অন্তরের অতি গুহ্য কথাও অবগত আছেন। ২৫। তিনিই তাঁহার ভৃত্যদের অনুতাপ গ্রহণ করেন ও তাহাদের পাপ মার্জ্জনা করেন এবং তোমরা যাহা কর তাহা তিনি অবগত আছেন। ২৬। এবং যাহারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তর দান করেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর দান করেন; এবং অবিশ্বাসীগণ কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। ২৭। এবং আল্লাহ যদি তাহার বান্দাদের রেজেক বৃদ্ধি করেন তবে তাহারা পৃথিবীতে

বিদ্রোহ করিবে; কিন্তু তিনি স্বীয় ইচ্ছামত একটি পরিমাণ অনুসারে উহা প্রেরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাহার বান্দাদিগকে দেখিতেছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। ২৮। এবং তাহারা হতাশ হইবার পর তিনিই বারিধারা প্রেরণ করেন এবং তাহার দয়া প্রকাশ করেন এবং তিনিই রক্ষক এবং প্রশংসিত।

৩০। কোন দুর্ভাগ্যই তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা শুধু তোমরা তোমাদের নিজ হস্ত দ্বারা সৃষ্টি না করিয়াছ। তথাপি তিনি অনেক অপরাধ মার্জ্জনা করেন। ৩৫। যাহারা আমার নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাস করিবে তাহারা যেন জানে যে তাহাদের কোনই পরিত্রাণ নাই। ৩৭। এবং যাহারা ঘৃণিত পাপ ও কুকার্য্য বর্জ্জন করে এবং ক্রোধান্বিত হইলে মার্জ্জনা করে; ৩৮। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর বাণী গ্রহণ করে ও নামাজ পালন করে এবং পরস্পরের পরামর্শ দ্বারা যাহাদের কার্য্য পরিচালিত হয় এবং যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে; ৩৯। এবং যাহারা কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে আত্মরক্ষা করে। ৪০। এবং অসতের প্রতিশোধ তুল্য অসতের দ্বারাই হউক —অনন্তর যে ক্ষমা করে ও সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহতায়ালার নিকট তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। খোদা অসাধুদিগকে ভালবাসেন না। ৪৩। যে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে নিশ্চয়ই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমরা কিছু অস্বীকার করিতে পারিবে না।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা—আল-জাছিয়া

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২৬। বল, [হে মোহাম্মদ দঃ] খোদা তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অনন্তর তোমাদিগকে নিহত করেন এবং রোজ কেয়ামতে তোমাদের সকলকে সমবেত করিবেন। এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোকের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই।

২৮। তুমি (সেইদিন) প্রত্যেক জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে এবং তাহাদিগকে স্বীয় গ্রন্থের নিকট আহ্বান করা হইবে "তোমরা যাহা করিয়াছ, অদ্য তাহার ফল ভোগ করিবে। আমাদের এই পুস্তক তোমাদের সম্বন্ধে সত্য কথা বলিবে এবং তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা ইহাতে আমরা লিখিয়া রাখিয়াছি।"

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা—আল আহক্কাফ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। আকাশ, পৃথিবী ও তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সত্য ব্যতীরেকে আমরা তাহাদিগকে সৃষ্টি করি নাই এবং এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহারা অবস্থান করিবে। ৪। বল, খোদা ব্যতীত যাহাদিকে তোমরা আহ্বান কর তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ কি? আমাকে

দেখাও পৃথিবীর' কোন অংশটুকু তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে 'অথবা' আকাশের সৃষ্টি কার্য্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমার নিকট ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পুস্তক অথবা জ্ঞানের নিদর্শন আনয়ন কর?

১৫। আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদয় হইতে আদেশ করিয়াছি।......সে বলে, "হে প্রভো, যেহেতু তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে অনুগৃহীত করিয়াছ তজ্জন্য আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে দাও; এবং তোমার সন্তোষজনক সৎকার্য্য করিতে দাও ও আমার সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি কর এবং আমি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি ও তোমারই ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছি।" ১৬। ইহাদেরই সৎকার্য্য সমূহ আমরা গ্রহণ করি এবং তাহাদের অসৎকার্য্য সমূহকে উপেক্ষা করিব ও তাহারই বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই সত্যই তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল। ৩৩। তাহারা কি চিন্তা করে না যে খোদা যিনি, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের সৃষ্টিতে ক্লান্ত হন নাই, তিনি মৃত্যুকে জীবন দান করিতে সমর্থ নহেন? নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জিনিষের উপর ক্ষমতাশীল।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ছুরা মোহাম্মদ (দঃ)

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। যাহারা বিশ্বাস করে না এবং অন্যকে আল্লাহ তায়ালার পথ হইতে বিপথগামী করে আল্লাহ তাহাদের কার্য্যাবলী বিফলে পরিণত করিবেন; কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে এবং যাহা (হজরত মোহাম্মদের দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে তাহাদের অসৎকার্যাকে তাহাদের নিকট হইতে তিনি দূর করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবেন।

৭। হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা খোদাকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পদ দৃঢ় করিবেন। ১১। যেহেতু তাহারা বিশ্বাস করে সেজন্য খোদা তাহাদের রক্ষক এবং যেহেতু অবিশ্বাসীগণ তাহাকে বিশ্বাস করে না সেজন্য কেহই তাহাদের রক্ষক নাই।

১৫। ধর্ম্মভীরুদের জন্য যে বেহেশতের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা এই:—তাহাতে পানির নদী আছে তাহা কখনও কলুষিত হয় না এবং দুগ্ধের সরোবর আছে যাহার স্বাদ পরিবর্ত্তিত হয় না এবং সুরার স্বচ্ছতোয়া, যাহা পানকারীদের নিকট অতিশয় সুস্বাদু; এবং পরিষ্কৃত মধুর সরোবর। তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সেখানে তাহাদের জন্য সকল রকমের ফল রহিয়াছে। ইহা কি তাহাদের ভাগ্যে আছে যাহারা অনন্তকাল অগ্নি মধ্যে বাস করিবে এবং পাকস্থলী বিদীর্ণকারী ফুটন্ত গরম পানি যাহাদিগকে পানীয়স্বরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইবে?

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা—আল হোজোরাত

পরমদাতা করুণাময় আল্লার নামে

৯। যদি মোমেনদিগের মধ্যে দুই দল কলহ করে তবে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর; কিন্তু যদি একপক্ষ অপরের প্রতি অসদাচরণ করে তবে যে পর্য্যন্ত সে দল খোদার আদেশের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন না করে সে পর্য্যন্ত তাহাদেব বিপক্ষে যুদ্ধ কর অনন্তর যদি তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে ন্যায্যভাবে তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ কর; কারণ যাহারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করে খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন। ১০। বিশ্বাসীগণ পরস্পরের ভ্রাতা। অনন্তর তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর; এবং খোদাকে ভয় কর সম্ভবতঃ তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হইতে পার। ১১।...পরস্পরের নিন্দা করিও না অথবা খারাপ নাম দ্বারা ডাকিও না;...যাহারা এজন্য অনুতাপ করে না তাহারা নিশ্চয়ই অন্যায়কাবী ১২। হে বিশ্বাসীগণ! সর্ব্বদা সন্দেহ করা পরিত্যাগ কর, কারণ কতকগুলি সন্দেহ পাপজনক অথবা পরের দোষ অন্বেষণ করিও না কিম্বা অসাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা কর? নিশ্চয়ই তোমরা ইহা ঘৃণা করিবে। খোদাকে ভয় কর। খোদা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ও দয়ালু। ১৩। হে মানবগণ! আমরা তোমাদিগকে একটী পুরুষ ও একটী রমণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সম্প্রদায় ও পরিজনভুক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হইতে পার; নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে; নিশ্চয়ই খোদা জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ।

১৮। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর গুহ্য কথা খোদা অবগত আছেন এবং তোমরা যাহা কর খোদা তাহা দেখিতেছেন।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা ক্বাফ

পরমদাতা করুণাময় আল্লার নামে

১৬। আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার অন্তঃকরণ তাহাকে যাহা বলে আমরা তাহা জানি ; আমরা তাহার হৃৎপিণ্ডের শিরা হইতেও নিকটবর্ত্তী। ১৮। সে (মানুষ) এমন কোন কথা বলে না কিন্তু তাহার সহচর প্রহরী তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন (১)।

৩০। সেইদিন (রোজ কেয়ামতে) আমরা দোজখকে জিজ্ঞাসা করিব, "তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ?" এবং সে বলিবে "আর আছে কি?"
৩১। অদূরে পুণ্যাত্মগণের জন্য বেহেশত নিকটবর্ত্তী করা হইবে। ৩২। ইহা তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল। ইহা প্রত্যেকের জন্য যে কেহ অবিরত খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সীমাতিক্রম করে না ; ৩৬। এবং নিভৃতে দয়ালু খোদাকে ভয় করে এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসে।

(১) মানুষের সঙ্গে দুইজন ফেরেশতা থাকেন ; তাহাদের নাম 'কেরামান কাতেবিন' অর্থাৎ সম্মানিত লেখক। ইহারা মানুষের যাবতীয় কার্য্য পাপ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন।

এক পঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা আজ-জারিয়াত

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২১। তোমাদের আত্মার মধ্যেও তাঁহার নিদর্শন আছে। অতঃপব তোমরা কি দেখিবে না? ৫৬। আমাকে এবাদত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি কোন জ্বেন ও মানবকে সৃষ্টি করি নাই। ৫৭। আমি তাহাদের নিকট হইতে কোন জীবিকা আশা করি না এবং আমি ইহাও আশা করি না যে তাহারা আমাকে আহার করাইবে। ৫৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ রেজেক (জীবিকা) দাতা ক্ষমতাশালী ও পরাক্রমশীল।

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা আন-নজম

পবমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২। তোমাদের সহচর (অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ দঃ) ভুল করেন নাই অথবা বিপথে চালিত হয়েন নাই। ৩। শুধু ভাবের আবেগে তিনি কোন কথা বলেন না। ৪। এই কোরআন শরিফ তাঁহার নিকট অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়; ৫। মহাজ্ঞানী ও শক্তি-শালী খোদা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন; অনন্তর তিনি অধ্যাত্ম জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ৩২। যাহারা লঘু পাপ ব্যতীত মহাপাপ ও অশ্লীল কার্য্য পরিত্যাগ করে, তোমার প্রভু তাহাদের প্রতি খুব সদয় ও ক্ষমাশীল হইবেন।

৩৯। মানুষ যাহা চেষ্টা করে তদ্ব্যতীত সে কিছু পাইবে না;
৪০। এবং তাঁহার চেষ্টা শীঘ্রই দৃষ্ট হইবে। ৪১। অনন্তর সে উহার
জন্য পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হইবে। ৪২। এবং তোমার প্রতিপালকের
নিকটেই সমস্ত দ্রব্যের পরিণতি।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা—আল-কামার

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪৭। পাপীগণ সত্যসত্যই ভ্রান্তি ও দুঃখ মধ্যে অবস্থান করিতেছে।
এবং আমরা কোরআন শরিফকে স্মরণ রাখিবার পক্ষে সহজ করিয়াছি
কিন্তু কেহ আছে কি যে তাহাতে মনোযোগ দিবে?

৪৯। আমরা প্রত্যেক জিনিষ একটি পরিমাণ অনুসারে সৃষ্টি
করিয়াছি। ৫০। চক্ষুর পলকের মতই আমাদের একমাত্র আদেশ।
৫৩। ছোট বড় প্রত্যেক জিনিষই লিপিবদ্ধ হয়।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা আর-রহমান

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। পরম দয়ালু খোদা ২। কোরআন শরিফ শিক্ষা দিয়াছেন। ৩। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪। তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ৫। সূর্য্য ও চন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ৬। এবং উদ্ভিদ ও বৃক্ষ সকল তাঁহাকে ছেজদা (প্রণিপাত) করে।

২৬। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংস হইবে। ২৭। শুধু তোমার মহিমান্বিত ও সম্মানিত প্রভুর বদনমণ্ডল চিরকাল প্রোজ্জ্বল থাকিবে। ২৮। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহটি তোমরা অস্বীকার করিবে?

২৯। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার নিকট আবেদন করে এবং প্রত্যহ তিনি নূতন কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

৩৩। হে সমবেত জ্বেন ও মানবমণ্ডলী, যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমা লঙ্ঘন করিতে চাও তবে তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা কর কিন্তু আমাদের ক্ষমতা ব্যতীত কখনও তাহা তোমরা পারিবেনা।

৪১। পাপীগণ তাহাদের চিহ্ন দ্বারা পরিচিত হইবে।...

৪৬। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে তাহার জন্য দুইটী বাগান রহিয়াছে। ৪৭। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহটি তোমরা অস্বীকার করিবে?

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়

আল-অকেয়া

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৭৭। নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কোরআন। ৭৮। সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ৭৯। পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত ইহা স্পর্শ করা হইবে না। ৮০। ইহা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের প্রত্যাদেশ।

৮৫। যদিও আমরা তোমাদের চেয়ে তোমাদের কণ্ঠনালীর সন্নিকটে তথাপি তোমরা আমাদিগকে দেখিতে পাও না।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা আল-হাদিদ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। ২। তাঁহারই আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য। তিনি জীবিত ও নিহত করেন এবং তিনি সমস্ত দ্রব্যের উপর শক্তিশালী। ৩। তিনিই প্রথম ও শেষ; তিনিই প্রকাশ্য ও গুপ্ত। তিনি সমস্ত জিনিষ অবগত আছেন। ৪। তিনিই ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী

সৃষ্টি করেন অত পর স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু তথা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা অবতরণ করে ও যাহা তথায় উত্থিত হয় সমস্তই তিনি অবগত আছেন। তোমরা যেখানেই থাক খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তোমাদের সমুদয় কার্য্য লক্ষ্য করিতেছেন। ..৬। তিনি রজনীকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি হৃদয়ের অতি গোপন কথাও অবগত আছেন। ৭। আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের প্রতি বিশ্বাস কর এবং খোদা তোমাদিগকে যে সমস্ত দ্রব্যের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে দান কর, কারণ তোমাদের মধ্যে যে কেহ বিশ্বাস করে এবং জাকাত দেয় তাহার জন্য মহৎ পুরস্কার। ৯। তিনিই তাঁহার ভৃত্যের প্রতি স্পষ্ট বাণী প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি (তাঁহার ভৃত্য) তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করিতে পারেন; নিশ্চয়ই খোদা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও সদয়। ১০। তোমাদের কা (কৈফিয়ত) আছে যে তোমরা খোদার পথে ব্যয় করিবে না? খোদাই আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। ..১১ যে ব্যক্তি আল্লাহকে করজে হাছানা (উত্তম ঋণ) দান করিবে, (অর্থাৎ যে কেহ খোদার পথে ব্যয় করিবে) তিনি তাহার দ্বিগুণ দান করিবেন এবং তাহার জন্য মহৎ পুরস্কার

১২। সেই দিবস তুমি বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদিগের সম্মুখে আলো নৃত্য করিতে, এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্তে আলোক দেখিতে পাইবে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবে, "অদ্য তোমাদের জন্য সেই সমস্ত জান্নাতের খোশ খবর দেওয়া যাইতেছে, যাহাদের তলা দিয়া নহর ছুটিতেছে এবং যেখানে তোমরা চিরকাল বাস করিবে। ইহাই মহা আশীর্ব্বাদ। ১৩। সেইদিন মোনাফেক (কপট) পুরুষ ও নারী উভয়েই বিশ্বাসীদিগকে বলিবে, "আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর যাহাতে আমরা তোমাদের আলোকের সাহায্যে আমাদের আলো জ্বালিতে পারি

(কিন্তু তাহাদিগকে) বলা হইবে, " তোমরা ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের জন্য আলো অনুসন্ধান কর।" অনন্তর তাহাদের উভয় দলের ভিতরে দ্বার সংযুক্ত এক বৃহৎ প্রাচীর উত্তোলন করা হইবে যাহার ভিতর দিকে 'দয়া' এবং সম্মুখে ও বাহিরে 'শাস্তি' থাকিবে। ১৪। কপটগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিবে, " আমরা কি তোমাদের সাথী ছিলাম না? তাহারা বলিবে, "হুঁ।" তবে তোমরা প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলে, অযথা বিলম্ব করিয়াছিলে এবং সন্দেহ করিয়াছিলে এবং যে সমস্ত উত্তম দ্রব্যের জন্য তোমরা প্রার্থনা করিয়াছিলে খোদার বিচার না আসা পর্য্যন্ত তোমাদিগকে তাহা প্রতারিত করিয়াছিল এবং প্রতারক তোমাদিগকে খোদা সম্বন্ধেও প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। ১৫। অতএব অদ্য তোমাদের নিকট হইতে অথবা অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে ইহার জন্য কোন দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা হইবেনা। নরকই তোমাদের বাসস্থান এবং উহাই তোমাদের বন্ধু এবং নিকৃষ্ট বাসস্থান।"

২০। জানিও এই পার্থিব জীবন শুধু একটা ক্রীড়া, আমোদ ও বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র এবং তোমাদের বৃথা গর্ব্বের কারণ, এবং ধন সম্পত্তি ও পুত্র কন্যার বিবৃদ্ধি বাদলের পর চারা গাছের মত—কৃষকগণ তাহাদের উৎপত্তি দেখিয়া আনন্দিত হয় অনন্তর তাহারা শুষ্ক হয় এবং তুমি তাহাদিগকে হলুদ বর্ণ দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাহারা মস্তক-হীন শিকড়ে পরিণত হয়।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ছুরা আল-মোজাদেলা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬। সেই দিন খোদা পুনরায় সকলকে জীবন দান করিবেন এবং তাহাদের কার্য্যাবলী তাহাদিগকে বর্ণনা করিবেন। খোদা সেগুলির হিসাব রাখিয়াছেন, যদিও তাহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, খোদা সমস্ত বিষয়ের সাক্ষ্য। ৭। তুমি কি দেখনা আকাশ পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই খোদা অবগত আছেন? তিন জন লোক একত্রে গোপনে কথা বলে না কিন্তু তিনি তাহাদের চতুর্থ, অথবা পাঁচ জন তিনি তাহাদের ষষ্ঠ অথবা ইহাপেক্ষা অল্প কিম্বা অধিক, কিন্তু যেখানেই তাহারা অবস্থান করুক তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন। এবং খোদা সমস্ত জিনিষ জ্ঞাত আছেন।

উনষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আল-হাশর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১৮। ও হে বিশ্বাসী! খোদাকে ভয় কর; এবং আগামী দিবসের জন্য প্রত্যেক আত্মা যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা সে স্মরণ করুক। নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর খোদা তাহা অবগত আছেন। ১৯। যাহারা খোদাকে ভুলিয়া যায়, তোমরা তাহাদের মত হইও না; এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের আত্মা ভুলিয়া যাইতে দিয়াছেন। (১ ইহারাই

সীমাতিক্রমকারী। ২০। দোজখের অধিবাসী ও বেহশতবাসীগণ কখন ও সমান বলিয়া গণ্য হইবেনা ; বেহেশতবাসীগণই সিদ্ধকামী। ২১। যদি আমরা এই কোরআনকে কোন পর্ব্বতের উপর অবতরণ করাইতাম তবে নিশ্চয়ই তুমি তাহা নত হইতে, এবং খোদার ভয়ে বিদীর্ণ হইতে দেখিতে পাইতে ; এবং এই সমস্ত দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য উপস্থিত করি যাহাতে তাহারা চিন্তা করে। ২২। তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত পদার্থই অবগত আছেন। তিনি পরম দাতা ও করুণাময়। ২৩। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই ; তিনি বাদশাহ, পবিত্র, শান্তিদাতা বিপদ ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, সর্ব্বশক্তিমান, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী : যাহা তাহারা তাঁহার সহিত সংযোগ করে তাহা হইতে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষিত হউক। ২৪। তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টি কর্ত্তা, প্রস্তুত কর্ত্তা এবং গঠন কর্ত্তা ; তাঁহারই উৎকৃষ্ট নাম। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার প্রশংসা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।

একষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আছ ছাফ্

পরমদাতা করুণাময় আল্লার নামে

৩। খোদার নিকট তাহাই অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য তোমরা যাহা বল অথচ করনা। ৮। তাহারা ফুঁৎকারদিয়া খোদার আলো নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু খোদা তাঁহার আলোক পূর্ণ করিবেন যদিও অবিশ্বাসীগণ ঘৃণা করে। ৯। তিনিই তাঁহার রছুলকে শিক্ষা ও সত্য ধর্ম্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি উহাকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রাধান্য প্রদান করিতে পারেন যদিও মোশরেকগণ ঘৃণা করে।

১০। হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদিগকে সেই বাণিজ্যের অনুসন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে ভয়ঙ্কর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে? ১১। (তাহা এই যে তোমরা) খোদা ও তাঁহার রছুলের প্রতি বিশ্বাস কর এবং খোদার পথে তোমাদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণ দিয়া আগ্রহের সহিত যুদ্ধ কর; ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা ইহা জানিতে। ১২। তিনি তোমাদের পাপ সকল ক্ষমা করিবেন এবং সেই সমস্ত উদ্যানে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্ন দিয়া জলধারা বহিতেছে—এদেন উদ্যানের পবিত্র সুরম্য বাসগৃহে। ইহা মহৎ আশীর্ব্বাদ; ১৩। এবং অন্যান্য জিনিষ যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন—খোদার সাহায্য ও নিকটবর্ত্তী বিজয়। বিশ্বাসীগণকে এই সংবাদ দান কর।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আল-জুম'আ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৯। হে বিশ্বাসীগণ! জুম'আর দিন (শুক্রবার) যখন নামাজের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করা হয় তখন খোদাকে স্মরণ করিতে দ্রুত অগ্রসর হও এবং তোমাদের বাণিজ্য পরিত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা বুঝিতে। ১০। অনন্তর নামাজ সমাপন অন্তে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হও এবং খোদার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর; এবং যাহাতে তোমাদের কল্যাণ হয় তজ্জন্য খোদাকে অত্যধিকবার স্মরণ কর। ১১। এবং যখন তাহারা বাণিজ্য অথবা ক্রীড়া দেখিতে পায় তাহারা তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই রত হয়; বল, যাহা খোদার নিকট তাহা ক্রীড়া এবং বাণিজ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; এবং আল্লাহ উত্তম পালন কর্ত্তা।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আল মোনা-ফেকুন

পরমদাতা করুণাময় আল্লার নামে

৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন সম্পত্তি, এবং সন্তানগণ যেন তোমাদিগকে খোদার স্মরণ হইতে বিস্মৃত না করে। যে কেহ এরূপ করিবে (অর্থাৎ খোদাকে ভুলিয়া যাইবে) নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। ১০। এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও মৃত্যু আক্রমণ করিলে

যখন সে বলে, "হে প্রভো তুমি কি আমাকে অতি নিকটবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত অব্যাহতি দিবেনা যাহাতে আমি ভিক্ষা দান করিতে পারি এবং ন্যায় পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি", তৎপূর্ব্বেই আমরা তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর। ১১। (কারণ) খোদা কোন কারণেই কোন আত্মাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে অব্যাহতি দিবেন না; এবং তোমরা যাহা কর খোদা তাহা অবগত আছেন।

চতুর্ষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আত-তাগাবন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১১। খোদার আদেশ ব্যতীত কোন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় না; এবং যে কেহ খোদার প্রতি বিশ্বাস করে, তাহার অন্তঃকরণ তিনি সৎপথে চালিত করিবেন। খোদা সমস্ত জিনিষ অবগত আছেন।

১৩। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। বিশ্বাসীগণ অনন্তর খোদার প্রতি বিশ্বাস করুক। ১৪। হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যেই তোমাদের শত্রু; অনন্তর তাহাদের আক্রমণ হইতে সাবধান থাক (১)। ১৫। তোমাদের ধন সম্পত্তি, পুত্র কন্যা শুধু একটা পরীক্ষা। ১৬। তোমাদের সাধ্যানুরূপে খোদাকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর ও বাধ্য হও। স্বীয় কল্যাণের জন্য সৎপথে ব্যয় কর; কারণ এইরূপ যাহারা তাহাদের লোভ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহাদের উন্নতি হইবে।

---

(১) কারণ এরূপ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মানুষ তাহার স্ত্রী এবং পুত্র কন্যার জন্য অনেক সময় অপরের ক্ষতি অনুসরণ করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের জন্য অনেক সময়ই সে অন্যায় কার্য্য করিতে প্রলুব্ধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রী, ও ব্র র .

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

• ছুরা আত-তালাক

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। যে খোদার আদেশ অমান্য করে, নিশ্চয়ই সে নিজেকে বিপদ-গ্রস্থ করে। ২।...এবং যে খোদাকে ভয় করে তাহাকে তিনি সুফল প্রদান করিবেন ; ৩। এবং যে স্থান হইতে সে আশা করে নাই, তথা হইতে তিনি তাহাকে জীবিকা প্রদান করিবেন ; এবং যে খোদার প্রতি নির্ভর করে, তাহাকে তিনি সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিবেন। খোদা নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবেন। প্রত্যেক জিনিষের জন্য তিনি সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৪। যে তাঁহাকে ভয় করে, খোদা তাহার প্রতি তাঁহার আদেশ সহজ করিবেন। ৭। খোদা বিপদের পর সুখের সৃষ্টি করিবেন। ১২। তিনিই আল্লাহ, যিনি সপ্তাকাশ ও তৎসদৃশ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে তাঁহার আদেশ অবতরণ করিতে থাকে, যদ্দারা তোমরা জানিতে পার যে সমস্ত দ্রব্যের উপর খোদার ক্ষমতা আছে এবং খোদাই প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত জিনিষ তাঁহার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

ছুর আত-তাহরিম

পরমদাতা করুণাময় ও আল্লার নামে

৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগকে ও তোমাদের পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর মানুষ ও প্রস্তর যাহার ইন্ধন এবং যাহার তত্ত্বাবধানে ভীষণকায় ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ রহিয়াছে। খোদা যাহা তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা অবাধ্য হয়না এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। ৭। হে অবিশ্বাসীগণ। অদ্য তোমাদের জন্য কোন প্রকারের কারণ দর্শাইও না তোমাদের কার্য্যানুসারে তোমরা পুরস্কৃত হইবে। ৮। হে বিশ্বাসীগণ! পূর্ণ ও প্রকৃত অনুতাপের সহিত খোদার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর। হয়ত খোদা তোমাদের পাপ মার্জ্জনা করিবেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

ছুরা আল্‌-মোল্‌ক্‌

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। তিনিই পবিত্র যাহার হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং সমস্ত দ্রব্যের উপর যিনি ক্ষমতাশীল। ২। কে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৎ-কর্ম্মশীল হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই পরাক্রমশীল ও ক্ষমাকারী। ৩। তিনিই পর পর সপ্তাকাশ সৃজন করিয়াছেন। সেই দয়ালু খোদার সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি লক্ষ করিবেনা। পুনরায় দৃষ্টিপাত কর, কোন দোষ দেখিতে

পাও কি? ৪। পুনর্ব্বার আরও দুইবার দৃষ্টিপাত কর তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও নিষ্প্রভ হইয়া ফিরিবে। ৫। এবং নিশ্চয় আমরা নিম্নতম আকাশকে আলোক মালা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে শয়তানগণের ভবিষ্যৎ গণনার অবলম্বন স্বরূপ স্থাপন করিয়াছি; এবং আমরা তাহাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৬। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি অবিশ্বাস করে তাহাদের জন্য দোজখের শাস্তি রহিয়াছে; এবং তাহা নিকৃষ্ট বাসস্থান। ৭। যখন তাহারা তথায় নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা উহার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিবে এবং উহা উদ্বেলিত হইবে; ৮। ক্রোধে উহা প্রায় বিদীর্ণ হইবে। যখন তাহাদের একদল উহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে উহার রক্ষকগণ বলিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসিয়াছিলেন না? ৯। তাঁহারা বলিবে, হাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসিয়াছিলেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে প্রত্যাখান করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ কিছু প্রত্যাদেশ করেন নাই। তোমারা শুধু ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছ। ১০। এবং তাহারা বলিবে যদি আমরা শ্রবণ করিতাম ও চিন্তা করিতাম তবে আমরা জ্বলন্ত অগ্নির অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।" ১২। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে নিভৃতে ভয় করে তাহাদের জন্য মার্জ্জনা ও মহৎ পুরস্কার রহিয়াছে। ১৩। তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথা অবগত আছেন। ১৪। তিনি কি জানেন না কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি সূক্ষ্মতম বিষয়ে জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ। ১৫। তিনিই তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন অতএব ইহার প্রশস্ত পথে বিচরণ কর এবং তাহার প্রদত্ত জীবিকা হইতে আহার কর; এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯।......নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জিনিষ দেখিতে পান। ২০। সেই দয়ালু খোদার বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে কে দলবদ্ধ হইতে পারে? অবিশ্বাসীগণ শুধু প্রতারণার মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ২১। অথবা এমন কে আছে যে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিবে যদি তিনি তাহা বন্ধ করেন? ২৩। বল, তিনিই তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে সন্তান সন্ততিতে বৃদ্ধি করেন এবং তাঁহারই নিকট তোমরা সমবেত হইবে। ২৫। এবং তাহারা বলে, কখন সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইবে? ২৬। বল, সে সম্বন্ধে খোদাই একমাত্র জ্ঞানী এবং আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। ২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিবে তখন অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইবে এবং বলা হইবে ইহাকেই তোমরা আহ্বান করিয়াছিলে। ২৮। বল, তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ যে যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সহচরদিগকে ধ্বংশ করেন——বরং তিনি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন—তথাপি অবিশ্বাসীদিগকে কে বেদনাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে? ২৯। বল, তিনি পরম দয়ালু খোদা, আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করি এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করি। অনন্তর তোমরা অবগত হইবে কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আল-হাক্ক

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১৮। সেই দিবস তোমাদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং তোমাদের কোন গুপ্ত কার্য্যই অপ্রকাশ থাকিবেন। ৪০। নিশ্চয় ইহা অত্যন্ত সম্মানিত রছুলের বাণী। ৪১। এবং ইহা কোন কবির কথা নয়, অতি অল্পই তোমরা বিশ্বাস কর। ৪২। অথবা ইহা কোন দৈবজ্ঞের কথা নয় অতি অল্পই তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৪৩। ইহা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রত্যাদেশ।

সপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আল-মেয়ারাজ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৮। সেই দিবস আকাশ দ্রবীভূত পিত্তলে পরিণত হইবে। ৯। এবং পর্ব্বতগুলি ধুনিত লোম সদৃশ হইবে। ১০। বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না। ১১। যদিও তাহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। দুর্ব্বৃত্ত সেই দিবস তাহার সন্তানদের বিনিময়ে, ১২। তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতার পরিবর্ত্তে ১৩। ও তাহার আশ্রয়দাতা আত্মীয় স্বজনের পরিবর্ত্তে; ১৪। এবং এমন কি পৃথিবীর যাবতীয় লোক বিনিময়েও যদি সে তাহার শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত তবে তাহাতেও সে সন্তুষ্ট হইত; ১৫। কিন্তু তাহা হইবে না।

১৯। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য্য করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে; ২০। যখন অমঙ্গল তাহাকে স্পর্শ করে সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়; ২১। এবং যখন সুখে থাকে তখন কৃপণ হয়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আল-জ্বিন।

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২০। বল, আমি শুধু আমার খোদাকে আহ্বান করি এবং কাহাকেও তাঁহার শরিক করি না। ২২। বল, কেহই আমাকে খোদার বিরুদ্ধে রক্ষা করিতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়-স্থল দেখিনা। ২৬। তিনি অদৃশ্য জ্ঞাত আছেন। তিনি কাহারও নিকট তাঁহার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেন না; ২৭। শুধু সেই মহা-পুরুষের নিকট যাঁহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আল-মোজ্জাম্মেল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৮। তোমার প্রভুর নাম স্মরণ কর এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি মগ্ন হও। ৯। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের তিনিই প্রভু। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, অনন্তর তাঁহাকেই তোমার রক্ষক বলিয়া গ্রহণ কর। ১০। এবং তাহারা যাহা বলে ধৈর্য্যের সহিত তাহা সহ্য কর এবং উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।

১১। আমাকে এবং সম্পদশালী মিথ্যাবাদীগণকে পরিত্যাগ কর। এবং কিয়ৎকালের জন্য তাহাদিগকে অব্যাহতি দাও। ১২। নিশ্চয়ই

আমাদের নিকট শৃঙ্খল, জ্বলন্ত অগ্নি, ১৩। এবং শ্বাসরুদ্ধকর খাদ্য এবং বেদনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। ১৪। যে দিবস আকাশ ও পর্ব্বতগুলি প্রকম্পিত হইবে এবং পর্ব্বতগুলি স্তুপিকৃত ধুলিরাশি সদৃশ হইবে। ১৭। অনন্তর যেদিন শিশুকে বার্দ্ধক্যে পরিণত করিবে সেইদিন তোমরা কিরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিবে যদি তোমরা অবিশ্বাস কর? ১৮। আকাশ সেদিন বিদীর্ণ হইবে; তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। ১৯। নিশ্চয়ই ইহা একখানি সতর্কীকরণ গ্রন্থ; অতঃপর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করিতে পারে। ২০।...এজগতে ইতিপূর্ব্বে তোমাদের জন্য যাহা কিছু ভাল প্রেরণ করিবে খোদার নিকট তাহার উৎকৃষ্ট ও মহৎ পুরস্কার দেখিতে পাইবে। খোদার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

চতুঃসপ্ততিম অধ্যায়

ছুরা আল-মুদ্দাচ্ছের

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৩। তোমার প্রভুর মহিমা প্রচার কর, ৪। তোমার পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখ; ৫। এবং তোমার অপরিচ্ছন্নতা পরিত্যাগ কর; ৭। এবং তোমার প্রভুর জন্য ধৈর্য্যশীল হও।

ষটসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আদ-দোহার

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। মানুষের প্রতি কি একটা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় নাই যখন সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল? ২। নিশ্চয়ই স্ত্রী পুরুষের সংমিশ্রন হইতে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তাহাকে আমরা পরীক্ষা করিতে পারি। অনন্তর আমরা তাহাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দান করিয়াছি। ৩। নিশ্চয়ই সৎপথে তাহাকে আমরা পরিচালিত করিয়াছি সে কৃতজ্ঞ অথবা অকৃতজ্ঞ হউক। ৮। তাহারা (পুণ্যাত্মগণ) তাঁহার ভালবাসার জন্য দরিদ্র, অনাথ ও ক্রীতদাসদিগকে আহার্য্য প্রদান করে। ৯। (এবং বলে) আমরা শুধু আল্লার (সন্তুষ্টি বিধানের) জন্য তোমাদিগকে আহার্য্য প্রদান কবি, তোমাদের নিকট হইতে আমরা কোন পুরস্কার বা ধন্যবাদ আশা করিনা। ১০। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে কষ্টকর ও দুঃখজনক দিনের আশঙ্কা করি। ১১। সুতরাং খোদা তাহাদিগকে সেই দিনের বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে সুখ ও শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন; ১২। এবং যেহেতু তাহারা ধৈর্য্যশীল ছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে কানন-কলাপ ও রেশমের বস্ত্র দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন, ১৩। তথায় তাহারা উচ্চ পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থান করিবে এবং সূর্য্যের উত্তাপ কিম্বা অত্যধিক শীত দেখিতে পাইবেনা। ১৪। ইহার ছায়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবে ও ইহার ফলগুলি তাহাদের নাগালের মধ্যে আসিবে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আল-মোরছালাত

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪১। নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণগণ ছায়ানিবিড় বিটপি শ্রেণী ও স্বচ্ছ-তোয়ার মধ্যে বাস করিবে। ৪২। এবং তাহারা যে কোন প্রকারের ফল ইচ্ছামাত্রেই প্রাপ্ত হইবে। ৪৩। তোমাদের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ যদেচ্ছা আহার ও পান কর। ৪৪। এইরূপে আমরা সৎকর্ম্ম-শীলদিগকে পুরস্কৃত করি। ৪৫। আজ আক্ষেপ সেই ব্যক্তিদের জন্য যাহারা খোদার নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করিয়াছিল। ৪৬। "আহার কর ও সামান্য কিছু কাল উপভোগ কর নিশ্চয়ই তোমরা পাপাসক্ত ছিলে"। ৪৭। আক্ষেপ আজ তাহাদের জন্য যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। ৪৮। যখন তাহাদিগকে নতজানু হইতে বলা হইল তাহারা নতজানু হইল না। ৪৯। আক্ষেপ আজ তাহাদের জন্য যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। ৫০। অতঃপর তাহারা ইহা ব্যতীত আর কোন্ প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করিবে?

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

ছুরা আন্-নবা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৩১। নিশ্চয়ই ধর্ম্মভীরুদের জন্য পুণ্য আবাস ভূমি; ৩২। প্রাচীর বেষ্টিত কানন কলাপ ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্র; ৩৩। এবং উন্নত বক্ষ বিশিষ্টা যুবতী বৃন্দ ও তাহাদের সমবয়স্কগণ। ৩৪। এবং পরিপূর্ণ পেয়ালা। ৩৫। সেখানে তাঁহারা কোনরূপ বাহুল্য আলোচনা বা মিথ্যা কথা শুনিতে পাইবেন না। ৩৬। তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মহৎ পুরস্কার পরিমিত দান। ৩৭। আকাশ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের যাহা কিছু আছে সমস্তের পালন কর্ত্তা সেই দয়ালু খোদা; কিন্তু কোন কথাই তাহারা তাঁহার নিকট বলিতে সমর্থ হইবেনা। ৩৮। সেই দিবস আত্মা ও ফেরেশতাগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইবে কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিবেনা, শুধু সে ব্যতীত যাহাকে দয়ালু খোদা অনুমতি দিবেন এবং যে ন্যায্য কথা বলে। ৩৯। সেই সত্যকার দিবস; অনন্তর যে ইচ্ছা করে সে খোদার পথ গ্রহণ করুক। ৪০। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদিগকে নিকটবর্ত্তী শাস্তি হইতে সাবধান করি। সেই দিবস মানুষ যাহা পূর্ব্বে তাহার হস্তদ্বয় প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিতে পাইবে এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলিবে, "হায় আমি যদি মাটিতে মিশিয়া যাইতাম!"

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

ছুরা আন-নাজেয়াত

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৩৫। সেই দিন মানুষ যাহা চেষ্টা করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিবে; ৩৬। এবং যে দেখিতে পায় দোজখ তাহার নিকট দৃশ্যমান হইবে। ৩৭। অনন্তর তাহার জন্য যে বিদ্রোহ করে ৩৮। ও পার্থিব জীবন পছন্দ করে ৩৯। নিশ্চয়ই দোজখ তাহার বাসস্থান ৪০। এবং তাহার জন্য যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে এবং তাহার আত্মাকে নীচ বাসনা হইতে বিরত রাখিয়াছে, ৪১। অনন্তর নিশ্চয় বেহেশত তাহার বাসস্থান।

অশীতিতম অধ্যায়

ছুরা আ-বাছা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১৭। অভিশপ্ত মানব! সে কিরূপ অকৃতজ্ঞ? ১৮। কোন্ দ্রব্য হইতে খোদা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৯। (আত্র) জীবাণু হইতে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরিমান অনুসারে দেহের গঠন করিয়াছেন। ২০। অনন্তর গর্ভ হইতে তাহাকে সহজে বহির্গত করিয়াছেন। ২১। অনন্তর তাহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছেন এবং সমাধিস্থ করিয়াছেন ২২। এবং পুনরায় যখন খুসি তাহাকে জীবিত করিবেন। ২৩। না! তিনি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে এখনও তাহা পালন করে নাই।

একাশীতিতম অধ্যায়

ছুরা আত-তাকবির

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৭। যখন আত্মাগুলিকে সম্মিলিত করা হইবে, ১০। যখন আমল নামার পৃষ্ঠাগুলি বিস্তার করা হইবে, ১১। যখন আকাশ নির্ম্মুক্ত হইবে ১২। যখন দোজখ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে; ১৩। এবং বেহেশত যখন নিকটবর্ত্তী করা হইবে। ১৪। প্রত্যেক আত্মা যাহা করিয়াছে তাহা তখন জানিতে পারিবে। ১৯। নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত রছুলের বাণী, ২০। তিনি শক্তিশালী, সিংহাসনের মালিকের নিকট সম্মানিত। ২৫। এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নহে।

২৬। অনন্তর তোমরা কোথায় যাইতেছ? ২৭। নিশ্চয়ই ইহা সমস্ত জগতের জন্য সতর্কীকরণ বাণী। ২৮। এবং তোমাদের ভিতর হইতে সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্য পথে যাইতে ইচ্ছা করে। ২৮। তোমরা কখনও তাহা ইচ্ছা করিবে না যগুপি সমস্ত জগতের প্রতিপালক খোদা ইচ্ছা না করেন।

চতুরাশীতিতম অধ্যায়

ছুরা-ইনশেকাক

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬। হে মানব! তোমার প্রতিপালকের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিবে, অনন্তর তুমি তাহার মিলনলাভ করিবে। ৭। অতঃপর যাহার দক্ষিণ হস্তে পুস্তক (আমল নামা) প্রদান করা হইবে, ৮। সহজেই তাহার হিসাব গ্রহণ করা হইবে। ৯। এবং আনন্দের সহিত সে আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ১০। অনন্তর যাহার পশ্চাৎদিকে পুস্তক প্রদান করা হইবে। ১১। সে ধ্বংশকে আহ্বান করিবে। ১২। এবং জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিবে। ১৩। নিশ্চয়ই সে ইতিপূর্ব্বে তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে সুখে বিচরণ করিতেছিল। ১৪। সে মনে করিয়াছিল সে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিবেনা। ১৫। নিশ্চয়ই তাহার প্রতিপালক সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতেছেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-বুরুজ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১০। যাহারা বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদিগকে কষ্ট দিয়াছে অতঃপর অনুতাপ করে নাই তাহারা দোজখের শাস্তি ও অসহ্য অগ্নির দণ্ড সহ্য করিবে। ১১। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকার্য্য সমূহ পালন করিয়াছে, তাহাদের জন্য সেই সমস্ত বাগান যাহার ছায়াতল দিয়া নদী প্রবাহিত হয়। ইহা মহৎ আশীর্ব্বাদ। ১২। নিশ্চয়ই তোমার

প্রতিপালকের (প্রতিশোধ গ্রহণের) ক্ষমতা ভীষণ। ১৩। তিনিই সমস্ত জিনিষ উৎপাদন ক'রন ও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করান। ১৪। এবং তিনি দয়ালু ও প্রেমময়। ১৫। তিনি মহিমান্বিত সিংহাসনের অধিকারী। ১৬। এবং যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়

ছুরা আত-তারিক

পরম দাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪। প্রত্যেক আত্মার জন্য একজন প্রহরী রহিয়াছে। ৫। অনন্তর মানুষ চিন্তা করুক কোন দ্রব্য হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে। ৬। প্রবাহমান পানী হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে, ৭। যাহা (পিতার) পৃষ্ঠদেশ ও (মাতার) বক্ষ পঞ্জর মধ্য হইতে নির্গত হয়। ৮। নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ। ৯। যে দিন গুপ্ত জিনিষ প্রকাশ করা হইবে, ১০। (সে দিন) তাহার কোন শক্তি অথবা সাহায্যকারী থাকিবে না।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-আ'লা

পরমদাতা ও করুণাময় অল্লার নামে

১। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর প্রশংসা কর, ২। যিনি সমস্ত জিনিষ সৃষ্টি ও পরিমাপ করিয়াছেন ৩। তিনি তাঁহার অদৃষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে চালিত করিয়াছেন। ১৪। অনন্তর সেই সুখী যে পবিত্র হইয়াছে, ১৫। এবং যে তাহার প্রভুর নাম স্মরণ করে ও তাঁহার উপাসনা করে। ১৬। বরং তোমরা এই পার্থিব জীবন অধিকতর পছন্দ কর, ১৭। যদিও পরলোক উৎকৃষ্টতর ও অধিক কাল স্থায়ী।

উননবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-ফাজর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

২০। তোমরা অত্যধিক পরিমানে অর্থ সম্পদ ভালবাস। ২১। হাঁ, কিন্তু পৃথিবী যেদিন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে ২২। এবং তোমার প্রতিপালক, এবং ফেরেশতাগণ যখন দলে দলে উপস্থিত হইবে ২৩। এবং সেইদিন দোজখকে উপস্থিত করা হইবে—মানুষ তখন নিজের কথা স্মরণ করিবে, কিন্তু সে স্মরণে তাহার কী সাহায্য হইবে? ২৪। সে বলিবে "হায়, যদি আমার জীবনকে ইহার জন্য প্রস্তুত রাখিতাম!" ২৫। সেই দিবস খোদার মত কেহ শাস্তি দিতে পারিবেনা; ২৬। এবং

তাঁহার মত বন্ধনেও কেহ বন্ধন করিতে পারিবেনা। ২৭। হে পরিতৃপ্ত আত্মা, ২৮। সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন কর ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর। ২৯। অনন্তর আমার (অনুগ্রহপ্রাপ্ত) সেবকদের দলে প্রবেশ কর; ৩০। এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।

নবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-বালাদ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৪। নিশ্চয় আমরা মানুষকে কষ্টের সম্মুখীন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। ৫। সে কি মনে করে যে কেহ তাহার উপর ক্ষমতাশীল নয়? ৬। সে বলে, "আমি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছি।" ৭। সে কি মনে করে যে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করেনা? ৮। কী, আমরা কি তাহাকে চক্ষুদান করিনাই, ৯। এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর? ১০। এবং তাহাকে কি উচ্চ দুই পথ দেখাই নাই? ১১। তথাপি সে অধিকতর দুর্গম পথ চেষ্টা করিল না। ১২। কিসে তুমি জ্ঞাত হইবে সেই দুর্গমতর পথ কি? ১৩। তাহা ক্রীতদাসকে মুক্তি দান, ১৪। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আত্মীয় এতিমকে, ১৬। অথবা ধূল্যবলুণ্ঠিত দরিদ্রকে আহার্য্য প্রদান। ১৭। এতদ্ব্যতীত সে সেই ব্যক্তি যে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা বিশ্বাস করে এবং পরস্পরের প্রতি ধৈর্য্যশীল ও সহানুভূতিশীল হইতে অনুশাসন করে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-লায়ল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। রজনীর শপথ যখন তাহা নিজকে আবৃত করে ২। ও দিবসের শপথ যখন তাহা আলোকিত হয়। ৩। এবং তাঁহার শপথ যিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ৪। নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা বিভিন্নদিকে চালিত হইয়াছে। ৫। অনন্তর তাহার জন্য যে দান করে ও পরহেজগারি করে; ৬। এবং সৎকর্ম্মকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, ৭। তাহার জন্য আমরা সুখের পথ সহজ করিয়া দিব। ৮। অনন্তর তাহার জন্য যে কৃপণতা করে ও নিজকে খোদার অভাব হইতে মুক্ত মনে করে ৯। এবং উত্তম জিনিষকে মিথ্যা মনে করে ১০। তাহার জন্য দুঃখের পথ সহজ করিয়া দিব। ১১। এবং সে যখন ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে তাহার অর্থ সম্পদ তখন কোনই উপকারে আসিবে না। ১২। নিশ্চয় আমাদের উপরই তাহার হেদায়েতের ভার। ১৩। এবং আমাদেরই নিকট (তাহার) ভবিষ্যৎ ও অতীত। ১৪ অতএব আমি তোমাদিগকে সেই প্রজ্বলিত অগ্নি সম্বন্ধে সাবধান করি। ১৫। নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেহই তাহাতে প্রবেশ করিবেনা, ১৬। যে সত্যকে মিথ্যা বলে ও তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। ১৭। ইহা হইতে দূরে থাকিবে সেই ব্যক্তি যে (খোদাকে) অত্যধিক ভয় করে, ১৮। যে পবিত্র হইবার জন্য তাহার ধনসম্পত্তি দান করে।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আদ-দোহা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। দিবসের প্রথম প্রহরের শপথ, ২। এবং রজনীর, যখন তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, ৩। তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, ৪। যাহা গত হইয়াছে তদপেক্ষা ভবিষ্যত তোমার জন্য উৎকৃষ্টতর হইবে। ৫। এবং শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমাকে এমন কিছু দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন পান নাই এবং আশ্রয় দান করেন নাই ? ৭। তিনি কি তোমাকে পথভ্রান্ত পান নাই ও অতঃপর তোমাকে পরিচালিত করেন নাই ? ৮। এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্থ পান নাই অতঃপর ধনশালী করেন নাই ? ৯। অনন্তর যে এতিম, তাহাকে উৎপীড়ন করিওনা। ১০। এবং যে প্রার্থী, তাহাকে তিরষ্কার করিয়া বিদায় করিওনা। ১১। অনন্তর তোমার প্রভুর অনুগ্রহ ঘোষনা কর।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-ইনসিরা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ বিস্তার করি নাই? ২। এবং তোমার নিকট হইতে তোমার ভার মুক্ত করি নাই? ৩। যাহা তোমার পৃষ্ঠকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছিল। ৪। এবং তোমার জন্য তোমার আরাধনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। ৫। নিশ্চয়ই কষ্টের সহিত সুখ। ৬। অনন্তর কষ্টের সহিত সুখ। ৭। অতএব যখন তুমি অবসর পাও আগ্রহের সহিত চেষ্টা কর। ৮। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মগ্ন হও।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আত-তিন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। ডুমুর ও জলপাই বৃক্ষের শপথ, ২। সিনাই পাহাড়ের, ৩। এবং এই শান্তিপূর্ণ নগরীর (মক্কা শরিফের) শপথ, ৪। নিশ্চয় আমরা মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। ৫। অনন্তর তাহাকে সর্ব্বনিম্নতমস্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছি, ৬। শুধু তাহারা ব্যতীত যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম করে তাহাদের জন্য অখণ্ডিত পুরস্কার রহিয়াছে ৭। অতএব কে তোমাকে অতঃপর বিচার দিবস সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবে? ৮। খোদা কি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিচারক নহেন? (হাঁ। নিশ্চয়ই আমরা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি)।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল- আ'লাক

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। তোমার প্রভুর নামে পাঠ কর যিনি (সমস্ত দ্রব্য) সৃষ্টি করিয়াছেন। ২। তিনি মানুষকে একখণ্ড রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩। পাঠ কর এবং তোমার প্রতিপালক মহাসম্মান্বিত। ৪। তিনি কলম দ্বারা (লিখিতে) শিক্ষা দিয়াছেন। ৫। মানুষ যাহা জানিত না তাহা তিনি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। ৬। কিন্তু না—সে অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, ৭। কারণ সে নিজকে বহু অর্থশালী দেখিতে পায়। ৮। নিশ্চয় তোমার প্রভুর নিকট সকলের প্রত্যাবর্ত্তন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-কাদর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় ইহাকে (অর্থাৎ কোরআন শরিফ) আমরা এক শক্তিশালী রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি (১)। ২। কিসে তুমি জানিবে সে শক্তিশালী রজনী কি? ৩। তাহা সহস্রমাস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। ৪। সেই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও আত্মা সকল তাহাদের প্রতিপালকের আদেশে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য অবতরণ করে। ৫। রজনী প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত শান্তিতে থাকে।

(১) পবিত্র রমজান পূর্ণ চাঁদের ২৭ তারিখে শবে কদরে কোরান সরিফ প্রথমে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য ইহা অত্যন্ত পুণ্যজনক রজনী। (২ : ১৮৫ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-বাইয়েনা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৫। তাহাদিগকে (গ্রন্থধারীদিগকে) অন্য কিছু আদেশ করা হয় নাই শুধু এই যে তাহারা খোদার এবাদত করিবে, অন্তরের সহিত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে, ন্যায়পরায়ণ হইবে, নামাজ পালন করিবে ও জাকাত দান করিবে, এবং ইহাই সত্য ধর্ম্ম। ৭। যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে—মানুষের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৮।......তাহাদের প্রতি খোদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট; এবং তাহারাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহা তাহারই জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

নবনবতিতম অধ্যায়

ছুরা আল-জিলজাল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। যখন পৃথিবী ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইবে, ২। এবং উহা যখন তাহার ভার আনয়ণ করিবে, ৩। এবং মানুষ বলিবে, তাহার কি হইয়াছে? ৪। সেইদিন উহা তাহার সংবাদ ঘোষণা করিবে, ৫। যেন তোমার প্রভু তাহার নিকট প্রত্যাদেশ করিয়াছেন।

৬। সেইদিন দলে দলে লোক উপস্থিত হইবে, যাহাতে তাহাদের কাজ তাহাদিগকে দেখান যাইতে পারে। ৭। অনন্তর যে কেহ বিন্দু পরিমাণ সৎকর্ম্ম করিয়াছে সে তাহা দেখিতে পাইবে। ৮। এবং যে কেহ বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করিয়াছে সেও তাহা দেখিতে পাইবে।

শততম অধ্যায়

ছুরা আল-আদিয়াত

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

৬। নিশ্চয় মানব তাহার প্রতিপালকের নিকট অকৃতজ্ঞ ৭। এবং সে নিজেই ইহার সাক্ষ্য। ৮। এবং নিশ্চয়ই সে এই পার্থিব মঙ্গলে সাতিশয় আসক্ত। ৯। হায়! সে জানেনা কবরে যাহা আছে তাহা যখন উঠান হইবে। ১০। এবং মানুষের অন্তরে যাহা আছে তাহা যখন প্রকাশ করা যাইবে। ১১। নিশ্চয় তাহাদের প্রভু সেই দিন তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইবেন।

একাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-কারিয়া

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। ভয়ঙ্কর বিপদ। ২। কি সেই ভয়ঙ্কর বিপদ? ৩। কিসে তোমাকে অবগত করাইল সেই ভীষণ বিপদ কি? ৪। সেই দিবস মানব বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ হইবে, ৫। এবং পর্ব্বতগুলি ধুনিত লোমের ন্যায় হইবে। ৬। অতঃপর, যাহার (পুণ্যের) ওজন ভারী হইবে, ৭। সে সন্তোষ জনক স্থানের অধিবাসী হইবে। ৮। এবং যাহার পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হইবে, ৯। নিম্নতম গহ্বর তাহার মা (বাসস্থান) হইবে। ১০। এবং কিসে তোমাকে অবগত করাইল যে তাহা কি? ১১। উহা জ্বলন্ত অগ্নি।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আত-তাকাছোর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। ধন বৃদ্ধির আশা তোমাদিগকে মগ্ন রাখিবে, ২। যে পর্য্যন্ত না তোমরা কবরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ৩। না তোমরা শেষকালে জানিবে। ৪। অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা পরিণামে (তোমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা) জানিতে পারিবে ৫। নিশ্চয়ই তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুঝিতে পারিবে। ৬। নিশ্চয়ই তোমরা দোজখ দেখিতে পাইবে; ৭। এবং নিশ্চয়ই তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে, ৮। এবং তোমাদিগকে যে সমস্ত নেয়ামত (সম্পদ) দান করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইবে।

ত্রিশততম অধ্যায়

ছুরা আল-আছ্‌র

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। সময়ের শপথ, ২। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ৩। শুধু তাহারা ব্যতীত যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য্য করে এবং পরস্পরের প্রতি সত্য অনুসরণ করিতে ও ধৈর্য্যশীল হইতে অনুশাসন করে।

চতুরাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-হোমাজা

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। প্রত্যেক পরনিন্দুক ও পরদোষান্বেষণকারীর প্রতি আক্ষেপ ২। যে অর্থ সঞ্চয় করে ও ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেয়। ৩। সে মনে করে যে তাহার ধনসম্পত্তি তাহার সহিত চিরকাল থাকিবে। ৪। না, নিশ্চয়ই সে জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৫। এবং কিসে তোমাকে অবগত করাইবে সেই জ্বলন্ত হুতাশন কি? ৬। ইহা খোদা কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ৭। যাহা হৃদয়ের উপরে জ্বলিতে থাকে। ৮। নিশ্চয় উহা তাহাদের উপর দ্বাররুদ্ধ করা হইয়াছে, ৯। উহা দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে আবদ্ধ থাকিবে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

ছুরা আল-ফিল

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক গজস্বামীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন (১)? ২। তিনি কি তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করেন নাই? ৩। এবং দলে দলে তাহাদের উপর পাখী প্রেরণ করেন নাই, ৪। যাহারা তাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল, ৫। যদ্দারা তিনি তাহাদিগকে ভুক্ত খড় সদৃশ করিয়াছিলেন?

---

(১) এমেনের খৃষ্টান শাসন কর্তা আবরাহা কর্তৃক মক্কা শরিফ আক্রমণের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, কাবাশরিফ ধ্বংশ করা ও মক্কা শরিফের বাণিজ্য নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবরাহা তাঁহার রাজধানী সানায়াতে এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ সুন্দর উপাসনালয় প্রস্তুত করেন এবং ৫৭০ খৃষ্টাব্দে যে বৎসর হজরত (মোহাম্মদ দঃ) জন্মগ্রহণ করেন সেই বৎসর মক্কা অভিযান উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য, হয় ও হস্তি সহ যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক হাস্তি ছিল বলিয়া তাহাদিগকে আসহাবে ফিল অর্থাৎ গজস্বামী বলা হইয়াছে। কিন্তু আবরাহার এই অসদেচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কারণ মক্কার অনতিদূরে শিবির স্থাপন করিলে তাহার সৈন্য দলের মধ্যে ভীষণ ও ব্যাপক ভাবে বসন্ত রোগ দেখা দেয় এবং ফলে বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ণ করিতে থাকে, কিন্তু পথ ভুলিয়া উপত্যকা মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

পাখীর দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপের কথা হয়ত একজন্য বলা হইয়াছে যে মৃত ব্যক্তিদের মাংস পক্ষীগণ দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে এবং প্রস্তরের সাহায্যে তাহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। মোহাম্মাদ আলি।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-কোরায়েশ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। কোরেশদিগের আসক্তি, ২। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে (বাণিজ্য) উদ্দেশ্যে বিদেশগমনে তাহাদের আসক্তির জন্য (১) ৩। অতএব তাহাদের উচিত যে তাহারা এই গৃহের (কা'বা শরিফের) প্রভুর এবাদত করিবে, ৪। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্নদান করিয়াছেন, ৫। এবং ভয় হইতে তাহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

---

(১) কোরেশগণ কাবা শরিফের রক্ষক বলিয়া শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে এমেন ও সিরিয়া দেশে যখন তাঁহারা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে গমন করিতেন তখন তাঁহারা তথায় বিশেষরূপে সম্মানিত হইতেন এবং চোর দস্যুর উপদ্রব হইতে নিরাপদ থাকিতেন। যে গৃহের তত্ত্বাবধানের জন্য খোদা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের উচিত সেই গৃহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার তাঁহারা এবাদত করেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-মাউন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে আমাদের ধর্ম্মকে মিথ্যা মনে করে? ২। সে, সেই ব্যক্তি যে এতিমকে তাড়াইয়া দেয় ৩। এবং গরীবকে সাহায্য দিতে অন্যকে উৎসাহিত করে না। ৪। অনন্তর সেই সমস্ত উপাসকদের জন্য আক্ষেপ, ৫। যাহারা তাহাদের নামাজে অমনোযোগী, ৬। এবং শুধু লোককে দেখাইবার জন্য যাহারা উপাসনা করে এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-কাউছার

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। নিশ্চয় তোমাকে আমরা প্রচুর সম্পদ দান করিয়াছি। ২। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের উপাসনা কর ও কোরবাণী কর। ৩। নিশ্চয়ই তোমার শত্রু নিঃসন্তান।

নবমাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-কাফেরুন

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। বল, হে অবিশ্বাসীগণ! ২। তোমরা যাহাকে উপাসনা কর আমি তাহাকে উপাসনা করি না। ৩। এবং আমি যাহাকে উপাসনা করি তোমরা তাঁহাকে উপাসনা কর না। ৪। আমি কখনও তোমরা যাহার উপাসনা কর, তাহাকে উপাসনা করি না। ৫। এবং তোমরাও আমি যাহাকে উপাসনা করি তাঁহাকে করিবে না। ৬। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম।

দশমাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আন-নছর

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। যখন খোদার সাহায্য ও বিজয় আসিবে, ২। তুমি দলে দলে লোককে খোদার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইবে। ৩। অনন্তর তোমার প্রভুর প্রশংসা কর ও তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা কর। ৪। নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ভালবাসেন।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-এখলাছ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। বল, তিনিই একমাত্র আল্লাহ। ২। তিনি অনন্ত। ৩। কখনও জন্মদান করেন নাই, এবং কখনও জন্মও গ্রহণ করেন নাই। ৪। এবং কখনও কেহই তাঁহার তুল্য নয়।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আল-ফালক

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করি প্রভাতের প্রভুর নিকট ২। তাঁহার সৃষ্টির অনাচার হইতে ৩। এবং রজনী যখন আমাকে আচ্ছাদন করে তখন উহার অনিষ্ট হইতে, ৪। এবং অশরীরি স্ত্রীলোকদের দুরাচার হইতে ৫। এবং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির হিংসা হইতে।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

ছুরা আন-নাছ

পরমদাতা ও করুণাময় আল্লার নামে

১। বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করি মানুষের প্রতিপালক, ২
মনুষ্যের বাদশাহ্ ৩। এবং মানুষের খোদার নিকট, ৪। চুপে চুপে
পলায়ণকারী শয়তান ৫। যে মানুষের অন্তঃকরণে গোপনে কুপরামর্শ
দেয়, তাহার ৬। এবং জ্বেন ও মানবের অনিষ্ট হইতে।

তামাম শোধ।

B11268